উপনিষৎ গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ

স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিরাময়ানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫ রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় উপনিষৎ গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রসিদ্ধ উপনিষৎ-সমূহের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর এই নয়খানি উপনিষৎ স্থান পাইয়াছে। অপর দুই খণ্ডে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ও প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে প্রথমে মূল সংস্কৃত, প্রয়োজনমত মূলের আশয়, অন্বয়-মুখে বাংলা শব্দার্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, এবং অনুরূপ স্থল-সকলের উল্লেখ করা হইযাছে ; সর্বশেষে মূলানুগত প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুরূহ বাক্যসমূহের বিশদ টীকা এবং পুস্তকের শেষভাগে শ্লোকাদির অনুক্রমণিকা এবং নির্ঘণ্টও সংযোজিত হইয়াছে। এই সকলের সাহায্যে উপনিষৎগুলি সংস্কৃতে অল্পাভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট সহজবোধ্য হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। উপনিষদের বক্তব্য বিষয় বুঝিবার পক্ষে ভূমিকাটিও যথেষ্ট সহায়তা করিবে। শব্দার্থ ও টীকাদিতে আচার্য শঙ্কর ও তদনুবর্তী গ্রন্থকারগণের মত অনুসরণ করা হইয়াছে।

শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ মহারাজ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া ইহাতে প্রচুর টীকাদি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

গুরুপূর্ণিমা
২৪শে আষাঢ়, ১৩৪৮ সাল

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের
নিবেদন

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থখানি ভাষ্যাদির সহিত মিলাইয়া আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেওয়া হইল এবং স্থলবিশেষে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইল। ইহাতে উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি নূতন মন্তব্যও সংযোজিত হইল। শেষোক্ত কার্যে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী এবং বেদবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

আষাঢ়, ১৩৪৯ সাল **সম্পাদক**

সংক্ষিপ্তশব্দের সূচী

ঈঃ = ঈশোপনিষৎ
ঐঃ = ঐতরেয়োপনিষৎ
কঃ = কঠোপনিষৎ
কেঃ = কেনোপনিষৎ
ছাঃ = ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তৈঃ = তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
প্রঃ = প্রশ্নোপনিষৎ
বৃঃ — বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
মাঃ = মাণ্ডূক্যোপনিষৎ
মুঃ = মুণ্ডকোপনিষৎ
যোঃ সূঃ = পাতঞ্জল যোগসূত্র
ব্রঃ সূঃ = ব্রহ্মসূত্র
শ্বেঃ = শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
দ্রঃ = দ্রষ্টব্য

গ্রন্থমধ্যে যেখানে উপনিষদের উল্লেখ নাই, মাত্র সংখ্যা দেওয়া আছে, সেখানে যে উপনিষৎ চলিতেছে, তাহারই কথা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সূচীপত্র

উচ্চারণ

বৈদিক উচ্চারণ গুরুমুখে শিক্ষণীয়। তথাপি পাঠকের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইবে ভাবিয়া কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে কয়েকটি ইঙ্গিত প্রদত্ত হইল।

বর্ণ		উচ্চারণ স্থান
ই, ঈ, চবর্গ, য, এবং শ	···	তালু (উর্ধ্ব দন্তমূলের কাছে অথচ উপরে)।
ঋ, ৠ, টবর্গ, র এবং ষ	···	মূর্ধা (তালুর উপরে, আলজিবের নীচে)।
ল় (ঌ), তবর্গ, ল এবং স	···	দন্ত (উর্ধ্ব দন্তের গোড়া)।
ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্ (পঞ্চম বর্ণ)	···	নাসিকা এবং পূর্বোক্ত সেই সেই স্থান।

অন্যান্য উচ্চারণ-স্থান ব্যাকরণ হইতে শিক্ষণীয়।

ঃ আশ্রয়স্থানভাগী ; যে স্বরের পরে থাকিবে সেই স্বরের স্থান হইতে, অথচ (হসন্তান্ত) অর্ধ হকারের (হ্) ন্যায় উচ্চার্য। যথা ততঃ=তৎহ ; দুঃখ=দুহ্খ।

যজুর্বেদে শ, ষ, স, হ, কিংবা র পরে থাকিলে ং স্থানে গুং (ঁ) আদেশ হয়। ং-এর পূর্বে হ্রস্ব স্বর থাকিলে গুং-এব উচ্চারণ দীর্ঘ ও দীর্ঘস্বর থাকিলে হ্রস্ব হয়।

য-এর উচ্চারণ—ই+অ ; যথা যমঃ=ইঅমঃ। ব-এর উচ্চারণ—ও+অ (ইংরাজী w), যথা বাক্=ওয়াক্। ই+অ এবং ও+অ দ্রুত উচ্চার্য। ব-এর উচ্চারণ বুদ্ধি শব্দের ব-এর মত। শ-এর উচ্চারণ শরৎ শব্দের শ-এর মত। ষ ও ণ-র উচ্চারণকালে জিহ্বাকে উল্টাইযা মূর্ধা প্রায় স্পর্শ করিতে হয় (ণ=প্রায় ড়ঁ)। স-এর উচ্চারণ বস্তু-শব্দের স-এর মত। সংযুক্ত বর্ণ পৃথক্ উচ্চার্য—বিদ্বান্=বিদ্ওয়ান্। আত্মা=আৎমা ; যজ্ঞ=ইঅজ্ঞ। ঋ—মূর্ধার পার্শ্বদ্বয়কে জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় দ্বারা প্রায় স্পর্শ করিয়া উচ্চার্য (কতকটা রি ও রু-এর মাঝামাঝি)। হ্রস্ব স্বর হ্রস্ব করিয়া ও দীর্ঘ স্বর দীর্ঘ করিয়া উচ্চার্য।

ভূমিকা

বেদ-শব্দটি জ্ঞানার্থক বিদ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামক প্রবন্ধে আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "শাস্ত্র-শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্ম-শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতি-শব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত। 'সত্য' দুই প্রকার—(১) যাহা মানবসাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত; (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারে সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন[১]। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তিদ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'[২]।"

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়

---

১ "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" মুঃ, ১।১।৯

২ ঋষিগণ বেদ রচনা করেন নাই, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টামাত্র-

ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্তারঃ।
ন কশ্চিদ্বেদকর্তা চ বেদস্মর্তা চতুর্ভুজঃ॥
যুগান্তেঽন্তর্হিতান্‌ বেদান্‌ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

অতএব বেদ-শব্দের মুখ্যার্থ জ্ঞানরাশি এবং গৌণার্থ শব্দরাশি। কিন্তু শব্দরাশিরূপ বেদও আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার বস্তু, কারণ উহা অনন্তপুরুষেরই বাঙ্‌ময়ী মূর্তি;—ইহার অপর নাম শব্দব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্বেও এই অনাদি বেদ ছিল, কারণ শব্দপূর্বকই সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই ভাব আত্ম-প্রকাশ করে। বৈদিক শব্দরাশি অবলম্বনে বৈদিক ভাবরাশি প্রকটিত হইয়া আজও জগতে বর্তমান। প্রতি কল্পের আদিতে ভগবান্ অনাদি বেদ উচ্চারণ করেন, তিনিই শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করেন; অর্থাৎ কোন্ শব্দে কোন্ অর্থ বুঝাইবে, তাহা প্রথমে ভগবান্‌ই স্থির করেন। বিশেষ বিশেষ শব্দে মানব যে বিশেষ বিশেষ বস্তুকে বুঝিয়া থাকে তাহা শিক্ষা ব্যতীত হইতে পারে না। ভগবান্‌ই প্রথমে বেদরূপী ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদবলম্বনে মানবীয় ভাষার বিস্তার সাধিত হইয়াছে। তিনিই আদিগুরু—তৎকর্তৃক উচ্চারিত ও প্রকাশিত বেদই অপরে লাভ করিয়াছেন। বেদের অপর নাম শ্রুতি, কারণ উহা পূর্বে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হইয়া গুরুশিষ্য-পরম্পরায় শ্রুত হইয়া সমাজে প্রচলিত হইত ও যজ্ঞাদি সম্পাদনে নিযুক্ত হইত। এই গুরুশিষ্য-পরম্পরা অনাদি বলিয়া বেদও অনাদি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ কল্পারম্ভে যেমন যেমন শব্দ উচ্চারণ করেন, সেই সেই বস্তুই সৃষ্ট হয়; সৃষ্টির আদি নাই; সুতরাং সৃষ্টির পূর্ববর্তী বেদরাশিও অনাদি। কিন্তু বেদান্ত-মতে বেদ নিত্য হইলেও প্রতিকল্পে উহা পুরুষনিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে ঈশ্বরের বাণীরূপে প্রকটিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকল্পে স্বয়ম্ভূ বেদকর্তা হইলেও বাক্যোচ্চারণে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহেন। বেদে আছে যে,

ভূমিকা

বিধাতা পূর্বকল্পের সৃষ্টি অনুযায়ীই পরকল্পের সৃষ্টি রচনা করেন। নূতন কল্পের পূর্বে তিনি অনাদি বেদকেই পুনর্বার উচ্চারণ করেন এবং তদনুযায়ী সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহা অবশ্য সত্য যে, পূর্বোচ্চারণ বা পূর্বসৃষ্টি পরবর্তী উচ্চারণ বা সৃষ্টির সহিত অভিন্ন হইতে পারে না; পরবর্তীটি পূর্বের অনুরূপ মাত্রই হইয়া থাকে। এইরূপে উচ্চারণ-বিষয়ে স্বয়ম্ভূর কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও বেদ বস্তুতঃ অপৌরুষেয়—উহা কোনও পুরুষের দ্বারা রচিত নহে (ব্রঃ সূঃ, ১।১।৩ ও ১।৩।২৮-৩০ দ্রষ্টব্য)।

কল্পারম্ভে ভগবান্ প্রজাপতিরূপে বেদের প্রচার করিয়া থাকেন। (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।১)। এই বিষয়ে পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, একদা আদি-পুরুষ ব্রহ্মা যোগাসনে সমাসীন হইয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার হৃদয়ে অস্ফুট নাদধ্বনি হইল, পরে প্রণব এবং তদনন্তর উক্ত প্রণব হইতে স্বর ও ব্যঞ্জনময় বর্ণরাশি প্রকটিত হইল। সেই বর্ণরাশিসহায়ে তিনি যে শব্দসমূহ উচ্চারণ করিলেন, তাহাই বেদবিদ্যা।

বেদের বিভাগ

বেদ চতুর্ধা বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। প্রতি বেদে আবার দুইটি বিভাগ আছে—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" মন্ত্রভাগের[১] অপর নাম 'সংহিতা', অর্থাৎ যাহাতে মন্ত্রসমূহ সম্-হিত বা একত্রে স্থাপিত

১ যাস্কের মতে "যাহা দ্বারা মনন করা যায় তাহার নাম মন্ত্র—মন্ত্রাঃ মননাৎ (৭।৩।৬)। মন্ত্রসমূহ হইতেই মননকারিগণ অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন—তেভ্যো হি অধ্যাত্মাধিদৈবিকাদি মন্তারো মন্যন্তে, তদেষাং মন্ত্রত্বম্" (৭।১।১)। জৈমিনির মতে "অভিযুক্তেরা যাহাকে মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাই মন্ত্র—মন্ত্রোঽয়মিত্যভিযুক্তোপদিষ্টো মন্ত্রঃ"।

বা সমষ্টীকৃত হইয়াছে। আর শ্রুতি নিজেই যে অংশে নিজের অপ্রকাশিত অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন ও সংহিতার প্রয়োগাদি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বেদাংশকে ব্রাহ্মণ বলে[১]। ব্রাহ্মণ ভাগে প্রধানতঃ বিধি, নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ (অর্থাৎ প্রশংসাপর বা নিন্দাপর বাক্য), উপাসনা[২], ও ব্রহ্মবিদ্যা নিবদ্ধ হইয়াছে। এই অংশ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষকে আরণ্যক বলে, কারণ উহা অরণ্যে পঠিত হইয়া থাকে এবং অরণ্যবাসীদেরই অবলম্বনীয় (বৃঃ ভাষ্য-

১ আপস্তম্ব-মতে "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি—কর্মচোদনা অর্থাৎ বিধিই ব্রাহ্মণ"। বিধি দুই প্রকার—অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক ও অজ্ঞাতজ্ঞাপক (সায়ণ)। কর্মকাণ্ডে যে-সকল বিধি আছে তাহা অপ্রবৃত্তকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। জ্ঞানকাণ্ডে যে-সমস্ত বাক্য আছে তাহা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হয়। বস্তুতঃ কর্মকাণ্ডোক্ত বাক্যগুলিও অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়াই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, শুধু অপ্রবৃত্ত-প্রবর্তক বলিয়া নহে। ব্রাহ্মণ-শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। একটি মতে বলা হয়—যে ত্রিবেদজ্ঞ ঋত্বিক্ যজ্ঞ পরিচালনা করিতেন, তাঁহাকে ব্রহ্মা বলা হইত। তিনি যে বেদভাগের সাহায্যে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেন, তাহারই নাম ব্রাহ্মণ। এই অর্থ গৃহীত হইলে উপনিষৎসমূহের প্রামাণ্য নষ্ট হয়; কারণ উহারা কর্মে প্রযুক্ত হয় না। অপর মতে ব্রহ্মন্ অর্থাৎ স্তোত্রাংশ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মণ। (Cf. History of Indian Philosophy Das Gupta)

২ "শাস্ত্রবিহিত কোনও বিষয়কে ধ্যানের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে এইরূপ একটি সমানাকার চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করা যে, তাহার মধ্যে ভিন্ন প্রকারের বৃত্তি উদিত হইয়া বাধা জন্মাইতে না পারে।" (ছাঃ ভাষ্যভূমিকা) "শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে পৃথক্ করিয়া মনোমধ্যে উপসংহার-পূর্বক এবং উক্ত মনকেও প্রত্যক্-চেতয়িতাতে উপসংহার করিয়া একাগ্ররূপে যে চিন্তা করা, তাহাই ধ্যান। তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারাই ধ্যান।" (গীতাভাষ্য, ১৩।২৪)।

ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। আরণ্যকসমূহেও প্রচুর উপাসনাদি বিহিত হইয়াছে। অরণ্যবাসিগণের পক্ষে যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন আয়াসসাধ্য হওয়ায় এবং উচ্চতর তত্ত্বের জন্য তাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল হওয়ায় তাঁহারা ধ্যান বা উপাসনা করিতেন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ অংশেই উপনিষৎ-সমূহ বিন্যস্ত রহিয়াছে এবং তদনুযায়ী তাহারা সংহিতোপনিষৎ বা ব্রাহ্মণোপনিষৎ নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। যথা—ঈশোপনিষৎখানি সংহিতোপনিষৎ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণোপনিষৎ। তবে সাধারণতঃ এই বিভাগগুলির মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। যথা—প্রথমে তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৎপরে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, অতঃপর তৈত্তিরীয় আরণ্যক, এবং সর্বশেষে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ[১]।

মন্ত্রসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ঋক্, যজুঃ, ও সাম[২]। বেদব্যাস যজ্ঞে ব্যবহার্য এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহকে এক এক স্থানে সংহৃত করিয়া তাহাদিগকে তিনটি বেদগ্রন্থাকারে বিভক্ত করিলেন এবং অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহ অথর্ববেদে সন্নিবিষ্ট হইল। বস্তুতঃ বেদব্যাস বেদ রচনা করেন নাই, তিনি বেদের বিভাগমাত্র করিয়াছেন। মন্ত্রভাগের প্রাধান্যবশতঃ মন্ত্রনামানুযায়ী বিভিন্ন ভাগের নামকরণ হইয়া

১ এইরূপে বেদের অন্তে বা শেষে নিবদ্ধ হওয়ায় উপনিষৎ-প্রতিপাদিত বিদ্যা বেদান্ত নামে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে বেদের সারভাগ বলিয়াই উহা বেদান্ত নামে অভিহিত। "তিলেষু তৈলবদ্ বেদে বেদান্তাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ"—মুক্তিক-উঃ।

২ নিয়মিত পাদাক্ষর ও ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রকে ঋক্ বলে। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারীরা ঋক্-মন্ত্রে দেবতার স্তব করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করেন। গীতিরূপ মন্ত্র সাম। সামবেদে যে-সকল মন্ত্র আছে, তাহার প্রায় সমস্তই ঋক্-মন্ত্রের উপর নির্ভর করে (ছাঃ, ১।৬।১)। উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারিগণ সামগান করেন। গদ্যময় মন্ত্র যজুঃ। অধ্বর্যু ও তাঁহার সহকারিগণ যজুর্মন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন।

থাকিলেও প্রত্যেক বেদেই তাহার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎসমূহ আছে। সুতরাং ঋগ্বেদাদি শব্দে শুধু ঋগাদি সমষ্টিকে না বুঝিয়া ঋগাদিমন্ত্রপ্রধান ও ব্রাহ্মণাদি-সংযুক্ত বেদভাগকেই বুঝিতে হইবে। অথর্ববেদে একদিকে যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ রাজোচিত বিভিন্ন কর্ম এবং মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতিও রহিয়াছে[১]। এই চতুর্বেদেই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ আছে।

বেদব্যাস বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ববেদ শিক্ষা দিলেন[২]। বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আবার অত্যধিক আত্ম-বিশ্বাসের ফলে গুরুকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লব্ধ বেদবিদ্যা উদ্‌গিরণ করেন এবং উপাসনা দ্বারা সূর্যকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় বেদ গ্রহণ করেন। ইহাই শুক্লযজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা পরিত্যক্ত বেদ কৃষ্ণযজুর্বেদ নামে পরিচিত। বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যগণ তিত্তিরি-পক্ষিরূপে উক্ত পরিত্যক্ত বেদকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তৈত্তিরীয় নামেও প্রসিদ্ধ।

শাস্ত্রে বেদকে ত্রয়ী নামেও উল্লেখ করা হয়। ত্রয়ী অর্থ তিনের সমষ্টি। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, ত্রয়ী শব্দে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়কে বুঝায়; সুতরাং অথর্ববেদ বেদবহির্ভূত। বস্তুতঃ

---

১ ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজ্ঞস্ত্বথর্ববেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥ বিষ্ণু পুঃ, ৩।৪।১৩-১৪

২ ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥ বিষ্ণু পুঃ, ৩।৪।৭

ভূমিকা

অথর্ববেদের যজ্ঞে ব্যবহার নাই বলিয়াই উহা ত্রয়ীর মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। ইহাতে অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না[১]।

অথবা এইরূপও হইতে পারে যে, ত্রয়ীশব্দে বেদবিভাগ লক্ষিত না হইয়া মন্ত্রবিভাগই লক্ষিত হইয়াছে এবং মন্ত্রসমূহ তিন শ্রেণীতে (ঋক্, যজুঃ, সাম—পদ্য, গদ্য ও গীতি) বিভক্ত বলিয়া বেদসমূহ ত্রয়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অথর্ববেদ যে বেদেরই অন্তর্ভুক্ত তাহার প্রমাণ বেদমধ্যেই রহিয়াছে[২]।

সমগ্র বেদকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগেও বিভক্ত করা হয়। আরণ্যক ও উপনিষদতিরিক্ত সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহ মুখ্যতঃ কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, কেন না তাহারা প্রধানতঃ যজ্ঞাদি কার্যেই প্রযুক্ত হয়। আরণ্যক ও উপনিষৎসমূহের বিশেষ উদ্দেশ্য উপাসনা বা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন। কর্মকাণ্ড জীবকে অভ্যুদয়, অর্থাৎ স্বর্গাদি অলৌকিক ফল ও ধনরত্নাদি লৌকিক ফলের অধিকারী করে ; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড তাহাকে চিত্তশুদ্ধিক্রমে মুক্তির ভাগী করে। কর্মসমূহ কর্মাঙ্গভূত বস্তু ও ক্রিয়ার সাধ্য ; কিন্তু জ্ঞান প্রমাণ-ও অনুভূতিসাপেক্ষ।

বেদের শাখা-প্রশাখা

চতুর্ধা বিভক্ত বেদ শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে আরও বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। ঐ সকল শাখা-প্রশাখার অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের যে অংশ এখন সাধারণ্যে প্রচলিত আছে তাহা শৈশিরীয় শাখার অন্তর্গত। বাস্কল শাখার সংহিতাও খণ্ডিতাকারে পাওয়া যায়।

১ 'উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব'—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ২

২ ছাঃ, ৭।১।২—ঋগ্বেদং ভগবো অধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থম্। ছাঃ, ৩।৪।১-২ ; বৃঃ, ২।৪।১০, ৪।১।২, ৪।৫।১১ ; মুঃ, ১।১।৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

শুক্লযজুর্বেদের পঞ্চদশ শাখার মধ্যে বর্তমানে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাদ্বয় প্রচলিত আছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, সামবেদের কৌথুমশাখা গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটে এবং রাণায়ণীয় শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। অথর্ববেদের সৌনক শাখা সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। উয়েবার সাহেব বলেন যে, উহার পিপ্পলাদ শাখা কাশ্মীরে রক্ষিত আছে[১]।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

বেদের প্রতি শাখায়ই বহু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ ছিল; তন্মধ্যে অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণদ্বয় ঋগ্বেদের অন্তর্গত। ঐতরেয় আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং কৌষীতকি আরণ্যক কৌষীতকি ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। তাণ্ড্য, পঞ্চবিংশ বা প্রৌঢ়, তলবকার বা জৈমিনীয়, এবং ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ সামবেদের অন্তর্গত। তলবকার ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকার নাম উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ; কেনোপনিষৎ-খানি উহারই অন্তর্গত। আর্ষেয় ব্রাহ্মণও তলবকার ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষ। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশের পরিশিষ্ট-স্থানীয়। ষড়বিংশের শেষ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত ব্রাহ্মণ। সামবিধান ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ ও সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ নামক আরও কয়েকখানি সামবেদীয় ব্রাহ্মণও দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণখানি ঐতিহাসিক ও বৈদিক সাহিত্যিকের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ

---

১ ঋগ্বেদের মোট ২১টি শাখা, যজুর্বেদের ১০০টি শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা, এবং অথর্ববেদের ৯টি শাখা (কূর্মপুরাণ, ৪৯ অঃ)। শুক্লযজুর্বেদের ১৫ বা মতান্তরে ১৭ শাখা। এই-সব বিষয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। (বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪-৬ দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থ। ইহা মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব উভয় শাখাকর্তৃকই সঙ্কলিত হইয়াছে। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত।

উপনিষৎ

উপনিষৎ-শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা[১]। 'উপ' ও 'নি' পূর্বক 'সদ্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দটি গঠিত হইয়াছে। 'উপ'-শব্দে সত্বর বা সামীপ্য বুঝায়, এবং কোনও বাধক না থাকিলে উক্ত সামীপ্য-শব্দে বস্তুমাত্রেরই সামীপ্য বুঝায়। 'নি' শব্দটি নিশ্চয়ার্থক ও নিঃশেষার্থক; এবং 'সদ্' ধাতুর অর্থ বিশরণ বা শিথিলীকরণ, গতি বা প্রাপ্তি, এবং অবসাদন বা বিনাশ। সুতরাং উপনিষৎ-শব্দের ধাতুগত অর্থ—ঐকাত্ম্য-নিশ্চয়ের দ্বারা যে বিদ্যা সত্বর সহেতুক সংসার উন্মূলিত করে[২]; অথবা যাহা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায়; কিংবা যে বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তন্নিষ্ঠ হইয়া নিঃসংশয়ে উহার অনুশীলন করিলে উক্ত বিদ্যা অবিদ্যাদি সংসারবন্ধনকে শিথিল বা নিঃশেষে বিনাশ করে—সেই বিদ্যা[৩]। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষৎ-শব্দের অর্থ হইলেও গ্রন্থসাহায্যে ঐ বিদ্যা লাভ হইতে পারে বলিয়া গ্রন্থকেও গৌণভাবে উপনিষৎ বলা হয়। উপনিষৎ-শব্দের অপর অর্থ বিদ্যা-বিশেষের সারাংশ বা রহস্য-বিদ্যা[৪]। হৃদয়গুহায় নিগূঢ়রূপে অবস্থিত

১ দ্রবিড়াচার্য প্রথমে উপনিষৎ-শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করেন এবং আচার্য শঙ্কর তাঁহার অনুসরণ করেন—Introduction to Brihadaranyaka Upanishad by Kuppuswami Sastri.

২ বৃঃ ভাষ্যভূমিকা ও আনন্দগিরির টীকা।

৩ কঃ ভাষ্যভূমিকা ও মুঃ ভাষ্যভূমিকা।

৪ ইহাই প্রাচীন অর্থ। ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণ ভিন্ন অপর স্থলেও এই অর্থে উপনিষৎ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—বৃঃ, ২।১।২০; শ্বেঃ, ৫।৬ ইত্যাদি।

ব্রহ্মের বিষয়ে এই বিদ্যা উপদিষ্ট হয় এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন ইহা অপ্রাপ্য। ইহার অপরার্থ—বিশেষ বিনীতভাবে শিষ্য-কর্তৃক গুরুসমীপে অবস্থান[১]। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত।

উপনিষদের সংখ্যা নির্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার; কেন না দেখা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবল হইয়া স্বমতকে শ্রুতিসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে এবং উহাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে বিভিন্ন কালে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা উপনিষৎ-নামে সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। এইরূপে সম্রাট আকবরের কালে অল্লোপনিষৎ বিরচিত হয়। যাহা হউক যজুর্বেদান্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে ঈশাদি ১০৮ খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ঋগ্বেদীয় কৌষীতকি উপনিষৎ কৌষীতকি শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং ঐতরেয়োপনিষৎ ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ বা ষষ্ঠ অধ্যায়। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষৎ কাঠক শাখার অন্তর্নিবিষ্ট; মহানারায়ণ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌দ্বয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ ভাগ; মৈত্রায়ণীয়োপনিষৎ মৈত্রায়ণী-সংহিতার অংশবিশেষ; শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ শ্বেতাশ্বতর শাখারই অন্তর্গত,—আচার্য শঙ্কর উহাকে মন্ত্রোপনিষৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শুক্লযজুর্বেদীয় ঈশোপনিষৎ বাজসনেয়-সংহিতার শেষ অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যক শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায়। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্গত ও কেনোপনিষৎ তলবকার-শাখার অন্তর্ভুক্ত।

উপনিষদের সংখ্যা ও শাখা-পরিচয়

১ "Upanishad" means "a confidential secret sitting"; —Paul Deussen. "Upanishad means a forest gathering—disciples sitting near their teachers engaged in religious discussion;"—Hooritz.

ভূমিকা

অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ সম্ভবতঃ সৌনকশাখার এবং প্রশ্নোপনিষৎ পিপ্পলাদশাখার অন্তর্গত ; কারণ উক্ত ঋষিদ্বয়ই যথাক্রমে উহাদের বক্তা। অথর্ববেদীয় অধিকাংশ উপনিষদেরই শাখা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

উপনিষদুক্ত বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না এবং তজ্জন্য অর্থবিষয়ে লোকে বিভ্রান্ত হইতে পারে মনে করিয়া সুপ্রাচীন কাল হইতেই উহার মর্মকথা উদ্ঘাটনের জন্য এবং বহিরাক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই ত্রয়ীকে সংক্ষেপে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। ইহারাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি। ব্রহ্মসূত্রে একদিকে যেমন উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি পরমত খণ্ডনপূর্বক যুক্তিসহকারে স্বমত প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এই জন্য ইহা ন্যায়প্রস্থান নামে পরিচিত। গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থান এবং উপনিষৎসমূহকে শ্রুতিপ্রস্থান বলে। ঋষিগণ-বিরচিত ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রগুলিও স্মৃতি-প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির প্রামাণ্য দুর্বল এবং বিরোধস্থলে শ্রুতিই গ্রাহ্য[১]।

প্রস্থানত্রয়

---

১ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বেদকে অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা গ্রন্থরূপী বেদকে পুরুষরচিত বলিয়া মনে করেন এবং বলেন যে, প্রায় খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দে সংহিতা রচিত হয় (ম্যাক্সমূলার), খ্রীঃ পূঃ ৮০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত ব্রাহ্মণভাগ রচিত হয়, এবং সর্বপ্রাচীন উপনিষৎ অন্ততঃ ৬০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে রচিত হয় (ম্যাক্ডনাল)। স্যার রাধাকৃষ্ণনের মতে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৪০০-৩০০ অব্দের মধ্যে উপনিষৎ-সমূহ বিরচিত হয়। উইণ্টারনিজের মতে রচনাকালানুসারে উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ ; প্রথম—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি ও কেন ; দ্বিতীয়—কঠ, ঈশ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক ও মহানারায়ণ ; তৃতীয়—প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীয় ও

উপনিষৎ অবলম্বনে প্রধানতঃ চারিটি মতবাদ উত্থিত হইয়াছে—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈত। প্রায় প্রত্যেক মতেই উপনিষদের ভাষ্য আছে এবং প্রত্যেক মতেই বিভিন্ন উপনিষদের একবাক্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র ও গীতাদি শাস্ত্রেও ইহা স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ কিন্তু বলেন যে, বিভিন্ন উপনিষদে, এমন কি একই উপনিষদে, বিভিন্ন মতবাদ আছে। বস্তুতঃ তাঁহারা সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়াই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উপযুক্ত বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে, উপনিষৎ মধ্যে প্রকরণ-ভেদ থাকিলেও প্রতিপাদ্য বস্তুবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। সমগ্ররূপে গ্রহণ না করিযা প্রকরণ-বিশেষের প্রতি অধিক দৃষ্টি প্রদান করায় প্রায় সকল মতই পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট হইয়াছে এবং সমগ্র-দৃষ্টি অবলম্বনপূর্বক উপনিষদুক্ত বিষয়সমূহের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করায় অদ্বৈতমত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। উপনিষদে সগুণ-ব্রহ্ম ও নির্গুণ-ব্রহ্মের কথা আছে এবং জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের উপদেশও আছে। যে মতে এই আপাতবিরুদ্ধ সর্বপ্রকার দৃষ্টির সমন্বয় হইতে পারে তাহাই আদরণীয়। আনন্দগিরি উল্লেখ করিয়াছেন যে, উপনিষদের তাৎপর্য-'নির্ণয়ার্থ ছয়টি লিঙ্গ আছে—উপক্রমোপসংহার, ঐকরূপ্যাভাস,

একবাক্যতা

মাণ্ডূক্য; এবং চতুর্থ—অবশিষ্ট সমস্ত। তিলক মহাশয় বহু গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ৪০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বেদ সঙ্কলিত (রচিত নহে) হয়। হিন্দু-সাধারণের বিশ্বাস যে, প্রায় ৫০৪০ বৎসর পূর্বে মহাভারতের যুদ্ধকালে বেদ সঙ্কলিত হয়।

অপূর্বতা, ফলবত্তা, অর্থবাদ ও যুক্তি। এই উপায় অবলম্বনে সহজেই দেখান যাইতে পারে যে, আত্মার একত্বই উপনিষৎসমূহের মূল বক্তব্য। অপর যাহা কিছু তাহা উক্ত একত্ব-প্রতিপাদনেরই সহায়ক মাত্র। বিশেষতঃ শাস্ত্রে অধিকারি-ভেদ স্বীকৃত হয়, এবং বিভিন্ন মানবের বোধসামর্থ্যানুযায়ী উপদেশ বিভিন্ন হয়; কিন্তু তাহা হইলেও মূলগত বস্তু পৃথক্ হইতে পারে না।

এই উদার অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই আচার্য শ্রীমৎ শঙ্করের রচিত উপনিষদ্‌ভাষ্য শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আচার্যের ব্যাখ্যাই যে উপনিষদের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সুসঙ্গত ব্যাখ্যা, এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও প্রায় সকলেই একমত।

অদ্বৈতবাদ উপনিষৎ-সম্মত

আচার্য দেখাইয়াছেন যে, সকল উপনিষৎই একবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও নামরূপাত্মক জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন[১]। মনোবাক্যাতীত ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য লৌকিক ভাষা ও লোকবুদ্ধির অনুসরণ করিতে হয়, সুতরাং সেই ভাষাগত ও বুদ্ধিগত বিরোধপরম্পরা বেদান্তদর্শনের বক্তব্য-বিষয়মধ্যেও আছে বলিয়া লোকে ভ্রম করিতে পারে। বস্তুতঃ উপনিষৎ-মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। এই বিদ্যা গুরুপরম্পরায় আগত—ইহা কাহারও মস্তিষ্ক-প্রসূত বা বুদ্ধি-লভ্য নহে। সুতরাং গুরুর আশ্রয়েই এই আপাতবিরোধের সমাধান সম্ভবপর।

প্রতিশাস্ত্রেরই অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ

১ ঈঃ, ৪, ঈঃ, ৭; কঃ, ২।২।৯; প্রঃ, ১।৮; মুঃ, ২।২।১১; মাঃ, ২; তৈঃ, ২।১; ঐঃ, ১।১, ঐঃ, ৩।১; কেঃ, ২।৪; ছাঃ, ৬।২।১; বৃঃ, ১।৪।১১; শ্বেঃ, ৩।১—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

করিতে হয় ; ইহাদের পারিভাষিক নাম অনুবন্ধ-চতুষ্টয়। যিনি যথাবিধি বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়নপূর্বক সামান্যতঃ বেদার্থ অবগত হইয়া এই জন্মে বা পূর্ব জন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, জাতেষ্টি ও যজ্ঞাদি নৈমিত্তিক কর্ম, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত ও সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনার দ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া নির্মলচিত্ত হইয়াছেন এবং যিনি নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক[১], ইহামুত্রফলভোগবিরাগ[২], শমাদিসাধন-সম্পত্তি[৩]যুক্ত, ও মোক্ষাভিলাষী, তিনিই বেদান্তশ্রবণের অধিকারী। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়ের সহিত উপনিষৎসমূহের বোধ্যবোধক-ভাবরূপ সম্বন্ধ আছে, এবং ইহার প্রয়োজন অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তি। নিত্যাদি কর্মের আচরণে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং উপাসনার ফলে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়। ইহাদের অবান্তর ফল যথাক্রমে চন্দ্রলোক-ও সত্যলোক-প্রাপ্তি।

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

গুরুমুখে এই বিদ্যা লাভ করিতে হয়। এই বিদ্যা-উপদেশের জন্য তিনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তাহার নাম অধ্যারোপ ও অপবাদ। অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পারোপের ন্যায় বস্তুতে অবস্তু আরোপকে অধ্যারোপ বলে। বর্তমান স্থলে বস্তু অদ্বয় ব্রহ্ম এবং অবস্তু অজ্ঞানাদি জড়সমূহ। জ্ঞান-সহায়ে ভ্রম দূর হইলে রজ্জুর বিবর্ত সর্প যেরূপ রজ্জুমাত্ররূপে অবস্থান

অধ্যারোপ ও অপবাদ

১ ব্রহ্মই নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত অনিত্য—এই প্রকার বিবেচনা।

২ ইহলোকের ভোগসমূহ কর্মফল-জনিত, অতএব অনিত্য; সেইরূপ পরলোকে স্বর্গাদিতে ভোগ্য বিষয়সমূহও অনিত্য;—এইরূপ বিচারসম্ভূত বৈরাগ্য।

৩ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা।

করে, সেইরূপ যে বিচারের ফলে জগদ্‌জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎ ব্রহ্মরূপে অবাধিত হইয়া অবস্থিত থাকে, তাহার নাম অপবাদ।

অজ্ঞান

যাহা সৎ ও অসৎরূপে অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপ ও যৎকিঞ্চিৎরূপে উক্ত হয় তাহাই অজ্ঞান (শ্বেঃ, ১।৩ ও গীতা, ৭।১৪)। বৃক্ষসমূহকে যেরূপ সমষ্টি-অভিপ্রায়ে বন ও ব্যষ্টি-অভিপ্রায়ে বৃক্ষসমূহ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাশ্রিত ও জীবগত অজ্ঞানও সমষ্টি-অভিপ্রায়ে এক ও ব্যষ্টি-অভিপ্রায়ে বহু বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সমষ্টি-অজ্ঞানের নাম মায়া বা মূলাবিদ্যা। উহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎও নহে। ব্রহ্ম ও মায়ার ইতরেতরাধ্যাসবশতঃ ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফূর্তি মায়াতে এবং মায়ার সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদি ব্রহ্মে আরোপিত হয়। এইরূপে ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয়। তিনি আবার মায়ার বিষয়ও হন, অর্থাৎ মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া ব্রহ্ম অজ্ঞাত হন। আকাশতত্ত্বের জ্ঞান হইলে যেরূপ উহাতে আরোপিত নীলত্ব বাধিত হয় এবং উহা ভ্রম বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বেদান্ত-বাক্যরূপ প্রমাণসহায়ে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব নিশ্চিত হইলে মায়াও বাধিত হইয়া থাকে। জীবগত অজ্ঞান জীবভেদে নানা, সুতরাং একের অজ্ঞান অপগত হইলেও সকলের বন্ধন নষ্ট হয় না। ব্যষ্টি-অজ্ঞানের অপর নাম তুলাবিদ্যা।

সৃষ্টি

মায়াতে উপহিত[১] ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে। তাঁহা হইতে সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক ও সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক হইতে সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম-শরীর-সমষ্টিরূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বলা হয়। ইনি জ্ঞান, ইচ্ছা ও

১ উপাধি—যাহা বিশেষ্যের সহিত সমবেত অর্থাৎ নিত্যসম্বদ্ধ না হইলেও

ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম-পঞ্চমহাভূতাভিমানী। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চভূত ও সপ্তলোকাদি উৎপন্ন হয়। স্থূল বিশ্বে অভিমানী চৈতন্যকে বৈশ্বানর বা বিরাট্ বলে। এই সমস্তই সংসারের অন্তর্গত।

উত্তর মার্গ ও দক্ষিণ মার্গ

যাঁহারা সংসারভোগ হইতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হইযাছেন, তাঁহারাই মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেব অধিকাবী, যাঁহারা প্রবৃত্তি (অর্থাৎ বাসনা)-অনুসাবে শাস্ত্রীয় কর্মে ও উপাসনায় বত, তাঁহারা বহু জন্ম উত্তর ও দক্ষিণ মার্গে বিচবণ করিতে করিতে পরিশেষে বাসনা-মুক্ত হইয়া নিবৃত্তি পথে আরূঢ় হন। আব যাঁহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি[২] উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট, তাঁহাবা স্বৈবাচাব-বশতঃ নিম্নযোনিতে বা নবকাদিতে যন্ত্রণা ভোগ করেন। অশ্বমেধযাজী পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসক, সগুণব্রহ্মোপাসক, প্রতীকোপাসক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাবী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমী উত্তব মার্গে এবং জ্ঞানবহিত কর্মানুষ্ঠানে নিরত গৃহস্থগণ দক্ষিণ মার্গে গমন কবেন।

মুক্তি

যাঁহাবা সাধন-চতুষ্টয সম্পন্ন, গুরু-মুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য[৩] শ্রবণ করিযাছেন ও তদর্থেব বিচারপূর্বক সমাহিত হইয়াছেন অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইযাছেন, সেই নিবৃত্তিপথে বিচবণশীল সন্ন্যাসিগণেব উত্তর বা দক্ষিণ মার্গে গমন

বিশেষ্যের পরিচযপ্রদানকালে উপস্থিত থাকিযা তাহাকে অপর পদার্থাদি হইতে পৃথক্ করে। "দণ্ডী পুরুষ' স্থলে দণ্ডটি পুরুষের উপাধি। এইরূপে মায়াও ব্রহ্মের উপাধি। "বিশেষণ" কিন্তু বিশেষ্যের সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকে। যথা—"নীল পদ্ম"।

২ দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণধর্মো নিবৃত্তশ্চ বিভাবিতঃ॥

এই মার্গদ্বযেব বিস্তৃত বিবরণ বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণে আছে।

৩ "তৎ-ত্বম্ অসি"=তুমিই সেই (ব্রহ্ম), "অহম্ ব্রহ্ম অস্মি"=আমি ব্রহ্ম; অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম' -এই আত্মা ব্রহ্ম, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"=প্রজ্ঞান ব্রহ্ম।

হয় না। তাঁহারা এই দেহেই মুক্তিলাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হন এবং বর্তমান দেহের মৃত্যুর পরে বিদেহমুক্ত হন। তাঁহাদের আর জন্ম হয় না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে মন নির্মল হইলে ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ হয়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং তথায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির ফলে কল্পান্তে ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) সহিত মোক্ষলাভ করেন—ইহাই ক্রমমুক্তি[১]।

শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। গুরুমুখে শ্রবণ না হইয়া থাকিলে জ্ঞান সুদূরপরাহত। "অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য"—এবম্প্রকার স্থির নিশ্চয়ের প্রতি অনুকূল মানসক্রিয়া-বিশেষকেই শ্রবণ বলা হয়। "গুরুমুখে শ্রুত বেদান্তবাক্যের সহিত মানান্তরের বিরোধ আছে", এইরূপ শঙ্কা উদিত হইলে, শ্রবণানুকূল যে তর্কাত্মক মানস ব্যাপারের দ্বারা ঐ শঙ্কা নিবারিত হয়, তাহাকে মনন বলে। সাধকের চিত্ত স্বভাবতই অনাদি দুর্বাসনা কর্তৃক বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হয়। যে মানস ব্যাপার ঐ চিত্তকে ভোগ্যবিষয় হইতে নিবারিত করিয়া আত্মবিষয়ে একাগ্র করিয়া থাকে তাহাকে নিদিধ্যাসন বলা হয়।

উপনিষদের প্রামাণ্য ও প্রভাব

ভারতীয় জীবনে বেদ ও উপনিষদের প্রভাব প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যত ধর্ম-কর্মাদি করা হয় এবং যে ভাবধারা অবলম্বনে হিন্দুর জীবন পরিচালিত হয়, তাহার মূলে আছে বেদ ও উপনিষৎ। বস্তুতঃ যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করেন, তিনি সনাতন-

১ ফেলোসিপের লেকচার, ৫ম বর্ষ ১৯৮-২০৫ পৃঃ; বৃঃ, ৬।২।১৪-১৫; গীতা, ৮।২৩-২৮; ব্রঃ সূঃ, ৪।১।১-৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব, দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে আবদ্ধ নহে। সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র বেদ। অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস-পুবাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদি-দেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম, সম্পূর্ণ ও অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ বেদ-নামধেয়, চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণ-ভূমি।"

অবাধিত ও অনধিগতবিষযক জ্ঞানকেই প্রমা বলে, এই প্রমার যাহা করণ বা উপায তাহার নাম প্রমাণ। ব্রহ্মবিষয়ে উপনিষৎই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি অন্যান্য প্রমাণ স্ব স্ব বিষয়ে অকাট্য হইলেও ব্রহ্মবিষয়ে তাহাদের স্থান নাই। এই জন্যই ব্রহ্মকে "ঔপনিষদ পুরুষ" বলা হইয়াছে। অবশ্য বেদবাক্যও তদনুকূল যুক্তিসহায়ে বুঝিয়া লইতে হইবে, এই জন্যই শ্রবণের পর মননেব বিধান আছে। তথাপি অলৌকিক বিসয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ; অপর কোনও প্রমাণ বা স্মৃত্যাদি উহার অনুকূল হইলে গ্রাহ্য এবং প্রতিকূল হইলে ত্যাজ্য (২১৪ পৃঃ)। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ; শ্রুতিপ্রমাণলভ্য ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সংশয়াদি বিনষ্ট হয় এবং আত্মার পূর্ণব্রহ্মরূপে অবাধিত অবস্থিতি ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

শুক্লযজুর্বেদীয়

বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অদঃ (উহা, পরোক্ষরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ, সর্বব্যাপী), ইদং (ইহা, নাম ও রূপে অবস্থিত সোপাধিক ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ, স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী), ; পূর্ণাৎ (পূর্ণস্বরূপ কারণাত্মক ব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (পূর্ণস্বরূপ কার্যাত্মক ব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্গত হন); পূর্ণস্য (কার্যাত্মক ব্রহ্মের) পূর্ণম্ (পূর্ণত্ব) আদায় ([বিদ্যাসহায়ে] গ্রহণ করিলে, আত্মস্বরূপে একরসত্ব সম্পাদন করিলে, অর্থাৎ অবিদ্যা দূর করিলে) পূর্ণম্ এব (কেবল ব্রহ্মই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন)। [বৃঃ, ৫।১।১]। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিঘ্নের উপশম হউক)।

ওঁ উহা (অর্থাৎ পরব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহাও (অর্থাৎ নামরূপস্থ ব্রহ্মও) পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন; পূর্ণের (অর্থাৎ কার্য-ব্রহ্মের) পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে, পূর্ণই (অর্থাৎ পরব্রহ্মই) মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ ত্রিবিধ বিঘ্নের[১] শান্তি হউক।

১ আধ্যাত্মিক বিঘ্ন=শারীরিক ও মানসিক বিপদ—রোগাদি। আধিদৈবিক বিঘ্ন=দৈব বিপদ—আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনাদি। আধিভৌতিক বিঘ্ন=হিংস্রপ্রাণিগণ-কর্তৃক হিংসাদি।

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥১

জগত্যাং (পৃথিবীতে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে) যৎ কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ, যাহা কিছু) জগৎ (অনিত্য, চরাচর বিকারী বস্তুসমূহ) [আছে], ইদং (এই) সর্বম্ (সমস্ত) ঈশা (নিয়ন্তা পরমেশ্বরের দ্বারা, আত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মার দ্বারা) বাস্যম্ (আচ্ছাদনীয়)। তেন (সেই) ত্যক্তেন (ত্যাগের দ্বারা, অর্থাৎ জগদ্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-ভাবনা অবলম্বন-পূর্বক) ভুঞ্জীথাঃ ([আত্মাকে] পালন কর [বৈদিক আত্মনেপদী প্রয়োগ]); কস্য স্বিৎ (নিজের বা পরের, কাহারও) ধনম্ (ধন) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)। অথবা—মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না), [কারণ] কস্য স্বিৎ ধনম্ (ধন আবার কাহার? অর্থাৎ কাহারও নহে)। ১

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়।[১] উত্তমরূপ ত্যাগের[২] দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর।[৩] কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা—(ধনের) আকাঙ্ক্ষা করিও না,[৪] (কারণ) ধন আবার কাহার? ১

১ 'সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম'—এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদনীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬।৮।৭) 'তুমি ব্রহ্ম' বাক্যের ন্যায় এই বাক্যটি ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশক।

২ ইহা সন্ন্যাসের (মুঃ, ৩।২।৪ টীকা দ্রঃ) বিধি। মূলের ত্যক্তেন শব্দটি বিশেষণার্থে, অর্থাৎ পরিত্যক্ত (বস্তু) অর্থে, গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, পরিত্যক্ত পুত্রাদি বা ধনাদি কাহারও পরিপালক নহে। ত্যাগ কিন্তু আত্মানুভূতির পরিপোষক।

৩ অবিদ্যাপ্রসূত শোক-মোহাদি সংসার-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত কর। ইহাই আত্মার পালন। আত্ম-হনন ইহার বিপরীত (ঈঃ, ৩ টীকা দ্রঃ)।

৪ ইহা সন্ন্যাসীর পালনীয় নিয়মবিধি।

✓ কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥২ ✓
অসুর্যা* নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩

[যে ব্যক্তি] ইহ (এই জগতে) শতং (শত) সমাঃ (বর্ষ) জিজীবিষেৎ (বাঁচিয়া থাকিতে অভিলাষী হইবেন) [তিনি] কর্মাণি কুর্বন্ এব ([অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্রবিহিত] কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াই) [জিজীবিষেৎ—বাঁচিতে ইচ্ছুক হইবেন]। এবং (এই প্রকার জীবনেচ্ছাযুক্ত) নরে (নরাভিমানী) ত্বয়ি (তোমার পক্ষে) ইতঃ (এইরূপে ব্যাপৃত থাকা ভিন্ন) অন্যথা (অন্য কোনও উপায়) ন অস্তি (নাই) [যাহাতে] কর্ম ([অশুভ] কর্ম) [তোমাতে] ন লিপ্যতে (লিপ্ত না হইতে পারে)। ২

[এই মন্ত্রে অবিদ্বানের নিন্দা করা হইতেছে]—অসুর্যাঃ নাম (অসুরদিগের আবাসভূত) তে লোকাঃ (সেই-সকল লোক) অন্ধেন (অদর্শনাত্মক) তমসা

যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক,[১] তিনি (শাস্ত্র-বিহিত) কর্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এই প্রকার (আয়ুষ্কামীও) নরাভিমানী তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাতে (অশুভ) কর্ম লিপ্ত না হইতে পারে[২]। ২

---

* পাঠান্তর—অসূর্যাঃ=সূর্যরহিত, জ্যোতির্বিহীন।

১ পূর্ব শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ ও সন্ন্যাসের বিধান এবং বর্তমান শ্লোকে গৃহস্থের কর্তব্যের বিধান করা হইল। শাস্ত্রে এই দুইটি পথকে নিবৃত্তি-মার্গ ও প্রবৃত্তি-মার্গ বলে। গীতা, ৩।৩ ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২ মানুষের আয়ুষ্কাল শত বৎসর। যিনি ইচ্ছা করেন যে, তিনি শত বৎসর বাঁচিবেন অথচ সৎকর্ম করেন না, তিনি অগত্যা অশুভ কর্মেই লিপ্ত হন।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪

(অজ্ঞানান্ধকারে) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত); যে কে চ (যাঁহারা যাঁহারাই) আত্মহনঃ (আত্মঘাতী, অবিদ্বান্) জনাঃ (মানুষ), তে (তাহারা) প্রেত্য (দেহত্যাগ করিয়া) তান্ (সেই-সকল লোকে) অভিগচ্ছন্তি (গমন করে)। ৩

[চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্যন্ত মন্ত্রে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে]—[সেই আত্মা নিরুপাধিকস্বরূপে] অনেজৎ (অচল, সর্বদা একরূপ), একং ([সর্বভূতে] এক), [এবং সোপাধিকরূপে] মনসঃ (মন হইতে) জবীয়ঃ (অধিকতর বেগবান্)। পূর্বম্ (অগ্রেই) অর্ষৎ (গত) এনৎ (এই আত্মস্বরূপকে) দেবাঃ (বস্তু-প্রকাশক ইন্দ্রিয়সমূহ) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্ত হন না); তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) তিষ্ঠৎ (স্থির থাকিয়া, অবিকৃত

অসুরদিগের[১] আবাসভূত সেই সকল লোক[২] দৃষ্টিপ্রতিরোধক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছাদিত। যে সকল মানব আত্মঘাতী[৩] তাহারা সকলেই দেহত্যাগ করিয়া সেই-সকল লোকে গমন করে। ৩

১ অদ্বিতীয় পরমাত্মভাবে যাঁহারা ভাবিত নহেন তাঁহাদের, অর্থাৎ দেবাদি সকলেরই।

২ কর্মফলসমূহ যেখানে অবলোকিত বা ভুক্ত হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন জন্ম।

৩ আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যাদোষে যাহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান নাই। আত্মার বিদ্যমানত্বের ফলে যে অজর অমরত্বাদি অনুভূত হওয়া উচিত, তাহা তাহাদের নিকট আবৃত থাকে; সুতরাং তাহাদের নিকট আত্মা যেন নিহতরূপে অবস্থান করেন। কেঃ, ২।৫ এবং গীতা, ১৩।২৮ দ্রষ্টব্য।

থাকিয়া) ধাবতঃ (দ্রুতগামী) অন্যান্ (মন প্রভৃতি অপর সকলকে) অতি-এতি (অতিক্রম করিয়া যান), তস্মিন্ [সতি] (সেই আত্মতত্ত্ব [আছেন বলিযাই]) মাতরিশ্বা (বায়ু, জগৎ-বিধারক সূত্রাত্মা) অপঃ (কর্মসমূহ) দধাতি (ধারণ করেন বা বিভাগ করিয়া দেন) । ৪

(সেই আত্মতত্ত্ব) অচল, এক এবং মন হইতেও অধিকতর বেগবান্ ।[১] পূর্বগামী ইঁহাকে ইন্দ্রিয়েরা প্রাপ্ত হয় না ।[২] ইনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। ইনি আছেন বলিয়াই বায়ু (অর্থাৎ সূত্রাত্মা) সর্বপ্রকাব কর্ম[৩] আপনাতে ধারণ করেন ।[৪] অথবা —সূত্রাত্মা সর্বপ্রকার কর্ম[৫] যথাযথ বিভাগ করিয়া দেন। ৪

১ সঙ্কল্পমাত্রেই মন ব্রহ্মলোকাদি অতি দূর দেশে গমন করে। এইরূপ দ্রুতগামী মনও সেই সেই স্থানে গিয়া দেখে যে, সেখানেও চৈতন্যজ্যোতিঃ পূর্ব হইতেই রহিয়াছেন ; কেননা, ঐ জ্যোতিঃ সর্বব্যাপী এবং উহার সহায়েই মন বিভিন্ন বস্তু জানে। আত্মা স্বতঃ অচল হইলেও দ্রুতগামী বলিয়া প্রতিভাত হন। কঃ, ১।২।২১

২ মন আত্মা হইতে যত দূরে, ইন্দ্রিয়গণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দূরবর্তী, কেননা, তাহারা আরও জড় বা চৈতন্যপ্রতিবিম্বগ্রহণে অধিক অক্ষম। মন যাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে আর কিরূপে জানিবে ?

৩ শ্রৌত কর্মসমূহ সোম, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া তাহাদিগকেই অপ্ অর্থাৎ জল শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। মহাপ্রাণ ও সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন।

৪ হিরণ্যগর্ভের যে প্রভুত্ব আছে, তাহা আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে সম্ভবপর হইত না। চৈতন্যসত্তা ভিন্ন জড় সূত্রাত্মাতে ক্রিয়া অসম্ভব। এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে একটি অনুমানেব ইঙ্গিত করা হইল। বস্তুতঃ অনুমানের দ্বারা তিনি প্রমাণিত হন না।

৫ অগ্নির প্রজ্বলন, আদিত্যের প্রকাশ, পর্জন্যেব অভিবর্ষণ প্রভৃতি। ঈঃ, ৮

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫
যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬

তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) এজতি (চলেন), তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) ন এজতি (চলেন না)। তৎ দূরে ([অবিদ্বানদিগের পক্ষে] দূরে), তৎ উ (আবার) অন্তিকে ([জ্ঞানীদিগের পক্ষে] সমীপবর্তী); তৎ (তিনি) অস্য (এই) সর্বস্য (সমস্ত জগতের) অন্তঃ (অন্তরে), উ (এবং) তৎ অস্য সর্বস্য বাহ্যতঃ (বাহিরে)। ৫

তু যঃ (কিন্তু যিনি) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত বস্তুবর্গ)

ইনি চলেন, ইনি চলেন না;[১] ইনি দূরে,[২] আবার ইনি নিকটে[৩]; ইনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে,[৪] আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে[৫]।

কিন্তু যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে[৬] এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে[৭] দেখেন, তিনি সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘৃণা[৮] করেন না। ৬

১ স্বতঃ অচল হইয়াও যেন চলেন। ২ অবিদ্বানকর্তৃক অপ্রাপ্য।

৩ জ্ঞানীর আত্মস্বরূপ। ৪ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া সর্বানুস্যূত।

৫ সর্বব্যাপী বলিয়া সকলের বাহিরে অবস্থিত। গীতা, ১৩।১৫ দ্রষ্টব্য।

৬ অর্থাৎ অব্যাকৃতাদি স্থাবরান্ত কোন ভূতকে যিনি আত্মা হইতে অতিরিক্তরূপে দর্শন করেন না। গীতা, ৬।২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

৭ এই কার্যকারণ-সঙ্ঘাতের আত্মরূপে আমি যেমন সর্বপ্রত্যয়ের সাক্ষী, চেতয়িতা, কেবল ও নির্গুণ, তেমনি উক্ত স্বরূপেই আমি অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতেরও আত্মা—এই প্রকারে যিনি আপনাকে সর্বভূতে নির্বিশেষরূপে দর্শন করেন। ঐঃ, ৩।১।৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

৮ আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত দৃষ্টবস্তু দর্শন করিলে তৎপ্রতি ঘৃণা হইয়া থাকে। আপনাকে অদ্বৈত ও বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিলে ঘৃণার কারণ দূরীভূত হয়।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮

আত্মনি এব (আত্মাতেই, আত্মা হইতে অনতিরিক্তরূপে) অনুপশ্যতি (দেখেন), চ (এবং) সর্বভূতেষু (সমুদয় বস্তুতে) আত্মানম্ (আপনাকেই, নিজ আত্মাকে তাহাদের আত্মা রূপে) [অনুপশ্যতি (দেখেন)] [তিনি] ততঃ (উক্ত দর্শনহেতু) ন বিজুগুপ্সতে [কাহাকেও] (ঘৃণা করেন না)। ৬

সর্বাণি ভূতানি (সমুদয় বস্তু) যস্মিন্ (যে কালে) বিজানতঃ (জ্ঞানীর) আত্মা এব (আত্মাই) অভূৎ (হইয়া গেল), তত্র (তখন) [সেই] একত্বম্ (একাত্মত্ব) অনুপশ্যতঃ (দর্শনকারীর) কঃ মোহঃ (মোহই বা কি), কঃ শোকঃ (শোকই বা কি)? অথবা যস্মিন্ (যে আত্মায়) তত্র (সেই আত্মায়)। ৭

সঃ (সেই আত্মা) পর্যগাৎ (সর্বব্যাপী), শুক্রম্ (=শুভ্রম্, জ্যোতির্ময়), অকায়ম্

সমুদয় বস্তু যে কালে জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া গেল, তখন সেই একত্ব-দর্শীর মোহই বা কি, আর শোকই বা কি? অথবা—জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্তু আত্মরূপে এক হইয়া গেল, সেই একত্বদর্শীর আত্মায় মোহই বা কি, আর শোকই বা কি[১]? ৭

তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীর, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল,[২]

---

১ অবিদ্যাকার্য শোক ও মোহের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া সকারণ সংসারের উচ্ছেদ প্রদর্শিত হইল। এই জ্ঞান-সমকালীন মুক্তিই জ্ঞানের ফল।

২ অশরীর শব্দে আত্মার লিঙ্গশরীরের নিষেধ, অক্ষত ও শিরাহীন শব্দে স্থূল-শরীরের প্রতিষেধ এবং নির্মল শব্দে কারণশরীরের প্রতিষেধ করা হইল।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯

(অশরীর), অব্রণম্ (ক্ষতবিহীন), অস্নাবিরং (শিরারহিত), শুদ্ধম্ (নির্মল), অপাপবিদ্ধম্ (ধর্মাধর্মাদিরহিত), কবিঃ (সর্বদর্শী), মনীষী (মনের নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর), পরিভূঃ (সর্বোত্তম), স্বয়ম্ভূঃ (নিজেই নিজের কারণ) ; শাশ্বতীভ্যঃ (নিত্যকাল-স্থায়ী) সমাভ্যঃ (সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য) অর্থান্ (কর্তব্য পদার্থসমূহ) যাথা-তথ্যতঃ (যথাযথ কর্মফল ও সাধনা অনুযায়ী, যথানুরূপে) ব্যদধাৎ (বিধান করিয়াছেন, ভাগ করিয়া দিয়াছেন) । ৮

যে (যাঁহারা) অবিদ্যাম্ (বিদ্যাবিরোধী উপাসনাবিহীন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম) উপাসতে (তৎপরতাসহকারে অনুষ্ঠান করেন) [তাঁহারা] অন্ধং (দর্শন-প্রতি-রোধক) তমঃ (অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করেন) ; যে উ (কিন্তু যাঁহারা) বিদ্যায়াং (দেবতাবিষয়ক জ্ঞানে, অর্থাৎ কর্মবিহীন উপাসনায়) রতাঃ (অভিরত) তে (তাঁহারা) ততঃ (তাহা হইতে) ভূয়ঃ ইব [= এব] তমঃ (অধিকতর অন্ধকারেই) [প্রবেশ করেন] । [উপাসনাসম্বন্ধে ভূমিকা ৪ পৃঃ দ্রঃ] । ৯

অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্য-কাল-স্থায়ী[১] সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য যথানুরূপ কর্তব্য বিধান করিয়াছেন। ৮

যাঁহারা কেবল কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দৃষ্টিবিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করেন আর যাঁহারা দেবতাজ্ঞানেই নিরত, তাঁহারা উহা হইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। ৯

১ যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ স্থায়ী। যতক্ষণ অবিদ্যা আছে, ততক্ষণ সংসারের বিনাশ নাই। এইরূপে অবিদ্বানের দৃষ্টিতে সংসার নিত্য ; সুতরাং সংসার পরিচালনায় নিরত প্রজাপতিগণও নিত্য।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১১

যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদিগের নিকট) তৎ (উক্ত জ্ঞান ও কর্ম) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) [সেই] ধীরাণাম্ (ধীমানদিগের নিকট)—"আহুঃ ([জ্ঞানীরা] বলেন), বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানের দ্বারা) অন্যৎ এব (পৃথক্ ফলই) [হয়], অবিদ্যয়া (কর্মদ্বারা) অন্যৎ আহুঃ"—ইতি) (এই বাণী) [আমরা] শুশ্রুম (শুনিয়াছি)। ১০

যঃ (যিনি) বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ (বিদ্যা ও অবিদ্যা, অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান ও কর্ম)

যাঁহারা আমাদের নিকট উক্ত উপাসনা ও কর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই বাণী শুনিয়াছি—"দেবতাজ্ঞানের পৃথক্ ফলই[১] উল্লিখিত হইয়াছে, এবং কর্মের পৃথক্ ফলই[২] উল্লিখিত হইয়াছে।" ১০

যিনি দেবতাজ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কে একত্র (অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয়[৩] বলিয়া) জানেন, তিনি (শাস্ত্রীয়) কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দেবতাজ্ঞানসহায়ে অমরত্ব[৪] লাভ করেন। ১১

---

১ "বিদ্যয়া দেবলোকঃ"=বিদ্যাদ্বারা দেবলোকপ্রাপ্তি হয়।

২ "কর্মণা পিতৃলোকঃ"=কর্মের দ্বারা পিতৃলোকলাভ হয়।

৩ যদিও দশম শ্লোকে দেবতাজ্ঞান ও কর্মের পৃথক্ ফল স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি একাদশ শ্লোকে উভয়ের সমুচ্চয়বিধানের জন্য নবম শ্লোকে উপাসনারহিত কর্ম ও কর্মবিযুক্ত উপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে। শাস্ত্রের মধ্যে শাস্ত্রীয় কোনও বিষয়ের নিন্দা আছে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিন্দা করা নহে, কিন্তু শাস্ত্রীয় অপর কোনও বিষয়ের প্রশংসারই জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে।

৪ ইহা আপেক্ষিক অমৃতত্ব। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন পারমার্থিক অমৃতত্বলাভ হয় না। কেঃ, ১।২ ; শ্বেঃ, ৩।৮ দ্রষ্টব্য।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩

তৎ (এতৎ এই) উভয়ং (উভয়কে) সহ (একত্র, একই পুরুষের অনুষ্ঠেয়রূপে) বেদ (জানেন), [তিনি] অবিদ্যয়া (অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারা) মৃত্যুং (মৃত্যুশব্দ-বাচ্য স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞানকে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞানের দ্বারা) অমৃতম্ (অমরত্ব, দেবাত্মভাব) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)। ১১

যে (যাঁহারা) অসম্ভূতিম্ (কারণভূতা, অব্যাকৃতা, অবিদ্যাখ্যা প্রকৃতিকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) [তাঁহারা] অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি; যে উ সম্ভূত্যাং (উৎপত্তিশীল, ব্যাকৃত কার্যব্রহ্মে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভে) রতাঃ (অনুরক্ত), তে (তাঁহারা) ততঃ (তাহা হইতে) ভূয়ঃ ইব তমঃ (অধিকতর অন্ধকারেই) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করেন)। ১২

যে (যাঁহারা) [আমাদের নিকট] তৎ (প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) [সেই] ধীরাণাম্ (ধীরদিগের নিকট হইতে)—"আহুঃ ([জ্ঞানীরা] বলেন), সম্ভবাৎ (হিরণ্যগর্ভের উপাসনা হইতে) অন্যৎ এব (পৃথক্ ফল, অণিমাদি ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি) [হয়], অসম্ভবাৎ (প্রকৃতির উপাসনা হইতে) অন্যৎ (পৃথক্ ফল, পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত প্রকৃতিলয়রূপ ফলপ্রাপ্তি) আহুঃ"—ইতি (এইরূপ বাণী) [আমরা] শুশ্রুম (শুনিয়াছি)। ১৩

যাঁহারা প্রকৃতির উপাসনা করেন, তাঁহারা দর্শনবিঘাতক অন্ধকারে প্রবেশ করেন; আর যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। ১২

যাঁহারা আমাদিগের নিকট উক্ত প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই বাণী শুনিয়াছি—"প্রকৃতির

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪

যঃ (যিনি) সম্ভূতিং (=অসম্ভূতিং, প্রকৃতিকে) চ (এবং) বিনাশং চ (ও বিনাশী হিরণ্যগর্ভকে)—তৎ উভয়ং (এই উভয়কে) সহ (একত্র, একই ব্যক্তির উপাস্যরূপে) বেদ (জানেন) [তিনি] বিনাশেন (হিরণ্যগর্ভের উপাসনাসহায়ে) মৃত্যুং (মৃত্যুকে ; অনৈশ্বর্য, অধর্ম ও কামাদি দোষকে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) অসম্ভূত্যা (প্রকৃতির উপাসনাসহায়ে) অমৃতম্ (অমরত্ব) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)। ১৪

উপাসনার ফল পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে এবং হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল পৃথক্ বলা হইয়াছে"। ১৩

যিনি প্রকৃতি[১] ও হিরণ্যগর্ভ এই উভয়কে একত্র[২] (অর্থাৎ একই ব্যক্তির উপাস্যরূপে) জানেন, তিনি হিরণ্যগর্ভের উপাসনাসহায়ে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনাসহায়ে অমরত্ব[৩] লাভ করেন। ১৪

১ মূলের সম্ভূতি=অসম্ভূতি ; কারণ পরের পঙ্‌ক্তিতে বিনাশের বিপরীতরূপে অসম্ভূতি ও তাহার উপাসনার ফল প্রকৃতি-লযের উল্লেখ আছে। অব্যাকৃতা প্রকৃতিই অসম্ভূতিপদবাচ্য এবং ব্যাকৃত কার্যব্রহ্মই সম্ভূতি-পদবাচ্য হইতে পারেন।

২ ত্রয়োদশ মন্ত্রে অব্যাকৃত ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দিষ্ট হইলেও, চতুর্দশ মন্ত্রে উভয়ের সমুচ্চয়বিধানের জন্য দ্বাদশ মন্ত্রে পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে। ঈঃ, ১১ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩ প্রকৃতিলয় হওয়া রূপ অমৃতত্ব। মানুষ-বিত্ত ও দৈব-বিত্তের দ্বারা সাধ্য ফল এই পর্যন্তই এবং এই সংসারগতিও এই পর্যন্তই। সকল প্রকার কামনা ত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে যে সর্বাত্মভাব লাভ হয়, তাহা ৭ম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ বেদার্থদ্বয় প্রকাশিত হইল। অতঃপর ১১শ শ্লোকোক্ত অমৃতত্বলাভের মার্গ পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬

হিরণ্ময়েন (সুবর্ণময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময়) পাত্রেণ (পাত্রের অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলের দ্বারা) সত্যস্য (সত্য-স্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের) মুখম্ (উপলব্ধির দ্বার, বা মুখ্যরূপ) অপিহিতং (আচ্ছাদিত আছে), [হে] পূষন্ (জগৎ-পরিপোষক সূর্যদেব), ত্বং (তুমি) সত্য-ধর্মায় ([সত্যস্বরূপ তোমার উপাসনার ফলে] সত্যস্বরূপ আমার) দৃষ্টয়ে (উপলব্ধির জন্য) তৎ (উক্ত আবরণ) অপাবৃণু (অপনীত কর) । ১৫

পূষন্ (হে জগৎ-পরিপোষক), এক-ঋষে (হে একাকী বিচরণকারী, বা একমাত্র দ্রষ্টা), যম (হে নিয়ন্তা), প্রাজাপত্য (হে প্রজাপতি-তনয়), [হে] সূর্য (রস, রশ্মি ও প্রাণসমূহকে আত্মসাৎকারী), রশ্মীন্ (কিরণসমূহ) ব্যূহ (দূর কর), তেজঃ (জ্যোতি) সমূহ (সংবরণ কর) ; তে (তোমার) যৎ রূপং (যে রূপ) কল্যাণতমং (অতি সুশোভন) তৎ (তাহা)

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের[১] মুখ (অর্থাৎ মুখ্য স্বরূপটি) আবৃত আছে[২] ; হে জগৎপরিপোষক সূর্য, সত্যধর্মা (অর্থাৎ ত্বদাত্মভূত) আমার উপলব্ধির জন্য আপনি উহা অপসারিত করুন[৩] । ১৫

হে পূষন্, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য, আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুন, তেজ উপসংহার করুন ;

১ আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষের ; বৃঃ, ৫।৫।১-৪ "তদ্‌যৎ সত্যমসৌ স আদিত্য।" ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্ ইত্যাদিকে ব্যাহৃতি বলে। আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের ভূঃ মস্তক, ভুবঃ হস্তদ্বয় এবং স্বর্ তাঁহার পাদদ্বয়।

২ অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির নিকট অদৃশ্য।

৩ ১৫-১৮ মন্ত্রের স্পষ্টতর ব্যাখ্যার জন্য বৃঃ ভাঃ, ৫।১৫।১ দ্রষ্টব্য।

বায়ুরনিলমমৃতমেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭

তে (তোমার কৃপায়) পশ্যামি (দর্শন করিব)। যঃ (যিনি) অসৌ (আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত) পুরুষঃ (ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষ), সঃ অহম্ অস্মি (সেই পুরুষ যিনি, আমিও তাহাই)। ১৬

অথ (ইদানীং) [মরণোন্মুখ আমার] বায়ুঃ (প্রাণবায়ু) অনিলম্ (মহাবায়ুস্বরূপ) অমৃতম্ (সূত্রাত্মাতে) [মিলিত হউক]; ইদং (এই) শরীরম্ (দেহ) ভস্মান্তম্ (ভস্মীভূত হউক); [হে] ওম্ (ওম্-শব্দ-প্রতীক [ওম্ যাঁহার প্রতীক সেই অগ্নি]) ক্রতো (আমার মনে অবস্থিত সঙ্কল্পাত্মক অগ্নি), স্মর (আমার যাহা কিছু স্মরণীয় তাহা স্মরণ কর), কৃতং স্মর (আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহা স্মরণ কর), ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর [আদরার্থে পুনর্বচন]। ১৭

আপনার যাহা অতি সুশোভন রূপ তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব। যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ[১] আমি তাঁহা হইতে অভিন্ন। ১৬

ইদানীং (আমার) প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হউক,[২] এই শরীর ভস্মীভূত হউক; হে 'ওম্-শব্দ-প্রতীক মনোময় অগ্নি[৩], আপনি আমার স্মরণীয় সমস্ত স্মরণ[৪] করুন, আর আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহাও স্মরণ করুন; হে অগ্নি, স্মরণীয় সব স্মরণ করুন এবং কৃত কর্ম সব স্মরণ করুন। ১৭

১ যিনি সকলের হৃদয়ে শয়ন করেন, বা প্রাণ ও বুদ্ধিরূপে সমস্ত জগৎকে পূর্ণ করেন অথবা যিনি পুরুষাকার—তিনিই পুরুষ।

২ এবং জ্ঞান ও কর্মের সংস্কারযুক্ত এই লিঙ্গদেহ উৎক্রান্ত হউক।

৩ সত্যস্বরূপ (ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষ) ও অগ্নিনামক ব্রহ্ম ওঙ্কাররূপ প্রতীকাত্মক বলিয়া তাঁহাকে ওঙ্কারের সহিত অভেদ নির্দেশ করা হইল। কঃ, ১।২।১৫-১৭

৪ অন্তকালে তোমাকর্তৃক যে স্মরণ, তৎসহায়েই ইষ্টগতি লাভ হয়।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮

অগ্নে (হে অগ্নি), অস্মান্ (আমাদিগকে) রায়ে (ধন, অর্থাৎ ফল-লাভার্থে) সুপথা (উত্তম মার্গে) নয় (লইয়া যাও); দেব (হে দেব), বিশ্বানি (সমুদয়) বয়ুনানি (কর্ম বা প্রজ্ঞানসমূহের) বিদ্বান্ (জ্ঞানশালী তুমি) অস্মৎ (আমাদিগের হইতে) জুহুরাণম্ (কুটিল) এনঃ (পাপ) যুযোধি (দূর কর), তে (তোমার প্রতি) [আমরা] ভূয়িষ্ঠাং (বহুতর) নমঃ-উক্তিম্ (নমস্কারবচন) বিধেম (বিধান করিতেছি)। ১৮

হে অগ্নি, মহার্ঘ বস্তুলাভের জন্য[১] আপনি আমাদিগকে সুপথে[২] লইয়া যান; হে দেব, সবপ্রাণীর কর্ম ও চিত্তবৃত্তি আপনার জ্ঞাত আছে—আপনি আমাদের নিকট হইতে কুটিল পাপ বিদূরিত করুন; আপনার প্রতি বহু নমস্কারবচন উচ্চারণ[৩] করিতেছি। ১৮

[শিষ্য বা আচার্যের প্রমাদবশতঃ বিদ্যাগ্রহণে বা বিদ্যাপ্রতিপাদনে কোনও দোষ হইয়া থাকিলে তাহার প্রশমনের জন্য উপনিষদের শেষে পুনর্বার এই শান্তি পঠিত হইতেছে। অন্যান্য উপনিষদেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।]

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

১ উপাসনার বা কর্মযুক্ত উপাসনার ফললাভের জন্য।

২ শোভন পথ, উত্তরমার্গ, ক্রমমুক্তির পথ। যিনি দক্ষিণমার্গে যাতায়াত করিয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারই এই উক্তি।

৩ মরণকালে হস্তপদাদি বিকল হওয়ায় সাষ্টাঙ্গাদি প্রণাম অসম্ভব; সুতরাং বাচনিক প্রণাম করা হইল।

সামবেদীয়

তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু,

[ব্রহ্ম] নৌ (আমাদের [গুরু-শিষ্য] উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) অবতু (রক্ষা করুন), নৌ (উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) ভুনক্তু ([বিদ্যাফল] ভোগ করান); সহ (তুল্যভাবে) [আমরা যেন] বীর্যং ([বিদ্যার নিমিত্ত] সামর্থ্য) করবাবহৈ (লাভ করিতে পারি); নৌ (আমাদের উভয়ের) অধীতম্ (লব্ধবিদ্যা) তেজস্বি (বীর্যশালী, তাৎপর্যের প্রকাশক) অস্তু (হউক); [আমরা যেন] মা বিদ্বিষাবহৈ ([পরস্পরের অন্যায় বা প্রমাদ হেতু] পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের অর্থাৎ শারীরিক, দৈব ঝঞ্ঝাবাতাদিসম্ভূত ও হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বিঘ্নসমূহের বিনাশ হউক)।

(ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন ও উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন; আমরা যেন সমভাবে (বিদ্যালাভের) সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি; আমাদের উভয়ের বিদ্যা সফল হউক; আমরা যেন পরস্পরের বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ

অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

মম (আমার) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), প্রাণঃ (প্রাণ), চক্ষুঃ (চক্ষু), শ্রোত্রম্ (কর্ণ) অথো (এবং) বলম্ (বল) চ (ও) সর্বাণি (সকল) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়) আপ্যায়ন্তু (পুষ্টিলাভ করুক)। সর্বম্ (সর্ববস্তু) ঔপনিষদম্ (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপই)। অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) মা নিরাকুর্যাং (যেন অস্বীকার না করি), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) মা (=মাং, আমাকে) মা নিরাকরোৎ (যেন প্রত্যাখ্যান না করেন); অনিরাকরণম্ ([তাঁহার নিকট আমার] অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক), মে (আমার নিকট [তাঁহার]) অনিরাকরণম্ (অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক), [অর্থাৎ আমাদের নিত্যসম্বন্ধ হউক]। উপনিষৎসু (উপনিষৎ-সমূহে) যে (যে-সকল) ধর্মাঃ (ধর্ম আছে), তে (তাহারা) তৎ-আত্মনি (সেই আত্মাতে) নিরতে (নিষ্ঠ) ময়ি (আমাতে) সন্তু (হউক), তে ময়ি সন্তু (তাহারা আমাতে হউক)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হউক)।

করুক! সর্ববস্তু স্বরূপতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই; আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য অবিচ্ছেদ হউক। সেই পরমাত্মায় সততনিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ধর্মসমূহ (প্রতিভাত) হউক; আমাতে উহা প্রতিভাত হউক। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথম খণ্ড

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১

[শিষ্য]—কেন ইষিতং [সৎ] (কোন্ কর্তৃবিশেষের অভিপ্রায়ানুসারে) প্রেষিতং (প্রেরিত হইয়া) মনঃ (মন) পততি ([স্ববিষয়ে] গমন করে) ? কেন (কাহার দ্বারা) যুক্তঃ (নিয়োজিত হইয়া) প্রথমঃ (নেতৃস্থানীয়, সর্বপ্রধান) প্রাণঃ (প্রাণ)

(শিষ্য)—কাহার[১] অভিপ্রায়ানুসারে[২] নিয়োজিত হইয়া মন[৩] স্ববিষয়ে ধাবিত হয় ? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্বপ্রধান[৪] প্রাণ স্বকার্যে গমন করে ? কাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী (লোক) এই বাক্য উচ্চারণ করে ? কোন্ জ্যোতিষ্মান্ই বা চক্ষু ও শ্রোত্রকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন[৫] ? ১।১

১ জড় কার্য-কারণ-সঙ্ঘাত হইতে স্বতন্ত্র কাহার ইচ্ছায় ?

২ কিন্তু বাক্য বা কর্মের দ্বারা নহে ; কেন না উক্ত স্থলে তাহারা অসম্ভব।

৩ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ে মন স্বাধীন নহে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা অকর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহাতেও মন প্রবৃত্ত হয় বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। এই অস্বতন্ত্র মনের অবশ্যই নিয়ন্তা আছেন। তিনি কে ?

৪ প্রাণের চেষ্টা ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য হয় না, অতএব প্রাণ প্রধান।

৫ তর্কের দ্বারা বস্তু সিদ্ধ হয় না ; এই জন্য শ্রুতি গুরুশিষ্য-সংবাদরূপে উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। উক্ত শিষ্য বুঝিয়াছেন যে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য সকলই অস্বতন্ত্র ; অতএব তিনি পরমাত্মার স্বরূপ-বিষয়েই প্রশ্ন করিতেছেন।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২

প্রৈতি ([স্বকার্যে] গমন করে)? কেন ইষিতাম্ (কাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী) ইমাং (এই শব্দময়ী) বাচম্ (বাণী) বদন্তি ([লোকে] বলে)? কঃ (কোন্) দেবঃ উ (জ্যোতির্ময় পুরুষই বা) চক্ষুঃ (চক্ষুকে), শ্রোত্রম্ (কর্ণকে) যুনক্তি ([স্ব স্ব বিষয়ে] প্রেরণ করেন, নিযুক্ত করেন)? ১।১

[গুরু]—যৎ (যেহেতু) সঃ উ (তুমি যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ তিনি) শ্রোত্রস্য (শব্দপ্রকাশক ইন্দ্রিয়ের) শ্রোত্রং (শব্দ-ব্যঞ্জনার সামর্থ্য-সম্পাদক), মনসঃ (অন্তঃকরণের) মনঃ (উপলব্ধির প্রয়োজক), হ (প্রসিদ্ধ) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বাচং (=বাক্, শব্দোচ্চারণ-সামর্থ্য), প্রাণস্য (প্রাণবৃত্তির) প্রাণঃ (প্রাণক্রিয়ার শক্তি-সম্পাদক), চক্ষুষঃ (রূপপ্রকাশক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের) চক্ষুঃ (রূপাভিব্যঞ্জনার সামর্থ্যসম্পাদক) [সুতরাং তাঁহাকে জানিয়া] ধীরাঃ (বিবেকিগণ) অতিমুচ্য (ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি

(গুরু)—যেহেতু তিনিই কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু,[১] সুতরাং বিবেকিগণ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগকরতঃ এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। অথবা—দেহত্যাগান্তে পুনর্বার দেহধারণ করেন না। ১।২

১ বৃঃ, ৪।৩।৬ ও ভাষ্য। আমাদের এইরূপ অনুভূতি হয়—যে আমি দর্শন করিয়াছি সেই আমিই বলিতেছি, শুনিতেছি ইত্যাদি। অতএব দ্রষ্টা শ্রোতা ইত্যাদি রূপে একই চৈতন্য প্রতিভাত হইতেছেন। বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ এক ও অকর্তা—তিনি সাক্ষী মাত্র।

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्‌गच্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥ ৩
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে॥ ৪

ত্যাগ করতঃ) অস্মাৎ (এই) লোকাৎ (লোক হইতে, 'আমি-আমার' ইত্যাদি ব্যবহাররূপ জগৎ হইতে) প্রেত্য (নিবৃত্ত হইয়া) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমরত্ব লাভ করেন)। [অথবা—অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য—এই শরীর ত্যাগ করিয়া; অমৃতাঃ ভবন্তি=আর শরীরধারণ করেন না।] ১।২

তত্র (সেই ব্রহ্মে) চক্ষুঃ (নয়ন) ন গচ্ছতি (যায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) ন গচ্ছতি, নো মনঃ (অন্তঃকরণ যায় না, অর্থাৎ তাঁহাকে চিন্তার বিষয় করিতে পারে না); ন বিদ্মঃ ([উক্ত ব্রহ্ম কি প্রকার] জানি না) [সুতরাং] যথা (যে প্রকারে) এতৎ (এই ব্রহ্মজ্ঞান) অনুশিষ্যাৎ (উপদেশ দিতে হয়) [তাহাও] ন বিজানীমঃ (আমরা জানি না)। ১।৩

"তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (জ্ঞানের বিষয় ব্যাকৃত বস্তু মাত্র হইতে) অন্যৎ এব

সেখানে নয়ন গমন করে না, বাক্য গমন করে না, মনও গমন করে না।[১] (উক্ত ব্রহ্ম কিরূপ তাহা) জানি না, সুতরাং ইঁহাকে কিরূপে অপরের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে হয়—তাহাও জ্ঞাত নহি[২]। ১।৩

"উক্ত ব্রহ্ম জ্ঞাত বস্তু হইতে অবশ্যই পৃথক্, আবার অজ্ঞাত বস্তু হইতেও

১ ব্রহ্ম মনের মন, ইন্দ্রিয়েরও ইন্দ্রিয়। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয় তখন রজ্জু যেরূপ রজ্জুসর্পের আত্মা, অর্থাৎ রজ্জুকে ছাড়িয়া সর্পের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্মও সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির আত্মা। সুতরাং নিজের আত্মায় নিজের গমনাগমন অসম্ভব।

২ যাহার জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি আছে, তাহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা জানা চলে এবং অপরের নিকট তৎসম্বন্ধে বলা চলে। ব্রহ্মে তাহা নাই. অতএব তিনি

যদ্‌বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৫

(অবশ্যই ভিন্ন), অথো (অপিচ) অবিদিতাৎ (অজ্ঞাত, অব্যাকৃত অবিদ্যা, হইতে) অধি (উপরে, ভিন্ন)"—যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদের সকাশে) তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন) [সেই] পূর্বেষাম্ (পূর্বাচার্যগণের) ইতি (এই বচন) শুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি)। ১।৪

যৎ (যে চিন্মাত্র সত্তা) বাচা (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা) অনভ্যুদিতং (অনুচ্চারিত, অপ্রকাশিত), যেন (যদ্দ্বারা) বাক্ (বাগিন্দ্রিয় এবং শব্দ) অভ্যুদ্যতে (প্রকাশিত হয়, প্রযুক্ত হয়) ত্বং (তুমি) তৎ এব (তাঁহাকেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জান)—যৎ (যাঁহাকে) ইদম্ (ইদংরূপে, আপনা হইতে ভিন্ন অনাত্মারূপে) উপাসতে (লোকে উপাসনা বা ধ্যান করে), ইদং ন (ইহাকে নহে)। ১।৫

পৃথক্[১]"—যে-সকল পূর্বাচার্য আমাদের নিকট ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই বাণীই শুনিয়াছি[২]। ১।৪

বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যিনি উচ্চারিত হন না, যদ্দ্বারা বাগিন্দ্রিয় এবং শব্দ প্রকাশিত হয়, তুমি তাঁহাকেই[৩] ব্রহ্ম[৪] বলিয়া জান—কিন্তু এই

বাক্য-মনের অগোচর। তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তিনি জ্ঞাপনীয় না হইলেও শ্রুতিসহায়ে তাঁহাকে জ্ঞাপন করা চলে। ইহাই পরবর্তী মন্ত্রে বলা হইবে।

১ জ্ঞাতা হইতে যাহা পৃথক্, কেবল তাহাই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত এই দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। বর্তমান স্থলে ব্রহ্মকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইতে পৃথক্ বলায় তিনি ফলতঃ জ্ঞাতার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িলেন।

২ গুরুপরম্পরায়ই ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়াছে, গুরূপদেশশূন্য মেধা বা পাণ্ডিত্য প্রভৃতি দ্বারা নহে। কঃ, ১।২।২৩, ১।২।৭-৯

৩ শ্রোত্রাদি সকল উপাধিশূন্য, আত্মরূপ চৈতন্যজ্যোতিকে।

৪ ব্রহ্ম=নিরতিশয় বৃহৎ; কারণ তিনি অদ্বিতীয়।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৬
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৭

মনসা (অন্তঃকরণের দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন মনুতে (কেহ সঙ্কল্প বা নিশ্চয়াদির বিষয় করিতে পারে না), যেন (যাঁহার দ্বারা) মনঃ (অন্তঃকরণ) মতম্ (বিষয়ীকৃত, ব্যাপ্ত বা প্রকাশিত হয়) [বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞেরা] আহুঃ (বলিয়া থাকেন), ত্বম্ তৎ এব ব্রহ্ম বিদ্ধি, যৎ ইদম্ উপাসতে, ইদম্ ন। [পূর্ব মন্ত্র দ্রষ্টব্য]। ১।৬

চক্ষুষা (নয়নের দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন পশ্যতি (কেহ দেখে না), যেন (যৎ-সহায়ে, যে চৈতন্যজ্যোতির প্রভাবে) চক্ষূংষি (নয়নেন্দ্রিয়ের বৃত্তিসকলকে) পশ্যতি (লোকে দেখে, উদ্ভাসিত করে), ত্বম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ১।৭

যাঁহাকে[১] লোকে আত্মভিন্নরূপে (আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া) উপাসনা করিয়া থাকে, তাঁহাকে নহে[২]। ১।৫

অন্তঃকরণসহায়ে যাঁহাকে লোকে চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু অন্তঃকরণ যদ্দ্বারা উদ্ভাসিত হয় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ কহিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; কিন্তু এই যাঁহাকে লোকে আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাঁহাকে নহে। ১।৬

নয়নের দ্বারা যাঁহাকে কেহ দেখে না, যৎসহায়ে লোকে নয়নবৃত্তি-সমূহকে উদ্ভাসিত করে, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; কিন্তু এই যাঁহাকে আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করা হয়, তাঁহাকে নহে। ১।৭

১ উপাধিভেদবিশিষ্ট ঈশ্বরাদিকে।

২ অর্থাৎ আত্মা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা ব্রহ্ম নহে।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৯

ইতি কেনোপনিষদি প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন শৃণোতি (কেহ শ্রবণ করে না), যেন (যদ্দ্বারা) ইদং (এই) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) শ্রুতম্ (বিষয়ীকৃত হয়, স্ববিষয়-প্রকাশে সমর্থ হয়) ত্বম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ । ১।৮

প্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন প্রাণিতি (কেহ আঘ্রাণ করিতে পারে না), যেন (যদ্দ্বারা) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) প্রণীয়তে (স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়) ত্বম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ । ১।৯

শ্রবণের দ্বারা যাঁহাকে কেহ শুনে না, যদ্দ্বারা শ্রবণ বিষয়ীকৃত হয়, (স্ববিষয় প্রকাশে সমর্থ হয়), তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; কিন্তু এই যাঁহাকে আত্মভিন্নরূপে লোকে উপাসনা করে, তাঁহাকে নহে । ১।৮

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ যাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে পারে না, যদ্দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; কিন্তু এই যাঁহাকে আত্মভিন্নরূপে উপাসনা করা হয়, তাঁহাকে নহে । ১।৯

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি*
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে ; মন্যে বিদিতম্॥ ১

যদি (যদি কখনও) ত্বং (তুমি) মন্যসে (মনে কর) সু-বেদ ইতি (যে আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি) [তবে] নূনং (নিশ্চয়ই) ত্বম্ (তুমি) অস্য ব্রহ্মণঃ (এই ব্রহ্মের) যৎ (যে আধ্যাত্মিক) [এবং] দেবেষু (দেবগণের মধ্যে) অস্য (উহার) যৎ (আধিদৈবিক) দভ্রম্ এব অপি (ক্ষুদ্র বা অল্প মাত্র) রূপম্ (রূপ) [আছে, তাহাই মাত্র] বেত্থ (জানিয়াছ); অথ নু (সুতরাং অদ্যাপি) তে (তোমার নিকট)

যদি তুমি মনে কর "আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি"[১], তবে উক্ত ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক[২] ক্ষুদ্র রূপ আছে, তাহাই মাত্র তুমি জানিয়াছ; সুতরাং অদ্যাপি ব্রহ্ম তোমার নিকট বিচার্য। (ইহা শুনিয়া শিষ্য যথোচিত বিচার করিয়া বলিলেন)—"আমার মনে হয়, ব্রহ্ম আমার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন।" ২।১

* পাঠান্তর—দহরমেবাপি=অল্পমাত্রই

১ যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা আত্মা নহে, যথা ঘটাদি। কেঃ, ১।৪

২ গীতা, ৮।৩-৪; দেহকে অধিকার করিয়া যিনি ভোক্তারূপে বর্তমান, তিনিই অধ্যাত্মশব্দবাচ্য। সূর্যমণ্ডলস্থ যে বিরাট পুরুষ স্বীয় অংশভূত সর্বদেবতার অধিপতি, তাঁহাকে অধিদৈবত বলে। ঐ উভয়ের বিভিন্ন রূপও ব্রহ্মের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, কেন না ঐগুলি ব্রহ্মেরই উপাধি-পরিচ্ছিন্ন রূপ।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৩

মীমাংস্যম্ এব (ব্রহ্ম বিচার্যই বটেন)। [আচার্যের এই বাক্য শুনিয়া শিষ্য একান্তে সমাহিতচিত্তে বিচার করিয়া বলিলেন] মন্যে [আমার মনে হয়), বিদিতম্ (ব্রহ্ম আমার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন)। ২।১

[শিষ্য নিজ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন]—সুবেদ ইতি (উত্তমরূপে জানিয়াছি ইহা) অহং (আমি) ন মন্যে (মনে করি না); [অর্থাৎ] ন বেদ ইতি (জানি না ইহাও) নো (মনে করি না), বেদ চ (আমি যে জানি তাহাও) [ন—মনে করি না]। নঃ (আমাদিগের মধ্যে) যঃ (যে কেহ) "নো ন বেদ, বেদ চ" ("জানি না যে তাহা নহে এবং জানি যে তাহাও নহে") ইতি তৎ (সেই বাণী) বেদ (জানেন) [তিনি] তৎ [ব্রহ্মকে] বেদ (জানেন)। ২।২

[শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন]—যস্য (যাঁহার নিকট) অমতং (অবিদিত বলিয়া নিশ্চিত) তস্য (তাঁহারই নিকট) মতং (বিদিত), যস্য (যাঁহার নিকট) মতম্ (বিদিত বলিয়া নিশ্চিত) সঃ (তিনি) ন বেদ (জানেন না); বিজানতাম্ (সম্যক্ জ্ঞানবান্‌দিগের

(শিষ্য)—আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি; অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে' —আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির[১] মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। ২।২

(শ্রুতি বলিতেছেন)—ব্রহ্ম যাঁহার নিকট অবিদিত (বলিয়া নিশ্চিত)

১ কেঃ, ১।৪

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ৪

নিকট) অবিজ্ঞাতম্ (অবিদিত [স্বরূপেই থাকেন]), অবিজানতাম্ (সম্যক্ জ্ঞানহীনদিগের নিকট, অর্থাৎ যাঁহারা দেহেন্দ্রিয়াদিতেই আত্মবুদ্ধি করেন তাঁহাদের নিকট), বিজ্ঞাতম্ (বিদিত [স্বরূপেই প্রতিভাত হন])। ২।৩

[জ্ঞানীদিগের নিকটও যদি ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত থাকেন, তবে জ্ঞানী ও জ্ঞানহীনে প্রভেদ কি? বিশেষতঃ "জ্ঞানীর নিকট অজ্ঞাত" ইহা তো স্ববিরোধী কথা। এইরূপ আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য শ্রুতি বলিতেছেন]—[যখন] প্রতিবোধ-বিদিতং (প্রতি বুদ্ধি-

তাঁহারই নিকট তিনি বিদিত; যাঁহার নিকট বিদিত (বলিয়া নিশ্চিত) তিনি জানেন না। যাঁহারা সম্যগ্ জ্ঞানবান্ তাঁহারা ব্রহ্মকে জ্ঞাত বলিয়া মনে করেন না; আর যাঁহারা সম্যক্ জ্ঞানবান্ নহেন তাঁহারাই মনে করেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়াছেন। ২।৩

যখন বুদ্ধি-বৃত্তিসমূহের আত্মরূপে[১] ব্রহ্ম বিদিত হন, তখনই প্রকৃত জ্ঞান হইল, কেন না উক্ত জ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়। কেবল আত্মার শরণ লইলেই অমৃতত্বলাভের যোগ্যতা হয় (অন্যরূপে হয় না), এই জন্যই আত্মবিদ্যার ফলে মুক্তিলাভ[২] ঘটে। ২।৪

১ অর্থাৎ সকল প্রত্যয়ের সাক্ষী (কেঃ, ১।২ ও কঃ, ২।২।১ এর টীকা দ্রঃ)। ঘট ও গিরিগুহাদিতে স্থিত আকাশ যেরূপ এক, বিশুদ্ধ ও নির্বিশেষ, সাক্ষীও সেইরূপ এক, শুদ্ধ, নির্বিশেষ, নিত্য ও হ্রাসবৃদ্ধিহীন। গীতা, ৬।২৯-৩০; ঐঃ, ৩।১।২-৩।

২ ধন, মন্ত্র, ঔষধি, তপস্যা, যোগ প্রভৃতি অনিত্য সাধন-বিশেষ-অবলম্বনে যে বীর্যলাভ হয় তাহা অনিত্য। আত্মনিষ্ঠাজনিত যে বীর্য তাহা কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন নহে;

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৫

ইতি কেনোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রত্যয়ের প্রত্যগাত্মরূপে ব্রহ্ম বিদিত হন) [তখনই উহা] মতম্ (প্রকৃত জ্ঞান), হি (কেন না) [উক্ত জ্ঞানের ফলে বিদ্বান] অমৃতত্বং (অমরত্ব, স্বরূপাবস্থান) বিন্দতে (লাভ করেন)। [উক্ত আত্মবিদ্যাদ্বারা কিরূপে অমৃতত্ব লাভ হয়?] [যেহেতু সাধক] আত্মনা (আত্মস্বরূপের দ্বারাই, আত্মনিষ্ঠার দ্বারাই) বীর্যং (সামর্থ্য, অমৃতত্বলাভের যোগ্যতা) বিন্দতে (লাভ করেন) [সুতরাং] বিদ্যযা (আত্মজ্ঞানের দ্বারা) অমৃতম্ (মোক্ষ) বিন্দতে (লাভ করেন)। ২।৪

ইহ (এই জীবনে) [কেহ] চেৎ (যদি) অবেদীঃ (জানিয়া থাকে) অথ (তাহা হইলে) সত্যম্ (কৃতকৃত্যতা, পরমার্থতা) অস্তি (হইয়াছে), ইহ (এই জন্মে) চেৎ (যদি) ন অবেদীৎ (না জানিয়া থাকে) [তবে] মহতী (অত্যন্ত, দীর্ঘ) বিনষ্টিঃ (অনিষ্ট, জন্ম-জরা-মৃত্যু-লাভরূপ সংসারগতি) [হয়], [সুতরাং] ধীরাঃ (বিবেকীরা) ভূতেষু ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গম সকলের মধ্যে) বিচিত্য

এই জীবনেই যদি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়, তবে কৃতকৃত্যতা হয়; কিন্তু এই জন্মে যদি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ না হয়, তবে মহান্ বিনাশ (অর্থাৎ

সুতরাং তৎসহায়ে স্বাভাবিক অমৃতস্বরূপ আত্মার বিষয়ে অবিদ্যা-জনিত মর্ত্যত্ব-ভ্রম দূর হইয়া যে অজ্ঞানবিনাশরূপ মুক্তিলাভ হয়, তাহা নিত্য হইতে পারিল।

স্বভাবস্বরূপং ব্রহ্ম স্বভাবাদেব গম্যতে।
যদান্তর্মুখমায়াতং চিত্তং বিষয়বিচ্যুতম্ ॥—সূতসংহিতা

([ব্রহ্ম] সাক্ষাৎকারপূর্বক) অস্মাৎ (এই) লোকাৎ (['আমি' ও 'আমার' রূপ] অবিদ্যা-লক্ষণ সংসার হইতে) প্রেত্য (ব্যাবৃত্ত হইয়া) অমৃতাঃ (অমর, ব্রহ্মস্বরূপ) ভবন্তি (হইয়া থাকেন) । ২।৫

দীর্ঘকালব্যাপী সংসারগতি) লাভ হয়। (সুতরাং) বিবেকিগণ চরাচর সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-পূর্বক এই সংসার হইতে বিরত হইয়া অমৃত (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ) হইয়া থাকেন[১] । ২।৫

১ মুঃ, ৩।২।৯ ; ঈঃ, ৩, ৬ ; কেঃ, ১।২, ৪।৯ ; ইহাই সকল উপনিষদে প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানের ফল ।

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে, তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ; তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব; তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২

ব্রহ্ম হ (ব্রহ্মই) দেবেভ্যঃ (দেবতাদিগের জন্য) বিজিগ্যে ([দেবাসুর সংগ্রামে অসুরদিগকে] পরাজিত করিলেন)। তস্য (সেই) ব্রহ্মণঃ হ (ব্রহ্মেরই) বিজয়ে (বিজয়ে) দেবাঃ (দেবগণ) অমহীয়ন্ত (মহিমান্বিত হইলেন)। [কিন্তু] তে (তাহারা) ঐক্ষন্ত (মনে করিলেন)—অয়ম্ (এই) বিজয়ঃ (বিজয়) অস্মাকম্ এব (আমাদেরই), অয়ং (এই) মহিমা (মহিমা) অস্মাকম্ এব (আমাদেরই)—ইতি। ৩।১

(দেবাসুর-সংগ্রামে) ব্রহ্মই দেবতাদিগের জন্য বিজয় করিলেন[১]; সেই ব্রহ্মেরই বিজয়বশতঃ দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন। (কিন্তু) তাঁহারা মনে করিলেন, "এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।" ৩।১

---

১ জগৎ-পালনের জন্য জগতের শত্রু অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া উক্ত জয় ও তাহার ফল দেবতাদিগকে অর্পণ করিলেন। ব্রহ্ম দেবতাদেরও দেবতা, তিনিই দেবগণের জয়ের হেতু, তিনিই আবার অসুরগণের পরাজয়ের হেতু।

তেঽগ্নিমব্রুবন্—জাতবেদ এতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি ॥ ৩

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি ; অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবী-জ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ৪

তৎ (ব্রহ্ম) হ (অবশ্যই) এষাং (ইঁহাদের [মিথ্যাপ্রত্যয়]) বিজজ্ঞৌ (জানিতে পারিলেন) ; তেভ্যঃ হ (তাঁহাদেরই মঙ্গলার্থে) প্রাদুর্বভূব (তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন)। [তাঁহারা] তৎ (উক্ত ব্রহ্মকে) ন ব্যজানত (জানিতে পারিলেন না)—ইদং (সম্মুখে অবস্থিত ইহা) কিম্ (কি) [যৎ ইদম্=যাহা এই] যক্ষম্ (পূজ্য, মহদ্ভূত)—ইতি (এই প্রকারে)। ৩।২

তে (তাঁহারা) অগ্নিম্ (অগ্নিকে) অব্রুবন্ (বলিলেন)—জাতবেদ (হে অগ্নি), কিম্ এতৎ যক্ষম্ (এই পূজ্যস্বরূপকে) ইতি (এইরূপে) এতৎ (এই সম্মুখস্থ [যক্ষকে]) বিজানীহি (বিশেষরূপে অবগত হও)। [অগ্নি বলিলেন] তথা ইতি (তাহাই হউক)। ৩।৩

[অগ্নি] তৎ অভ্যদ্রবৎ (সেই যক্ষসমীপে গমন করিলেন)। তম্ অভ্যবদৎ ([যক্ষ] তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন), কঃ অসি ইতি (তুমি কে) ? অব্রবীৎ ([অগ্নি] বলিলেন), অহম্ (আমি) অগ্নিঃ বৈ অস্মি (অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ) ইতি জাতবেদাঃ বৈ অহম্ অস্মি (আমি জাতবেদা বলিয়াও প্রসিদ্ধ) ইতি। ৩।৪

ব্রহ্ম ইঁহাদের মিথ্যাভিমান অবশ্যই জ্ঞাত হইলেন। তাঁহাদেরই মঙ্গলার্থে তিনি নিজেকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতে পারিলেন না যে, এই পূজ্যস্বরূপে যিনি সম্মুখে অবস্থিত তিনি কে। ৩।২

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন—"হে জাতবেদা, তুমি সম্মুখে অবস্থিত যক্ষকে জানিয়া আস যে, ইনি কে।" অগ্নি বলিলেন—"তাহাই হউক।" ৩।৩

অগ্নি সেই যক্ষসমীপে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে এইরূপ অভিভাষণ

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি ; অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৫

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি ; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাক দগ্ধুম্, স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬

[ব্রহ্ম বলিলেন]—তস্মিন্ ত্বয়ি (তাদৃশ প্রসিদ্ধ নাম-গুণযুক্ত তোমাতে) কিং (কি) বীর্যম্ (সামর্থ্য) ? ইতি। [অগ্নি বলিলেন]—যৎ ইদং (এই যাহা কিছু) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে, অর্থাৎ জগতে) [আছে] ইদং (এই) সর্বম্ অপি (সমস্তই) দহেয়ম্ (ভস্মসাৎ করিতে পারি) ইতি। ৩।৫

এতৎ (ইহা) দহ (দগ্ধ কর) ইতি (এই বলিয়া) [ব্রহ্ম] তস্মৈ (এতাদৃশ অভিমানী অগ্নির সম্মুখে) তৃণং (একটি তৃণ) নিদধৌ (স্থাপন করিলেন)। [অগ্নি] সর্ব-জবেন (সর্বোৎসাহকৃত বেগে, পূর্ণোদ্যমে) তৎ উপপ্রেয়ায় (সেই তৃণ-সমীপে গমন করিলেন), [কিন্তু] তৎ (উহা) দগ্ধুম্ (দগ্ধ করিতে) ন শশাক (পারিলেন না), সঃ (তিনি) ততঃ (সেই যক্ষের নিকট হইতে) নিববৃতে এব (প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসিলেন) [এবং

করিলেন—"তুমি কে ?" অগ্নি বলিলেন—"আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, আমি জাতবেদা বলিয়াও খ্যাত[১]।" ৩।৪

ব্রহ্ম বলিলেন—"তাদৃশ তোমার কি সামর্থ্য ?" অগ্নি এই উত্তর দিলেন—"এই যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তৎ-সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি।" ৩।৫

"ইহা দগ্ধ কর" বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি পূর্ণোৎসাহজনিত বেগে সেই তৃণ-সমীপে গমন করিলেন ; কিন্তু উহা

১ হব্যাদিগ্রহণের জন্য যিনি দেবগণের অগ্রে গমন করেন, তিনিই অগ্নি। জাত হইয়াছে বেদ (অর্থাৎ ধন বা কর্মফল) যাঁহা হইতে, তিনি জাতবেদা।

অথ বায়ুমব্রুবন্—বায়বেতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতি ॥ ৭

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি ; বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি ; অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৯

বলিলেন]--এতৎ (ইঁহাকে) ন বিজ্ঞাতুম্ অশকম্ (আমি জানিতে পারিলাম না) যৎ এতৎ যক্ষম্ (যাহা এই পূজনীয়স্বরূপ)--ইতি। ৩।৬

অথ (অনন্তর) বায়ুম্ (বায়ুকে) অব্রুবন্—বায়ো (হে বায়ু), এতৎ বিজানীহি—কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি। তথা ইতি। ৩।৭

তৎ অভ্যদ্রবৎ, তম্ অভ্যবদৎ- কঃ অসি ইতি। বায়ুঃ (গতিশীল, গন্ধবাহক বা প্রবাহশীল) বৈ অহম্ অস্মি ইতি অব্রবীদ্, মাতরিশ্বা (অন্তরীক্ষচারী বায়ু) বৈ অহম্ অস্মি ইতি। ৩।৮

তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্যম্ ?--ইতি। যৎ ইদং পৃথিব্যাম্, ইদং সর্বম্ অপি আদদীয় (গ্রহণ করিতে পারি)। ৩।৯

দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি উক্ত যক্ষের নিকট হইতে দেবতাদের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন "এই পূজনীয়স্বরূপ কে, তাহা জানিতে পারিলাম না।" ৩।৬

অনন্তর তাঁহারা বায়ুকে বলিলেন—"হে বায়ু, তুমি এই সম্মুখস্থ যক্ষকে জানিয়া আস যে, ইনি কে।" বায়ু বলিলেন—"তাহাই হউক।" ৩।৭

বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন--"তুমি কে ?" তিনি বলিলেন, "আমি বায়ু নামে প্রসিদ্ধ, মাতরিশ্বা বলিয়াও খ্যাত।" ৩।৮

ব্রহ্ম বলিলেন—"তাদৃশ তোমাতে কি সামর্থ্য আছে ?" বায়ু বলিলেন

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি ; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্ ; স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০

অথেন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি ; তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ১১

তস্মৈ তৃণং নিদধৌ—এতৎ আদৎস্ব ইতি। সর্বজবেন তৎ উপপ্রেয়ায় তৎ আদাতুম্ (গ্রহণ করিতে) ন শশাক। সঃ ততঃ এব নিববৃতে—এতৎ ন বিজ্ঞাতুম্ অশকং, যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি। ৩।১০

অথ ইন্দ্রম্ (ইন্দ্রকে) অব্রুবন্—মঘবন্ (হে ইন্দ্র), এতৎ বিজানীহি, কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি। তথা ইতি। তৎ অভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ (সেই ইন্দ্রের নিকট হইতে) তিরোদধে (ব্রহ্ম তিরোহিত হইলেন)। ৩।১১

—"পৃথিবীতে এই যাহা কিছু আছে, এই সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি।" ৩।৯

"ইহা গ্রহণ কর" বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। বায়ু পূর্ণোৎসাহজনিত বেগে সেই তৃণ-সমীপে গমন করিলেন ; কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যক্ষের নিকট হইতে দেবগণ-সমীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন—"এই পূজনীয়স্বরূপ যে কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।" ৩।১০

অনন্তর ইন্দ্রকে বলিলেন—"হে মঘবন্, তুমি এই সম্মুখস্থ যক্ষ সম্বন্ধে জানিয়া আস যে ইনি কে?" "তথাস্তু" বলিয়া ইন্দ্র তৎসমীপে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন। ৩।১১

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ—কিমেতদ্ যক্ষমিতি॥ ১২

ইতি কেনোপনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

তস্মিন্ এব আকাশে (যে আকাশে যক্ষের সন্দর্শন হইয়াছিল, সেই আকাশেই) সঃ (সেই ইন্দ্র) হৈমবতীম্ (স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃতা নারীর ন্যায়) বহু-শোভমানাম্ (অতি সুশোভনা) স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীরূপা) উমাম্ (ব্রহ্মবিদ্যাব সকাশে) আজগাম (সমুপস্থিত হইলেন) [অথবা—হৈমবতীম্ (হিমালয়-দুহিতা) উমাম্ (উমার সমীপে) আজগাম (আগমন করিলেন)]। তাং হ [এবং] (তাঁহাকে) উবাচ (তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন)—এতৎ (এই) যক্ষম্ (পূজনীয়স্বরূপটি) কিম্ (কি) ?—ইতি। ৩।১২

ইন্দ্র সেই আকাশেই স্বর্ণ-ভূষিতা নারীর ন্যায় অতি সুশোভনা স্ত্রীরূপিণী উমার (বা ব্রহ্মবিদ্যার) সকাশে উপস্থিত হইলেন।[১] তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই পূজনীয়স্বরূপ কে ?" ৩।১২

১ ইন্দ্র অপরের ন্যায় না ফিরিয়া সেখানেই ধ্যানমগ্ন হইলেন ; এবং যক্ষের প্রতি তাঁহার ভক্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে উমারূপে দর্শন দিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্—যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২

সা (সেই উমা) উবাচ হ (বলিলেন) ব্রহ্ম ইতি (ইনি ব্রহ্ম, ঈশ্বর), ব্রহ্মণঃ বৈ (ঈশ্বরেরই) বিজয়ে (বিজয়ে) এতৎ মহীয়ধ্বম্ (তোমরা এইরূপে মিথ্যাভিমান করিতেছ) ইতি। ততঃ হ এব (সেই উমাবাক্য হইতেই) [ইন্দ্র] বিদাঞ্চকার (জানিলেন) ব্রহ্ম ইতি (যে ইনি ব্রহ্ম)। ৪।১

তে (তাঁহারা)—যৎ অগ্নিঃ বায়ুঃ, ইন্দ্রঃ (অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র—ইঁহারা)—হি (যেহেতু) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) নেদিষ্ঠং (নিকটতমরূপে) পস্পৃশুঃ (স্পর্শ করিয়াছিলেন), হি (যেহেতু) তে (তাঁহারা) এনৎ (ইঁহাকে) প্রথমঃ (=প্রথমাঃ, অগ্রগামী হইয়া) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদাঞ্চকার (=বিদাঞ্চক্রুঃ, জানিয়াছিলেন), তস্মাৎ বৈ

উমা বলিলেন—"ইনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মেরই এই বিজয়ে তোমরা আপনাদিগকে মহিমান্বিত মনে করিতেছ।" সেই উমাবাক্য হইতেই[১] ইন্দ্র জানিলেন যে ইনি ব্রহ্ম। ৪।১

যেহেতু তাঁহারা (অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র) ইঁহাকে নিকটতমরূপে

১ বেদবাক্য ও গুরুবাক্য হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়, স্বতন্ত্রভাবে নহে।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩

তস্যৈষ আদেশো—যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্ন্যমীমিষদা—ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪

(সেইজন্যই) এতে দেবাঃ (এই দেবতারা) অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ ইব (অপর দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন) । ৪।২

হি (যেহেতু) সঃ (ইন্দ্রঃ) এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ (স্পর্শ করিয়াছিলেন), হি সঃ এনৎ প্রথমঃ বিদাঞ্চকার ব্রহ্ম ইতি, তস্মাৎ বৈ ইন্দ্রঃ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ ইব । ৪।৩

তস্য (সেই ব্রহ্মবিষয়ে) এষঃ (এই) আদেশঃ (উপদেশ)—যৎ এতৎ (এই যে) বিদ্যুৎ (বিদ্যুতের [প্রভা]) ব্যদ্যুতৎ (চমকিত হইল) আ (ইহারই সদৃশ), ইতি (ইহাই একটি উপমা) ; ইৎ (আর) ন্যমীমিষৎ (চক্ষুর যে নিমেষ হইল) আ (ইহারই

স্পর্শ[১] করিয়াছিলেন এবং যেহেতু তাঁহারা অগ্রণী হইয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন সেইজন্যই এই দেবতারা অপর দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন । ৪।২

যেহেতু ইন্দ্র ইঁহাকে নিকটতমরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং যেহেতু তিনি সর্বাগ্রণী হইয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি অন্য দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন । ৪।৩

সেই ব্রহ্মবিষয়ে এই উপদেশ—এই যে বিদ্যুৎপ্রভা চমকিত হইল, ইহারই সদৃশ[২] ; আর এই যে চক্ষুর নিমেষ হইল,

১ ব্রহ্মের সহিত আলাপাদি দ্বারা ।

২ বিদ্যুতের প্রকাশ যেমন যুগপৎ বিশ্বব্যাপী হয়, ধ্যেয় ব্রহ্মও তেমনি নিরতিশয় জ্যোতিঃস্বরূপ ।

অথাধ্যাত্মং—যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥ ৫

সদৃশ)--ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতাবলম্বনে ইহাই ব্রহ্মের উপদেশ [কেঃ, ২।১ টীকা দ্রষ্টব্য])। ৪।৪

অথ (অনন্তর) [ব্রহ্মের] অধ্যাত্মং (প্রত্যগাত্ম-বিষয়ক) [উপদেশ দেওয়া হইতেছে] —যৎ (এই যে) মনঃ (মন) এতৎ (এই ব্রহ্মে) গচ্ছতি ইব (যেন প্রবেশ করে অর্থাৎ প্রবেশ করে বলিয়া বোধ হয়) চ (এবং) [সাধক] অনেন (এই মনের দ্বারা) এতৎ (ইঁহাকে) অভীক্ষ্ণম (বার বার) উপস্মরতি (নিকটবর্তী হইয়া যেন স্মরণ করেন), চ সঙ্কল্পঃ (এবং মনের যে ব্রহ্মবিষয়ক সঙ্কল্প)। ৪।৫

ইঁহারই সদৃশ[১]—এইরূপে ব্রহ্মের অধিদৈবত উপদেশ কথিত হইল। ৪।৪

অতঃপর ব্রহ্মের অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশ[২] (দেওয়া হইতেছে)—এই যে বোধ হয় যে, মন যেন ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়, (অর্থাৎ সাধক যেন) মনের দ্বারা ইঁহাকে বারংবার ঘনিষ্ঠরূপে স্মরণ করেন, এবং মনের যে ব্রহ্মবিষয়ক সঙ্কল্প,[৩] ইহাই ব্রহ্মবিষয়ে অধ্যাত্ম উপদেশ। ৪।৫

---

১ চক্ষুর নিমেষ যেমন দ্রুত হইয়া থাকে, উক্ত ব্রহ্মও স্বীয় ঐশ্বর্যসহায়ে তেমনি ক্ষিপ্রভাবে সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন।

২ অর্থাৎ এখানে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে: "আমার মন উক্ত জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মে গমন করিয়া তাঁহাতে বর্তমান আছে"—এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

৩ অর্থাৎ "আমার মনের সঙ্কল্প ব্রহ্ম-বিষয়েই হইতেছে"—এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে। ব্রহ্ম মনে উপহিত আছেন বলিয়া তিনি যেন সঙ্কল্প, স্মৃতি প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা বিষয়ীকৃত হইয়া অভিব্যক্ত হন।

তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি ; উক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৭

তৎ (সেই ব্রহ্ম) হ (অবশ্যই) তৎ-বনং নাম (প্রাণিবর্গের সম্ভজনীয় এই নামধারী) [অতএব] তৎ-বনম্ ইতি (প্রাণিবর্গের সম্ভজনীয়রূপে) উপাসিতব্যম্ (তিনি উপাসনীয়); সঃ যঃ (যে কেহ) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) এবং (এইরূপে) বেদ (উপাসনা করেন) এনং (তাঁহাকে) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূতবর্গ) হ (অবশ্যই) অভিসংবাঞ্ছন্তি (প্রার্থনা করিয়া থাকে) । ৪।৬

[শিষ্য বলিলেন]—ভোঃ (হে ভগবন্), উপনিষদং (রহস্যবিদ্যা) ব্রূহি ইতি (বলুন) ; [আচার্য বলিলেন]—তে (তোমায়) উপনিষৎ (রহস্যবিদ্যা) উক্তা (বলা হইয়াছে), ব্রাহ্মীং বাব (ব্রহ্ম-বিষয়েই) উপনিষদম্ (পরমাত্মবিদ্যা) তে (তোমায়) অব্রূম (বলিয়াছি) ইতি । ৪।৭

সেই ব্রহ্ম প্রাণিবর্গের সম্ভজনীয় বলিয়াই প্রখ্যাত ও প্রাণিগণ কর্তৃক সম্ভজনীয়রূপেই উপাস্য। যে-কেহ এই ব্রহ্মকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাকে ভূত-মাত্রই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ৪।৬

(শিষ্য)—হে ভগবন্, আমায় রহস্য-বিদ্যা[১] উপদেশ করুন।[২] (আচার্য)—তোমায় রহস্য-বিদ্যা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিষয়ক পরাবিদ্যাই তোমায় বলিয়াছি[৩]। ৪।৭

১ অর্থাৎ যাহা গুরু-উপদেশ ভিন্ন লভ্য নহে।

২ শিষ্যের পুনরায় প্রার্থনার কারণ এই—তিনি জানিতে চাহেন যে, এই বিদ্যা আর কোনও সহকারী কারণের অপেক্ষা করে কি না।

৩ আচার্য বলিলেন যে, এই বিদ্যা সহকারীর অপেক্ষা করে না। প্রঃ, ৬।৭

তস্মৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা, বেদাঃ সর্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্ ॥ ৮

তপঃ (কায়, ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম ; ব্রহ্মচর্যাদি) দমঃ (উপশম) কর্ম (অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্রীয় কর্ম) ইতি (ইত্যাদি) তস্মৈ (=তস্যাঃ, উক্ত উপনিষদের) প্রতিষ্ঠা (চরণস্বরূপ), বেদাঃ (চতুর্বেদ) [তাঁহার] সর্ব অঙ্গানি (মস্তকাদি বিবিধ অঙ্গস্বরূপ) (অথবা—বেদাঃ সর্বাঙ্গানি=চতুর্বেদ ও ষড়ঙ্গ], সত্যম্ (সত্য, অমায়াবিত্ব, অকৌটিল্য ইত্যাদি) আয়তনম্ (তাঁহার আধার, নিবাসস্থল) । ৪।৮

তপস্যা, উপশম, কর্ম ইত্যাদি[১] উক্ত উপনিষদের পাদস্বরূপ,[২] বেদসমূহ[৩] তাঁহার বিবিধ অঙ্গ[৪], সত্য তাঁহার নিবাসস্থল[৫] । ৪।৮

১ ইত্যাদি শব্দে সত্য ও অমানিত্ব প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে—গীতা, ১৩।৭-১১। এই গুণগুলি ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায়, অর্থাৎ ইহাদের সহায়ে চিত্তশুদ্ধি হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু ইহারা ব্রহ্মবিদ্যার সহচারী অর্থাৎ একই সঙ্গে আচরণীয় নহে ; কেননা ব্রহ্মবিদ্যার সহিত ক্রিয়াদির সমুচ্চয় হইতে পারে না।

২ পাদদ্বয়ে নির্ভর করিয়া মানুষ যেরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাও তপস্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩ বেদ শব্দে বেদাঙ্গসমূহ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষও বুঝিতে হইবে।

৪ অথবা—তপস্যা, উপশম, কর্ম, বেদসমূহ ও ষড়ঙ্গ তাঁহার পাদস্বরূপ।

৫ সত্যই যে ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষ সাধন ইহাই বুঝাইবার জন্য সত্যের বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে, নতুবা পূর্বেই 'ইত্যাদি' শব্দে উল্লেখ হইয়া গিয়াছে (১ম টীকা)—

"অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥"

অর্থাৎ সহস্র অশ্বমেধ হইতেও সত্য শ্রেষ্ঠ। প্রঃ, ১।১৫ ; মুঃ, ৩।১।৫

যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯

ইতি কেনোপনিষদি চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

এতাম্ (যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে) যঃ বৈ (যে কেহই) এবং (এবম্প্রকারে) বেদ (অবগত হন, অনুবর্তন করেন) [তিনি] পাপ্মানম্ (অবিদ্যা, কাম ও কর্মরূপ সংসারবীজকে) অপহত্য (ক্ষয় করিয়া) অনন্তে (অপার) জ্যেয়ে (সর্বমহত্তম, মুখ্য) স্বর্গে লোকে (স্বর্গধামে, অর্থাৎ সুখস্বরূপ ব্রহ্মে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ আর প্রত্যাবৃত্ত হন না), *প্রতিতিষ্ঠতি [দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক]*। ৪।৯

যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে যে-কেহ এবম্প্রকারে অবগত হন, তিনি পাপ (অর্থাৎ সংসার-বীজ) ক্ষয় করিয়া অনন্ত এবং সর্বমহত্তম স্বর্গলোকে[১] (অর্থাৎ পরব্রহ্মে) প্রতিষ্ঠিত হন, প্রতিষ্ঠিত হন[২]। ৪।৯

১ স্বর্গশব্দটি সাধারণ অর্থে অর্থাৎ দেবলোক-অর্থে গৃহীত হইতে পারে না; কারণ দেবলোক সর্বমহত্তম বা অনন্ত নহে। স্বর্গ বিনাশী (মুঃ, ১।২।১০ দ্রঃ)। ব্রহ্মই অপর সকল অপেক্ষা মহৎ (কঃ, ১।২।২০; মুঃ, ৩।১।৭; শ্বেঃ, ৩।৯ দ্রঃ)

২ কেঃ, ২।৫ মন্ত্রে উল্লিখিত ব্রহ্মবিদ্যার ফল পুনরায় শাস্ত্রের শেষে উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টি সুদৃঢ় করা হইল, অর্থাৎ উহার নিগমন করা হইল।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

কঠোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[ব্রহ্ম] নৌ (আমাদের [গুরু ও শিষ্য] উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) অবতু (রক্ষা করুন), নৌ (উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) ভুনক্তু ([বিদ্যাফল] ভোগ করান), সহ (তুল্যভাবে) [আমরা যেন] বীর্যম্ ([বিদ্যার জন্য] সামর্থ্য) করবাবহৈ (লাভ করিতে পারি), নৌ (আমাদের উভয়ের) অধীতম্ (লব্ধ বিদ্যা) তেজস্বি (বীর্যশালী, তাৎপর্যের প্রকাশক) অস্তু (হউক), [আমরা যেন] মা বিদ্বিষাবহৈ ([পরস্পরের অন্যায় বা প্রমাদহেতু] পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ[১] বিঘ্নের বিনাশ হউক)।

(পরমাত্মা) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন এবং উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন ; আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি ; আমাদের উভয়েরই লব্ধ বিদ্যা সফল হউক ; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

---

১ ত্রিবিধ বিঘ্নের—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক (শারীরিক ও মানসিক রোগাদি), আধিদৈবিক (দৈব, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা) ও আধিভৌতিক (হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি-কৃত হিংসাদি) বিঘ্নের বিনাশ হউক।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ, সোঽমন্যত ॥ ২

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩

বাজশ্রবসঃ (বাজ=অন্ন, তদ্দান-জন্য শ্রবঃ=যশঃ যাঁহার—সেই বাজশ্রবার পুত্র উদ্দালক) উশন্ (যজ্ঞফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া) হ বৈ [অতীত বিষয়ের স্মারক শব্দদ্বয়] সর্ব-বেদসম্ (সর্বস্ব) দদৌ (দান করিলেন)—[অর্থাৎ যাহাতে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, সেই বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করিলেন]। তস্য (সেই বাজশ্রবসের) হ [প্রসিদ্ধ বিষয়ান্তরের সূচক শব্দ] নচিকেতাঃ নাম (নচিকেতা-নামক) পুত্রঃ (পুত্র) আস (ছিল)। ১।১।১

[যখন] দক্ষিণাসু (গবাদি দক্ষিণা) নীয়মানাসু ([ঋত্বিক্ ও সদস্যাদি বিভিন্ন ব্রাহ্মণসমীপে] উপস্থাপিত হইতেছিল) [তখন] কুমারম্ সন্তম্ (প্রথম বয়সে স্থিত,

বাজশ্রবার পুত্র[১] বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া উহার ফল (স্বর্গ)-কামনায় সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে একটি পুত্র ছিল। ১।১।১

(বিভিন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকট) যখন দক্ষিণাসমূহ আনয়ন করা

[১] ১।১।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪

তরুণবয়স্ক) তম্ হ (সেই নচিকেতার মধ্যে) শ্রদ্ধা ([পিতার অভীষ্টলাভার্থে] আস্তিক্যবুদ্ধি) আবিবেশ (প্রবেশ করিল); সঃ (সে) অমন্যত (চিন্তা করিল)—পীত-উদকাঃ (যাহারা [জন্মের মতো] জল পান করিয়াছে), জগ্ধ-তৃণাঃ (তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে), দুগ্ধ-দোহাঃ (দুগ্ধ দান করিয়াছে), নিঃ-ইন্দ্রিয়াঃ (ইন্দ্রিয়বিহীন, সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ) তাঃ (সেই সকল গাভী) দদৎ (যে যজমান দান করেন) সঃ (তিনি) অনন্দাঃ (অসুখময) নাম (নামক) তে (সেই যে প্রসিদ্ধ) লোকাঃ (লোকসমূহ) তান্ (সেই সকল লোকে) গচ্ছতি (গমন করেন)। ১।১।২-৩

স হ (সেই জাতশ্রদ্ধ নচিকেতা) পিতরম্ (পিতাকে) উবাচ (বলিলেন)—তত (=তাত, হে পিতা), মাম্ (আমায়) কস্মৈ (কাহাকে) দাস্যসি (দিবেন) ইতি; [উত্তর না পাইয়া] দ্বিতীয়ম্ (দ্বিতীয়বার) তৃতীয়ম্ (তৃতীয়বার) [পিতাকে এই প্রশ্ন করিলেন]। [তাহার পিতা] তম্ হ (সেই পুত্রকে) উবাচ (বললেন)—ত্বা (=ত্বাম্, তোমায়) মৃত্যবে (যমকে) দদামি (দিব)—ইতি। ১।১।৪

হইতেছিল, তখন সেই অল্পবয়স্ক বালক নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "যে-সকল গাভী জন্মের মতো জল পান করিয়াছে, তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, দুগ্ধ দিয়াছে, কিংবা যাহারা সন্তান-প্রসবে অসমর্থ, সেই গাভীসমূহকে যে যজমান দান করেন তিনি যে-সকল লোক দুঃখময় বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই-সকল লোকেই গমন করেন।" ১।১।২-৩

তিনি পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাকে কাহার নিকট অর্পণ করিবেন?" দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও তিনি এই প্রশ্ন করিলেন। তখন পিতা বলিলেন, "তোমায় যমকে অর্পণ করিব।" ১।১।৪

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি॥ ৫

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাঽপরে।
সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ ৬

[নচিকেতা পিতার উত্তর শুনিয়া নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন]—বহূনাম্ (বহু পুত্র বা শিষ্যের মধ্যে) [আমি] প্রথমঃ ([সদাচারাদিতে] প্রথম, সর্বাগ্রণী) [হইয়া] এমি (চলিয়া থাকি), [অপর] বহূনাম্ (অনেকের মধ্যে) মধ্যমঃ এমি (মধ্যস্থানীয় হইয়া থাকি); [কিন্তু কোন দলেই অধম হই না। সুতরাং এইরূপ উপযুক্ত পুত্রকে বিনা প্রয়োজনে বাবা যমের বাড়ি পাঠাইতে পারেন না]। যমস্য (যমের) কিম্ স্বিৎ (এমন কি প্রয়োজন) কর্তব্যম্ ([পিতার পক্ষে] সম্পাদনীয়) [হইয়া পড়িল] যৎ (যাহা) অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা, আমার মতো উপযুক্ত পুত্রকে দান করিয়া) করিষ্যতি (সাধন করিবেন)? [যাহা হউক, কোন প্রয়োজন না থাকিলেও আমায় পিতৃসত্য পালন করিতেই হইবে]। ১।১।৫

[নচিকেতার সঙ্কল্প লক্ষ্য করিয়া পিতার অনুশোচনা হইল। পিতা পাছে সত্যভ্রষ্ট হন, এইজন্য নচিকেতা বলিলেন]—[হে পিতা] পূর্বে ([আপনার] পিতৃপিতামহগণ) যথা (যে প্রকার সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তাহা) অনুপশ্য (যথাক্রমে আলোচনা করুন), তথা

(নচিকেতা চিন্তা করিলেন)—"অনেকের মধ্যে আমি অগ্রণী হইয়া থাকি এবং অপর অনেকের মধ্যে মধ্যম হইয়া থাকি। (কিন্তু অধম কখনও নই ; সুতরাং) যমের এমন কি প্রয়োজন আছে যাহা আজ আমার দ্বারা পিতা সাধন করিতে চাহেন ?" ১।১।৫

(সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য নচিকেতা পিতাকে বলিলেন)—

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্॥ ৭

(তদ্রূপ) অপরে (বর্তমান সাধুগণ [যেরূপ সত্যনিষ্ঠ]) প্রতিপশ্য ([তাহাও] আলোচনা করুন); [বস্তুতঃ] মর্ত্যঃ (মানুষ) সস্যম্ ইব (ধান্যাদি শস্যের ন্যায়) পচ্যতে (জীর্ণ হইয়া মরে), পুনঃ (পুনরায়) সস্যম্ ইব (শস্যের ন্যায়) আজায়তে (উৎপন্ন হয়) [সুতরাং অনিত্য সংসারে মিথ্যাচরণ বৃথা]। ১।১।৬

[পুত্রের কথা শুনিয়া পিতা তাহাকে যমালয়ে পাঠাইলেন। যম অনুপস্থিত ছিলেন। তিনদিন পরে প্রবাস হইতে যখন তিনি ফিরিলেন, তখন আত্মীয়গণ তাঁহাকে বলিলেন]—ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) অতিথিঃ (অতিথি [হইয়া]) বৈশ্বানরঃ (অগ্নিরূপে) গৃহান্ (গৃহস্থ-গৃহে) প্রবিশতি (প্রবেশ করেন)—[অর্থাৎ অতিথির সমুচিত সমাদর না হইলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়]। [প্রবীণেরা] তস্য (উক্ত অতিথির) এতাম্ (এইরূপ, পাদ্যাদি-দান-রূপ) শান্তিম্ (শান্তি, শ্রম দূর করা প্রভৃতি) কুর্বন্তি (করিয়া থাকেন): [সুতরাং] বৈবস্বত (হে সূর্যপুত্র যম), উদকম্ (পাদ-প্রক্ষালনের জন্য জল) হর (আনয়ন করুন)। ১।১।৭

"বাবা, পূর্ববর্তী পিতৃপিতামহগণের এবং বর্তমান সাধুগণের সত্যনিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করুন। মানুষ শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে এবং শস্যেরই ন্যায় পুনরায় জন্মে। (সুতরাং সত্য রক্ষা করিয়া আমায় যমলোকে প্রেরণ করুন)।" ১।১।৬

(নচিকেতা যমালয়ে উপস্থিত হইবার তিন দিন পরে যম প্রবাস হইতে ফিরিলে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে বলিলেন)—"ব্রাহ্মণ অতিথি যেন অগ্নিরূপে গৃহে প্রবেশ করেন। (প্রবীণেরা তাঁহার) পাদ্যাসনাদিদানরূপ শান্তি বিধান করেন। সুতরাং হে যমরাজ, (তাঁহার পাদপ্রক্ষালনের জন্য) জল আনয়ন করুন। ১।১।৭

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং
চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্ ।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥ ৮

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽ-
নশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ .

যস্য (যাহার) গৃহে (আলয়ে) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) অনশ্নন্ (অভুক্তরূপে) বসতি (বাস করেন) [সেই] অল্পমেধসঃ (অল্পবুদ্ধি) পুরুষস্য (মনুষ্যের) আশাপ্রতীক্ষে ([সুবর্ণপর্বতাদি] অপরিচিত অথচ অভীষ্ট বস্তুর প্রার্থনারূপ আশা, [রাজ্যাদি] পরিচিত বস্তুর প্রার্থনারূপ প্রতীক্ষা), সঙ্গতম্ (সাধু-সঙ্গের ফল), সূনৃতাম্ (প্রিয় বাক্যের ফল), ইষ্টা-পূর্তে (যাগ হইতে এবং উদ্যানাদি দান হইতে উৎপন্ন ফল [প্রঃ, ১।৯]), পুত্রপশূন্ চ (এবং পুত্র ও গো প্রভৃতি) সর্বান্ (সমস্তকেই) এতৎ (অতিথির অনাহার) বৃঙ্‌ক্তে (বিনাশ করে)। ১।১।৮

[নচিকেতার নিকটে যাইয়া যমরাজ পাদ্যাসনাদি দিয়া বলিলেন]—ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ), [তুমি] অতিথিঃ (অতিথি), নমস্যঃ (সম্মানার্হ) [হইয়াও] যৎ (যেহেতু) মে (আমার) গৃহে (আলয়ে) তিস্রঃ (তিন) রাত্রীঃ (রাত্রি) অনশ্নন্ (অনাহারে)

"যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ অনাহারে বাস করেন, সেই অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের আশা (বা অপরিচিত বস্তুপ্রাপ্তির বাসনা), প্রতীক্ষা (বা বিজ্ঞাত বস্তুপ্রাপ্তির ইচ্ছা), সাধুসঙ্গের ফল, প্রিয়বাক্যপ্রয়োগের ফল, যাগ হইতে উৎপন্ন ফল, সাধারণের জন্য কূপতড়াগাদি দান করার ফল, পুত্র এবং পশু—এই সমস্তই অতিথির উপবাসের ফলে বিনষ্ট হয়।" ১।১।৮

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্-
বীতমন্যুর্গৌতমো মাঽভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎ প্রতীত
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

অবাৎসীঃ (বাস করিয়াছ), তস্মাৎ (সুতরাং) ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ), তে (তোমায়) নমঃ অস্তু (নমস্কার), মে (আমার) স্বস্তি (মঙ্গল) অস্তু (হউক); [অধিকন্তু] প্রতি ([অনাহারে যাপিত] প্রতিরাত্রির জন্য এক একটি করিয়া) ত্রীন্ (তিনটি) বরান্ (বর) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)। ১।১।৯

[নচিকেতা বলিলেন]—মৃত্যো (হে যমরাজ), গৌতমঃ (আমার পিতা গৌতম) যথা (যাহাতে) মা অভি (আমার প্রতি) শান্ত-সঙ্কল্পঃ (উৎকণ্ঠা-শূন্য) সুমনাঃ (প্রসন্নমনা) বীত-মন্যুঃ (বিগতক্রোধ) স্যাৎ (হন) [এবং] প্রতীতঃ ('এই আমার পুত্র' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-যুক্ত হইয়া অর্থাৎ চিনিতে পারিয়া) ত্বৎ-প্রসৃষ্টং (আপনা-কর্তৃক বিনির্মুক্ত) মা [অভি] (আমার প্রতি) অভিবদেৎ (সাদর সম্ভাষণ করেন)—ত্রয়াণাং (তিনটি বরের মধ্যে) এতৎ (এইরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট, অর্থাৎ পিতার পরিতোষ-সম্পাদক) প্রথমম্ (প্রথম) বরম্ (বর) বৃণে (আমি প্রার্থনা করি)। ১।১।১০

(যমরাজ নচিকেতাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন)—"হে ব্রাহ্মণ, তুমি অতিথি এবং আমার নমস্য ; অথচ তিন রাত্রি আমার গৃহে অনাহারে বাস করিয়াছ। তজ্জন্য তোমায় নমস্কার করিতেছি ; আমার মঙ্গল হউক ; আর প্রতিরাত্রির জন্য একটি করিয়া তিনটি বর প্রার্থনা কর।" ১।১।৯

(নচিকেতা বলিলেন) "হে যমরাজ, তিনটি বরের মধ্যে আমি প্রথম এই বর চাই যে, আমার পিতা গৌতম যেন আমার সম্বন্ধে

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
　　ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
　　স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥ ১১

[যম বলিলেন]—ঔদ্দালকিঃ (ঔদ্দালক বা উদ্দালকপুত্র) আরুণিঃ (অরুণের পুত্র) পুরস্তাৎ (পূর্বে) যথা (যেরূপ [স্নেহবান্] ছিলেন) প্রতীতঃ (তোমায় চিনিতে পারিয়া) ভবিতা ([সেইরূপই স্নেহবান্] হইবেন) : মৃত্যুমুখাৎ (মৃত্যুমুখ হইতে) প্রমুক্তম্ (বিমুক্ত) ত্বাং (তোমাকে) দদৃশিবান্ (দর্শন করিয়া) মৎ-প্রসৃষ্টঃ (আমার অভিপ্রায়ানুসারে) বীতমন্যুঃ (বিগতক্রোধ হইবেন) [এবং] রাত্রীঃ (আগামী রাত্রি-সকলেও) সুখম্ (প্রসন্নমনে) শয়িতা (শয়ন করিবেন) । ১।১।১১

উৎকণ্ঠাশূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্নমনা ও ক্রোধশূন্য হন ; এবং আপনা-কর্তৃক বিনির্মুক্ত আমাকে চিনিতে পারিয়া[১] যেন আমার প্রতি সাদর-সম্ভাষণ করেন।” ১।১।১০

(যম বলিলেন) “আরুণি (অর্থাৎ অরুণের পুত্র) উদ্দালক[২] পূর্বে তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তোমায় চিনিতে পারিয়া ভবিষ্যতে সেইরূপ স্নেহশীলই হইবেন। মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত তোমায় দর্শন করিয়া তিনি আমার আদেশে ক্রোধ ত্যাগ করিবেন এবং অতঃপর বহুরাত্রি সুখে নিদ্রা যাইবেন।” ১।১।১১

১ যমালয়ে গত ব্যক্তির, অর্থাৎ প্রেতের সহিত, মর্ত্যলোকের কাহারও পরিচয় থাকে না। পিতার সহিত যেন আমার ঐরূপ সম্বন্ধ না হয়।

২ উদ্দালক শব্দের উত্তর স্বার্থে (উদ্দালক এব ঔদ্দালকিঃ) কিংবা অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া ঔদ্দালকি শব্দ হয়। উক্ত শব্দ অপত্যার্থে গ্রহণ করিলে গৌতমকে

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা২শনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২

[নচিকেতা বলিলেন]—স্বর্গে লোকে (স্বর্গলোকে) কিম্ চন (কোনও) ভযম্ (ভয়) ন অস্তি (নাই), তত্র (সেখানে) ত্বম্ (আপনি, যম) ন (নাই), জরয়া (জরাযুক্ত হইয়া) ন বিভেতি ([কেহ মর্ত্যলোকের ন্যায় মৃতুভযে] ভীত হয় না); অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) উভে (উভয়কে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া), শোক-অতি-গঃ (দুঃখাতীত হইয়া [অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া]) স্বর্গলোকে (দিব্যধামে) মোদতে (আনন্দভোগ করে)। ১।১।১২

(নচিকেতা বলিলেন) "স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই[১]; আপনি সেখানে নাই[২]; সুতরাং (পৃথিবীবাসীর ন্যায়) সেখানে কেহ বার্ধক্যগ্রস্ত হইয়া শঙ্কিতমনা হয় না; লোক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়কে অতিক্রম করিয়া এবং দুঃখাতীত হইয়া স্বর্গধামে আনন্দ উপভোগ করে। ১।১।১২

উদ্দালক ও অরুণ এই উভয়ের বংশীয় অর্থাৎ তাঁহাকে দ্ব্যামুষ্যায়ণ বলিতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তি উভয় গোত্রে পরিচিত হন। (মনুসংহিতা, ৯।৫৩ দ্রষ্টব্য)। পুত্রিকাপুত্র-সম্বন্ধেও এইরূপ বিধান আছে (মনু, ৯।১২৭)। ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে কেহ ভার্যারূপে গ্রহণ করিলে কন্যার পিতা বলিতে পারেন, "ইহার গর্ভজাত পুত্র আমার পিণ্ড দিবে।" সুতরাং পুত্রিকা-পুত্রের পক্ষে তাহার জনকও যেরূপ পিতা, মাতামহও সেইরূপ পিতৃস্থানীয়। ছাঃ, ১।১২।১ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১ ইহা আত্যন্তিক অভয় নহে। ২।১।২ দ্রঃ।

২ অর্থাৎ মর্ত্যলোকের ন্যায় ঝটিতি আগমন করেন না। বস্তুতঃ স্বর্গ হইতেও চ্যুতি হয়। মুঃ, ১।২।১০ ; গীতা, ৯।২১ এবং কঃ, ২।২।১২-১৩ দ্রঃ।

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১৪

মৃত্যো (হে যমরাজ), সঃ ত্বম্ (আপনিই) স্বর্গ্যম্ (স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত) [সেই] অগ্নিম্ (অগ্নিবিদ্যা) অধ্যেষি (অবগত আছেন) [যৎসহায়ে] স্বর্গলোকাঃ (স্বর্গকামী যজমানগণ) অমৃতত্বম্ (অমরত্ব, দেবত্ব) ভজন্তে (প্রাপ্ত হন); [সুতরাং] শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধাযুক্ত) মহ্যম্ (আমাকে) ত্বম্ প্রব্রূহি (বলুন)--দ্বিতীয়েন (দ্বিতীয়) বরেণ (বরে) এতৎ (এই অগ্নিবিদ্যা) বৃণে (প্রার্থনা করি)। ১।১।১৩

[যম বলিলেন]—নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), স্বর্গ্যম্ অগ্নিম্ (স্বর্গলাভের উপায়ভূত অগ্নির স্বরূপ) প্রজানন্ (বিশেষরূপে জানিয়াই), তে (তোমায়) প্রব্রবীমি (সবিশেষ বলিতেছি); তৎ উ (উহাই) মে (আমার বাক্য হইতে) নিবোধ (একাগ্রচিত্তে অবগত হও); ত্বম্ (তুমি) এতম্ (মদুক্ত এই অগ্নিকে) অনন্ত-লোক-আপ্তিম্ (স্বর্গলোকপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ) অথো (আর) প্রতিষ্ঠাম্ (জগতের আশ্রয়) [এবং] গুহায়াম্ (বিদ্বান্‌দিগের বুদ্ধিতে) নিহিতম্ (নিবিষ্ট) বিদ্ধি (জানিও)। ১।১।১৪

"হে যমরাজ, স্বর্গকামী যজমানগণ যে অগ্নিবিদ্যাসহায়ে অমরত্ব প্রাপ্ত হন, আপনি তাহা জানেন; সুতরাং শ্রদ্ধাযুক্ত আমায় উহা বলুন—আমি দ্বিতীয় বরে ইহাই প্রার্থনা করি।" ১।১।১৩

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫

তস্মৈ (নচিকেতাকে) লোক-আদিম্ (সৃষ্টবস্তুর আদিভূত) তম্ (সেই জিজ্ঞাসিত) অগ্নিম্ (অগ্নি [-সম্বন্ধে]) উবাচ (বলিলেন); যাঃ (যেরূপ), যাবতীঃ বা (বা যতসংখ্যক) ইষ্টকাঃ (ইষ্টকসমূহ) [যজ্ঞবেদীর জন্য সংগ্রহ করিতে হয়), যথা বা (এবং যে প্রকারে) [অগ্নিচয়ন, অগ্ন্যাধান, সমিৎসজ্জা

(যম বলিলেন) "হে নচিকেতা, আমি স্বর্গলাভের উপায়ভূত অগ্নির স্বরূপ জানি এবং উহা তোমায় বলিতেছি; তুমি একাগ্রমনে আমার সকাশে উহা অবগত হও। তুমি জানিও যে, উক্ত অগ্নিই স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় ও জগতের আশ্রয়[১] এবং উহা বিদ্বান্‌দিগের বুদ্ধিতে অন্তর্নিবিষ্ট।" ১।১।১৪

যমরাজ নচিকেতাকে সৃষ্টবস্তুর আদিভূত অগ্নির[২] বিষয়ে উপদেশ দিলেন। কি প্রকার এবং কতসংখ্যক ইষ্টক সংগ্রহ করিতে হয় ও

১ বেদে আছে যে বিরাট্ পুরুষ আপনাকে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বৃঃ, ১।২।৩ দ্রষ্টব্য।

২ পুরাণে আছে যে, বিরাট্‌স্বরূপ অগ্নি জীবসৃষ্টির আদিতে প্রথম শরীরধারিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেনঃ

স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত॥

প্রঃ, ১।৭-৮; শ্বেঃ, ৬।১৫, শ্রীমদ্ভাগবত, ৫।৭।১৪ দ্রঃ।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬

করিতে হয়]—[তাহা সমস্তই বলিলেন]। সঃ চ অপি (এবং নচিকেতাও) তৎ (মৃত্যুপ্রোক্ত সমস্ত বিষয়) যথা-উক্তম্ (যথাযথরূপে) প্রতি-অবদৎ (প্রত্যুচ্চারণ করিলেন)। অথ (অনন্তর) মৃত্যুঃ (যম) অস্য (ঐ নচিকেতার পুনরুক্তিতে) তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট হইয়া) পুনঃ এব (পুনরায়) আহ (বলিলেন)। ১।১।১৫

প্রীযমাণঃ (প্রীতিযুক্ত হইয়া) মহা-আত্মা (সদাশয় যমরাজ) তম্ (তাঁহাকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)—ইহ (এই প্রীতি-হেতু) অদ্য (ইদানীং) তব (তোমায়) ভূয়ঃ (পুনরায়, চতুর্থ) বরম্ (বর) দদামি (দান করিতেছি) অয়ম্ (এই মৎকথিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) তব এব (তোমারই) নাম্না (নামে) ভবিতা (প্রসিদ্ধ হইবে), চ (এবং) ইমাম্ (এই) অনেক-রূপাম্ (শব্দবিশিষ্টা অর্থাৎ ঝঙ্কারময়ী ও রত্নময়ী) সৃঙ্কাম্ (মালা) গৃহাণ (গ্রহণ কর)। [অথবা—সৃঙ্কা=অনিন্দিত-কর্মময়ী গতি, অর্থাৎ অনেক উৎকৃষ্ট ফললাভের উপায়স্বরূপ শাস্ত্রসিদ্ধ কর্মবিজ্ঞান, গ্রহণ কর]। ১।১।১৬

কিরূপে অগ্নি চয়ন করিতে হয় ইত্যাদি সমস্ত বলিলেন। নচিকেতাও উহা অধিগত হইয়া যথাযথরূপে তাহার পুনরুক্তি করিলেন। অনন্তর যম নচিকেতার উক্তিতে তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন। ১।১।১৫

(নচিকেতাকে শিষ্যত্বের উপযুক্ত দেখিয়া) মহাত্মা যমরাজ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই প্রীতি-হেতু আমি তোমায় সম্প্রতি আর একটি (চতুর্থ) বর দান করিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি শব্দময় এবং বহুরত্নখচিত এই মালাও গ্রহণ

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭

ত্রিভিঃ (মাতা, পিতা ও আচার্যের সহিত) সন্ধিম্ (সম্বন্ধ) এত্য (প্রাপ্ত হইয়া)—[অর্থাৎ মাতা, পিতা ও আচার্য হইতে উপদেশ লাভ করিয়া] ত্রিণাচিকেতঃ (যিনি তিন বার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন) [এবং] ত্রি-কর্ম-কৃৎ

কর। (অথবা—বহু উৎকৃষ্টফললাভের উপায়স্বরূপ কর্মবিজ্ঞানও গ্রহণ কর)। ১।১।১৬

"মাতা, পিতা ও আচার্য এই তিনের[১] দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া যিনি তিনবার[২] নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন এবং ত্রিকর্ম (অর্থাৎ যজ্ঞ, দান ও বেদাধ্যয়ন) করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন; তিনি শাস্ত্রাদি-সহায়ে হিরণ্যগর্ভ-সম্ভূত সর্বজ্ঞ, পূজনীয় ও জ্ঞানাদি-গুণসম্পন্ন বিরাট্‌স্বরূপকে অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে আত্মস্বরূপে অনুভব করিয়া[৩] এই স্বসংবেদ্য (অর্থাৎ স্বহৃদয়ে উপলব্ধব্য) শান্তি সবিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। ১।১।১৭

১ উপনয়নের পূর্বে মাতার নিকট বেদাধ্যয়ন, কালে পিতার নিকট ও পরে আচার্যের নিকট; বৃঃ, ৪।১।২। অথবা ত্রিভিঃ=বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টাচারের অথবা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের সহিত।

২ ত্রি শব্দে তিন বার, কিংবা বিজ্ঞান, অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান—এই তিনটি বুঝাইতে পারে।

৩ ইষ্টকের সংখ্যা ৭২০; সংবৎসরের অহোরাত্রও সংখ্যায় (৩৬০ × ২) = ৭২০। অতএব আত্মস্বরূপে অনুভব করিয়া=সংখ্যা-সাদৃশ্যবশতঃ "ইষ্টক-স্থানীয়

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮

(যিনি যজ্ঞ দান ও বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি) জন্ম-মৃত্যু (জন্ম ও মৃত্যু) তরতি (অতিক্রম করেন); ব্রহ্ম-জ-জ্ঞম্ (হিরণ্যগর্ভসম্ভূত সর্বজ্ঞ) ঈড্যম্ (স্তবনীয়) দেবম্ (প্রকাশশীল, জ্ঞানাদিগুণ-সম্পন্ন বিরাট্‌কে) বিদিত্বা (শাস্ত্রোপদেশে জ্ঞাত হইয়া), নিচায্য (আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া) ইমাম্ (এই, স্বয়ংবেদ্য, সাক্ষাৎকারজনিত) শান্তিম্ (শান্তি) অত্যন্তম্ (নির্বিশেষরূপে) এতি (প্রাপ্ত হন)। [অর্থাৎ উপাসনা ও কর্মের সমুচ্চয়ের ফলে বিরাট্-পদ প্রাপ্ত হন]। ১।১।১৭

যঃ (যিনি) এতৎ (পূর্বোক্ত) ত্রয়ম্ (ইষ্টকের স্বরূপ ও সংখ্যা এবং অগ্নিচয়নবিধি [১৫শ শ্লোক]) বিদিত্বা (জ্ঞাত হইয়া) ত্রিণাচিকেতঃ (বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক [হইয়াছেন]) [এবং] এবম্ (এইরূপে, আত্মস্বরূপে) বিদ্বান্ (জানিয়া) নাচিকেতম্ (নাচিকেত) [অগ্নিম্] চিনুতে (অগ্নির আধান করেন এবং অগ্নির ধ্যান করেন) সঃ (তিনি) মৃত্যুপাশান্ (অধর্ম, অজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি বন্ধন) পুরতঃ (শরীরত্যাগের পূর্বেই) প্রণোদ্য (দূর করিয়া) শোক-অতি-গঃ (মানস দুঃখের অতীত হইয়া) স্বর্গলোকে (বৈরাজধামে বিরাটের সহিত আত্মভাবপ্রাপ্ত হইয়া) মোদতে (আনন্দ ভোগ করেন)। ১।১।১৮

"যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা ও অগ্নিচয়নবিধি জ্ঞাত হইয়া তিনবার নাচিকেত অগ্নির সেবা করেন, এবং যিনি নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তাঁহার ধ্যান করেন, তিনি শরীরত্যাগের

অহোরাত্র-দ্বারা যে সংবৎসরাত্মক (অর্থাৎ কালাত্মক) বিরাট্‌রূপ অগ্নির চয়ন করা হইয়াছে, তাহা আমি'—এইরূপ ধ্যান করিয়া।

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯

✓যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ✓

[হে] নচিকেতঃ, যম্ (যে অগ্নি-বর) দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বরে) (তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে) তে (তোমায়) এষঃ স্বর্গ্যঃ অগ্নি (সেই এই স্বর্গসাধন অগ্নি-বরই) [প্রদত্ত হইল]। জনাসঃ (=জনাঃ, লোকেরা) এতম্ অগ্নিম্ (এই অগ্নিকে) তব এব (তোমারই [নামে] প্রবক্ষ্যন্তি (বলিবে)। নচিকেতঃ, তৃতীয়ম্ (তৃতীয়) বরম্ (বর) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)। ১।১।১৯

[প্রথম ও দ্বিতীয় বরে পিতাপুত্রের স্নেহাদি হইতে স্বর্গলোক পর্যন্ত সমস্ত কর্মফল প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্তই সংসারের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে

পূর্বেই যমের আকর্ষণ-রজ্জুরূপে অধর্মাদিকে ছিন্ন করিয়া এবং মানস-দুঃখ-বর্জিত হইয়া বৈরাজধামে আনন্দভোগ করেন[১]। ১।১।১৮

"হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, স্বর্গ-লাভের উপায়স্বরূপ সেই অগ্নিবিষয়ক বরই তোমায় প্রদান করিলাম। লোকে তোমারই নামে এই অগ্নিকে অভিহিত করিবে। এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।" ১।১।১৯

১ এই স্থলে অগ্নি-বিজ্ঞান ও অগ্নি-চয়নের ফল উপসংহৃত হইয়াছে।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥ ২১

এই সংসারের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং নচিকেতা বলিলেন]—প্রেতে মনুষ্যে (মানুষ অর্থাৎ প্রাণিমাত্রই মৃত হইলে) ইয়ম্ যা (এই যে [প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সর্বসাধারণ-সুলভ]) বিচিকিৎসা (সংশয়) [হয়]—একে (কেহ কেহ [বলেন]) অস্তি ইতি ([শরীরেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত দেহান্তর-সম্বন্ধী আত্মা] আছেন, এই কথা) চ একে (এবং কেহ কেহ) অয়ম্ (এবংবিধ আত্মা) ন অস্তি (নাই) ইতি (এই কথা) [বলেন]—[অধিকন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারাও এই আত্মার অস্তিত্ব নির্ণীত হয় না। সুতরাং] ত্বয়া (আপনা কর্তৃক) অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হইয়া) অহম্ (আমি) এতৎ (এই বিষয়ে, অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিষয়ে) বিদ্যাম্ (জানিতে চাই)। বরাণাম্ (আপনার প্রদত্ত তিনটি বরের মধ্যে) এষঃ (এইটি) তৃতীয়ঃ বরঃ (তৃতীয় বর)। ১।১।২০

[নচিকেতা আত্মজ্ঞানলাভের উপযুক্ত কিনা ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য যম বলিলেন] অত্র (এই তত্ত্ববিষয়ে) পুরা (পূর্বে, সৃষ্টিকালে) দেবৈঃ অপি (দেবগণকর্তৃকও) বিচিকিৎসিতম্ (সন্দেহ করা হইয়াছিল); হি (যেহেতু) এষঃ (এই) ধর্মঃ (আত্মাখ্য ধর্ম) [শ্রুত হইলেও প্রাকৃতজনকর্তৃক] সুবিজ্ঞেয়ম্ (উত্তমরূপে উপলব্ধব্য) ন (নহেন),

(নচিকেতা বলিলেন) "মানুষের মরণ হইলে এই যে সংশয় উপস্থিত হয়—কেহ বলেন, 'পরলোকগামী আত্মা আছেন', কেহ বলেন, 'তিনি নাই'—আপনার উপদেশ হইতে আমি এই আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব জানিতে চাই। বরসমূহের মধ্যে ইহাই তৃতীয় বর।" ১।১।২০

(নচিকেতাকে পরীক্ষার জন্য যম বলিলেন) "এই বস্তুর বিষয়ে পূর্বে দেবগণও সংশয়যুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ এই আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২

[কেন না] অণুঃ (সূক্ষ্ম)। [সুতরাং] নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), অন্যম্ (অপর) বরম্ (বর) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর); মা (=মাম্, আমাকে) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধ করিও না), মা (আমার প্রতি) এনম্ (এই বর)—[অর্থাৎ আমার নিকট এই বর-প্রার্থনা] অতি-সৃজ (ছাড়িয়া দাও)। ১।১।২১

[নচিকেতা বলিলেন]—দেবৈঃ অপি (দেবগণ-কর্তৃকও) অত্র (এই বস্তুবিষয়ে) কিল (নিশ্চয়ই) বিচিকিৎসিতম্ (সন্দেহ করা হইয়াছিল); মৃত্যো (যে যমরাজ), ত্বম্ চ (এবং আপনিও) যৎ (যেহেতু) [উক্ত আত্মতত্ত্ব] ন সুজ্ঞেয়ম্ (সুজ্ঞেয় নহে) আত্থ (বলিতেছেন) [অতএব] অস্য (এই ধর্মের) বক্তা চ (উপদেষ্টা) ত্বাদৃক্ (আপনার সদৃশ) অন্যঃ (অপর কেহ) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য নহে), এতস্য (ইহার) তুল্যঃ (সমান) অন্যঃ (অপর) কঃ চিৎ (কোনও) বরঃ (বর) ন (নাই)। ১।১।২২

বলিয়া সুবিজ্ঞেয় নহে। অতএব হে নচিকেতা, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। এই বিষয়ে আমায় উপরোধ করিও না; আমার সকাশে তোমার এই প্রার্থনা ত্যাগ কর।” ১।১।২১

(নচিকেতা বলিলেন) “দেবগণেরও যখন এই বিষয়ে সত্যই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং হে যমরাজ, আপনিও যখন বলিতেছেন যে ইহা সুবিজ্ঞেয় নহে, তখন এই আত্মতত্ত্বের বক্তা আপনার সদৃশ আর কাহাকেও পাওয়া তো সম্ভবপর নহে এবং এই বরের সদৃশ অন্য বরও তো থাকিতে পারে না।” ১।১।২২

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্ ।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব, স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং, বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪

[নচিকেতার বৈরাগ্যপরীক্ষার্থ যম তাঁহাকে পুনরায় প্রলোভিত করিতেছেন]— শত-আয়ুষঃ (শত বৎসর যাহাদের আয়ু এইরূপ) পুত্র-পৌত্রান্ (পুত্র ও পৌত্রসমূহ) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) ; বহূন্ (অনেক) পশূন্ (গবাদি পশুসমূহ), হস্তি-হিরণ্যম্ (হস্তী ও স্বর্ণাদি বিত্ত), অশ্বান্ (অশ্বসমূহ), ভূমেঃ (পৃথিবীর) মহৎ (বিস্তীর্ণ) আয়তনম্ (ভূভাগ, সাম্রাজ্য) বৃণীষ্ব ; চ (এবং) (স্বয়ং তুমি নিজে) [তত] শরদঃ (বৎসর) জীব (জীবনধারণ কর) যাবৎ (যত বৎসর) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) । ১।১।২৩

যদি (যদি) [অপর কোনও] এতৎ-তুল্যম্ (ইহার সদৃশ) বরম্ (বর) মন্যসে (মনে কর) [তবে তাহাও] বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর), [অধিকন্তু] বিত্তম্ (স্বর্ণ ও রত্নাদি) চির-জীবিকাম্ চ (এবং চিরজীবন) [প্রার্থনা কর] । নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) ত্বম্ (তুমি) মহাভূমৌ (বিশাল ভূখণ্ডে) এধি ([রাজা] হও) ; ত্বা (তোমাকে) কামানাম্ (কাম্য বস্তুসমূহের) কাম-ভাজম্ (কামভোগে সমর্থ, ভোগভাগী) করোমি (করিতেছি) । ১।১।২৪

(যম বলিলেন) "তুমি শতায়ু (অর্থাৎ দীর্ঘায়ু) পুত্র ও পৌত্রসমূহ প্রার্থনা কর এবং বহু গবাদি পশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ ও এই পৃথিবীতে বিশাল রাজ্য প্রার্থনা কর ; অধিকন্তু তুমি নিজে যত বৎসর জীবনধারণ করিতে চাও ততকাল জীবিত থাক । ১।১।২৩

"যদি ইহার তুল্য অপর কোনও বর পাইতে ইচ্ছা কর, তাহাও প্রার্থনা কর। অধিকন্তু চিরজীবন এবং স্বর্ণ ও রত্নাদি প্রার্থনা কর। হে

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫

মর্ত্যলোকে (পৃথিবীতে) যে যে (যে সকল বস্তু) কামাঃ (কাম্য) [এবং] দুর্লভাঃ (দুষ্প্রাপ্য) [সেই] সর্বান্ (সকল) কামান্ (কাম্যবস্তু) ছন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে) প্রার্থয়স্ব (প্রার্থনা কর)। ইমাঃ (এই [তোমার সম্মুখেই]) রামাঃ (পুরুষের আনন্দপ্রদায়িনী দিব্য অপ্সরাগণ) সরথাঃ (রথারূঢ়া) [এবং] সতূর্যাঃ (বাদ্যযন্ত্র ধারণ করিয়া) [অবস্থিত আছে], ঈদৃশাঃ (এইরূপ রমণীবৃন্দ) মনুষ্যৈঃ (মানুষের দ্বারা) লম্ভনীয়াঃ (প্রাপ্য) ন হি (অবশ্যই নহে); মৎ-প্রত্তাভিঃ (আমা-কর্তৃক প্রদত্ত) আভিঃ (ইহাদের দ্বারা) পরিচারয়স্ব ([নিজের] পরিচর্যা করাও)। নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), মরণম্ (মৃত্যুবিষয়ে) মা অনুপ্রাক্ষীঃ (এবম্প্রকার প্রশ্ন করিও না)। ১।১।২৫

নচিকেতা, তুমি বিশাল ভূভাগের অধিপতি হও; আমি তোমায় (দিব্য ও লৌকিক) কাম্যবস্তুসমূহে যথেচ্ছ ভোগের ক্ষমতা প্রদান করিতেছি। ১।১।২৪

"পৃথিবীতে যাহা যাহা কাম্য এবং দুর্লভ, তৎসমস্ত কাম্যবস্তুই যথেচ্ছ প্রার্থনা কর। এই যে সুখদায়িনী অপ্সরাগণ রথে আরোহণ করিয়া এবং বাদ্যযন্ত্র লইয়া (তোমার সম্মুখেই) অবস্থিত আছে, ঈদৃশী রমণী মনুষ্যের

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ ২৬

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো, লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং, বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭

[নচিকেতা বলিলেন]—অন্তক (হে যমরাজ), [আপনার বর্ণিত ভোগ্য বস্তুসমূহ] শ্বঃ-ভাবাঃ (কল্য থাকিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত), মর্ত্যস্য (মানুষের) সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ (সকল ইন্দ্রিয়ের) যৎ এতৎ তেজঃ (এই যে শক্তি) [তাহা] জরয়ন্তি (জীর্ণ করে)। অপি (অধিকন্তু) সর্বম্ ([হিরণ্যগর্ভাদির] সকল) জীবিতম্ এব (জীবনই) অল্পম্ (অল্প, পরিমিত); [সুতরাং] বাহাঃ (রথাদি) তব এব (আপনারই থাকুক), নৃত্য-গীতে (নৃত্য ও সঙ্গীত) তব (আপনারই থাকুক)। ১।১।২৬

মনুষ্যঃ (মানুষ) বিত্তেন (ধনাদির দ্বারা) তর্পণীয়ঃ (সন্তোষণীয়) ন (নহে); ত্বা (আপনাকে) চেৎ (যখন) অদ্রাক্ষ্ম (দর্শন করিলাম) [তখন বিত্তের আকাঙ্ক্ষা কখনও হইলে] বিত্তম্ (বিত্ত) লপ্স্যামহে (পাইব)। ত্বম্ (আপনি) যাবৎ (যত কাল) ঈশিষ্যসি (প্রভু থাকিবেন, যমপদে বর্তমান থাকিয়া

লভ্য নহে। মৎপ্রদত্ত ইহাদিগের দ্বারা তুমি নিজের সেবা করাও। হে নচিকেতা, মরণবিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিও না।" ১।১।২৫

(নচিকেতা বলিলেন) "হে যমরাজ, আপনার বর্ণিত ভোগ্যবস্তুসমূহ কল্য পর্যন্ত থাকিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত; উহারা মানুষের ইন্দ্রিয়-সকলের শক্তি ক্ষয় করে। অধিকন্তু (হিরণ্যগর্ভাদি) সকলেরই জীবন স্বল্প। অতএব রথাদি আপনারই থাকুক, নৃত্যগীতও আপনারই থাকুক। ১।১।২৬

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ * প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥ ২৮

পাপপুণ্যের ফল বিধান করিবেন) [ততদিন আপনার দর্শনের ফলেই] জীবিষ্যামঃ (জীবনধারণ করিব)। তু (কিন্তু) সঃ (সেই) [পূর্বোক্ত] বরঃ এব (বরই) মে (আমার) বরণীয়ঃ (প্রার্থনীয়)। ১।১।২৭

কু-অধঃ-স্থঃ ([অন্তরিক্ষাদি লোকের] অধোভাগে পৃথিবীতে অবস্থিত) কঃ (কোন্) জীর্যন্ মর্ত্যঃ (জরা-মরণশীল ব্যক্তি) অজীর্যতাম (জরাশূন্য) অমৃতানাম্ (মরণশূন্য [দেবগণের]) উপ-ইত্য (সমীপে উপস্থিত হইয়া) প্র-জানন্ (প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ইহা

"মানুষ কখনও বিত্তের দ্বারা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। আপনাকে যখন দর্শন করিলাম, তখন (আমার মনে কামনা থাকিলে আপনার দর্শনের ফলে) বিত্তলাভ অবশ্যই হইবে; আর আপনি যতদিন (যমপদে বর্তমান থাকিয়া) প্রভুত্ব করিবেন, ততদিন জীবনধারণও ঘটিবে (তজ্জন্য প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন)। প্রার্থনীয় বর কিন্তু আমার উহাই। ১।১।২৭

"(অন্তরিক্ষাদির) নিম্নস্থ পৃথিবীর অধিবাসী কোন্ জরা-মরণশীল ব্যক্তি অজর ও অমর দেববৃন্দের সমীপে উপস্থিত হইয়া

* পাঠান্তর=ক্ব তদাস্থ=[দুর্লভ-পুরুষার্থ লাভার্থী] কে কোথায় পুত্রাদিবস্তুতে আস্থাবান হয়?

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী ॥

উপলব্ধি করিয়াও) বর্ণ-রতি-প্রমোদান্ (গীতি, ক্রীড়া ও তজ্জন্য সুখ) অভিধ্যায়ন্ ([অনিত্যরূপে] নিশ্চয় করিয়া) অতি-দীর্ঘে (অতিদীর্ঘ) জীবিতে (জীবনে) রমেত (আনন্দ অনুভব করে)? ১।১।২৮

মৃত্যো (হে যম), সাম্পরায়ে (পরলোকের সম্বন্ধে) যস্মিন্ (যে আত্মবিষযে) ইদম্ ([আছে কি না] ইহা) বিচিকিৎসন্তি ([লোকে] সংশয় করিয়া থাকে) যৎ (যে আত্মতত্ত্বের নির্ণয়) মহতি (মহৎ প্রয়োজনের সাধক), তৎ (তাহা) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (বল)। [শ্রুতি বলিলেন] অয়ম্ (এই) যঃ (যে) বরঃ (বর) গূঢ়ম্ (দুর্জ্ঞেয় আত্মবস্তুর মধ্যে) অনুপ্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করিয়াছে, গহন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আছে), নচিকেতাঃ (নচিকেতা) তস্মাৎ (তাহা হইতে) অন্যম্ (ভিন্ন কিছু) ন বৃণীতে (প্রার্থনা করে না)। ১।১।২৯

তাঁহাদিগের কৃপায় উৎকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ইহা জানিয়াও এবং অপ্সরাদিগের গীতি, ক্রীড়া ও তজ্জন্য সুখ অনিত্য ইহা সুবিদিত হইয়াও দীর্ঘকাল বাঁচিবার জন্য সমুৎসুক হইতে পারে? ১।১।২৮

"হে যমরাজ, যে আত্মার সম্বন্ধে লোকের মনে 'ইহা আছে কিনা' এইরূপ পরলোক-বিষয়ক সংশয় উপস্থিত হয়, যে তত্ত্বের নির্ণয়ে মহৎ প্রয়োজন (অর্থাৎ মুক্তি) সুসাধিত হয়, তাহাই

আমাদিগকে বলুন।" (অতঃপর উপনিষৎ স্বয়ং বলিতেছেন)—অতি দুর্বিজ্ঞেয় বস্তু-অবলম্বনে এই যে বর উপস্থাপিত হইয়াছে, নচিকেতা তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করে না।[১] ১।১।২৯

১ এখানে কেবল নচিকেতার উল্লেখ থাকিলেও উপনিষদের প্রকৃত বক্তব্য এই যে, আত্মজ্ঞানের অধিকারী কেহই অনিত্য বস্তুর কামনা করেন না। এই বাক্যটি আপাততঃ নচিকেতার নিজেরই উক্তি বলিয়া প্রতিভাত হইলেও আচার্য শঙ্করের মতে উহা প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিরই স্বতন্ত্র বচন।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয়বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥ ১

[পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া যম বলিলেন]—শ্রেয়ঃ (নিঃশ্রেয়স, এস্থলে মোক্ষের সাধনবিদ্যা) অন্যৎ ([অবিদ্যা হইতে] পৃথক্), উত (আর) প্রেয়ঃ (প্রিয় স্বর্গাদি ও পশুপুত্রাদি, এস্থলে তৎসাধন অবিদ্যা) অন্যৎ এব (ভিন্নই)। নানা-অর্থে (বিভিন্ন প্রয়োজন-বিশিষ্ট) তে উভে (বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ে) পুরুষম্ (মানুষকে) সিনীতঃ (বদ্ধ করে, অর্থাৎ অধিকারানুযায়ী মুক্তি ও স্বর্গের প্রতি

(যম বলিলেন) "শ্রেয়োমার্গ (প্রেয়োমার্গ হইতে) ভিন্ন, তেমনি প্রেয়োমার্গও (শ্রেয়োমার্গ হইতে) ভিন্ন। (মুক্তি ও স্বর্গাদি এই) বিভিন্ন প্রয়োজন-সম্পাদক উহারা উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে।[১] এই উভয়ের মধ্যে[২] যিনি শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়োমার্গকেই গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। ১।২।১

---

১ যিনি মুক্তি ও স্বর্গ প্রার্থনা করেন তিনি তাহাদের সাধন বিদ্যা ও অবিদ্যায় প্রবৃত্ত হন। এইজন্যই ইহাদিগকে পুরুষের বন্ধনের কারণ বলা হইয়াছে।

২ কারণ একই পুরুষ কর্তৃক উভয়টি যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২

প্রবৃত্ত করে)। তয়োঃ (শ্রেয় ও প্রেয় এই দুইটির মধ্যে) শ্রেয়ঃ আদদানস্য (যিনি শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করেন তাঁহার) সাধু (মঙ্গল) ভবতি (হয়); যঃ (যিনি) প্রেয়ঃ উ (প্রেয়োমার্গই) বৃণীতে (বরণ করেন) অর্থাৎ হীয়তে ([তিনি] পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হন)। ১।২।১

শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ (শ্রেয় এবং প্রেয়, অর্থাৎ মুক্তি ও স্বর্গ, পশু ও পুত্র প্রভৃতি পারলৌকিক ও ইহলৌকিক প্রিয় বস্তু এবং তাহা প্রাপ্তির উপায় বিদ্যা ও অবিদ্যা) মনুষ্যম্ (মানুষকে) এতঃ ([পরস্পর মিলিত হইয়া] প্রাপ্ত হয়, আশ্রয় করে) ধীরঃ (ধীমান্ ব্যক্তি) তৌ (উভয়কে) সম্পরীত্য (সম্যক্ আলোচনা করিয়া) বিবিনক্তি (পৃথক্ করেন); ধীরঃ (যিনি ধৈর্যশালী তিনি) প্রেয়সঃ (প্রিয় হইতে) শ্রেয়ঃ হি অভি-বৃণীতে (শ্রেয় উত্তম বলিয়া তাহাকেই বরণ করেন), মন্দঃ (যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি) যোগ-ক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ যোগ এবং প্রাপ্তের সংরক্ষণরূপ ক্ষেমের জন্য, অর্থাৎ শরীরাদির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য) প্রেয়ঃ (প্রিয় পশুপুত্রাদি) বৃণীতে (বরণ করেন)। ১।২।২

"শ্রেয় এবং প্রেয় (সম্মিলিতভাবে[১]) মানুষকে আশ্রয় করে। ধীমান্ উভয়কে সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া পৃথক্ করেন। যিনি ধীর তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তম বলিয়া জানিয়া তাহাকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি শরীরাদির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রিয় পশুপুত্রাদিরই বরণ করেন। ১।২।২

---

১ মন্দবুদ্ধিদিগের নিকট মিলিত বলিয়া মনে হয়; এইজন্য বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন সম্মিলিতভাবে মানুষকে আশ্রয় করে।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪

নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), সঃ ত্বম্ (সেই তুমি, মৎকর্তৃক বারংবার প্রলোভিত হইয়াও তুমি) প্রিয়ান্ (প্রিয় পুত্রাদি) প্রিয়রূপান্ চ (এবং প্রীতিসম্পাদক অপ্সরা প্রভৃতি) কামান্ (ভোগ্যবস্তু) অভিধ্যায়ন্ (চিন্তা করিয়া, তাহাদের অনিত্যত্ব ও অসারত্ব বিবেচনা করিয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (পরিত্যাগ করিয়াছ); এতাম্ (এই) বিত্তময়ীম্ (ধনবহুল) সৃঙ্কাম্ (গতি, মার্গ), যস্যাম্ (যাহাতে) বহবঃ (অনেক) মনুষ্যাঃ (মানুষ) মজ্জন্তি (মগ্ন হয়, অবসন্ন হয), [তাহা] ন অবাপ্তঃ (অবলম্বন কর নাই)। ১।২।৩

[যাহা] অবিদ্যা (অবিদ্যা, কর্মকাণ্ডে বিহিত প্রেয়োবিষয়িণী) যা চ (এবং যাহা) বিদ্যা (বিদ্যা, মোক্ষ-সাধিকা) ইতি (এইরূপে) জ্ঞাতা ([বিদ্বৎ-সমাজে] পরিচিত)—[মুঃ, ১।১।৪-৫] এতে (এই দুইটি) দূরম্ (অতিশয়) বিপরীতে

"হে নচিকেতা, আমি তোমাকে বারংবার প্রলোভন দেখাইলেও তুমি প্রিয়বস্তু ও সুখোৎপাদক ভোগ্যবিষয়সমূহকে পরীক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়াছ। যে ধনবহুল মার্গে অনেক মনুষ্য নিমগ্ন হয় তাহা তুমি গ্রহণ কর নাই। ১।২।৩

"যাহা অবিদ্যা এবং যাহা বিদ্যা বলিয়া খ্যাত, তাহারা উভয়ে

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৫

(পরস্পর ভিন্ন), বিষূচী (ভিন্নগতি, ভিন্নফলপ্রদ)। নচিকেতসম্ (নচিকেতা তোমাকে) বিদ্যা-অভীপ্সিনম্ (বিদ্যাভিলাষী, শ্রেয়োভাজন) মন্যে (মনে করি), [যেহেতু] ত্বা (তোমাকে) বহবঃ (বহু) কামাঃ (কাম্য বিষয়) ন অলোলুপন্ত (প্রলুব্ধ করে নাই, শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করে নাই)। ১।২।৪

[যাহারা] অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যার মধ্যে) [কাম্যবস্তুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া] বর্তমানাঃ (অবস্থিত), স্বয়ম্ (আমরা নিজেরাই) ধীরাঃ (প্রজ্ঞাবান্, বুদ্ধিমান্), পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ (আপনাদিগকে শাস্ত্রকুশল বলিয়া মনে করে) [সেই সকল] মূঢাঃ (অবিবেকী) দন্দ্রম্যমাণাঃ (অতিশয় কুটিল বিবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া) পরিয়ন্তি (পরিভ্রমণ করে)—যথা (যদ্রূপ) অন্ধেন এব (অন্ধেরই দ্বারা) নীয়মানাঃ (পরিচালিত) অন্ধাঃ (অন্ধগণ) [ভ্রমণ করে]। [অর্থাৎ জরামরণরোগাদি দুঃখে পতিত হয়, কিন্তু মুক্তি পায় না]। [মুঃ, ১।২।৮]। ১।২।৫

অত্যন্ত বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ-পথগামী। নচিকেতা, তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি, কেননা বহু কাম্যবস্তু তোমায় প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। ১।২।৪

"যাহারা অবিদ্যা-পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাদিগকে প্রজ্ঞাবান্ ও শাস্ত্রকুশল বলিয়া অভিমান করে, সেই সকল মূঢ় অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অতিশয় কুটিলগতি সহকারে (দক্ষিণাদি মার্গে) পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ১।২।৫

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭

প্রমাদ্যন্তম্ (প্রমাদকারী, পুত্রাদিতে আসক্তচিত্ত) বিত্তমোহেন (ধনমোহে) মূঢ়ম্ (অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন) বালম্ (অবিবেকীর) প্রতি (প্রতি) সাম্পরায়ঃ (পরলোকপ্রাপ্তির শাস্ত্রীয় সাধন) ন ভাতি (প্রকটিত হয় না); [সে] অয়ম্ লোকঃ (এই দৃশ্যমান ভোগায়তন লোকই [আছে]), পরঃ ([অদৃষ্ট] পরলোক) ন অস্তি (নাই) ইতি (এই প্রকার) মানী (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) পুনঃপুনঃ (বারংবার [জন্মলাভ করিয়া]) মে (আমার) বশম্ (অধীনতা) আপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)। ১।২।৬

[যেহেতু] যঃ (আত্মা) বহুভিঃ (অনেকের পক্ষে) শ্রবণায় অপি (শ্রবণমাত্রের জন্যও) ন লভ্যঃ (সুলভ নহেন), [যেহেতু] যম্ (যাঁহাকে) শৃণ্বন্তঃ অপি (শ্রবণ করিয়াও) বহবঃ (অনেকে) ন বিদ্যুঃ (জানিতে পারে না), [অতএব] অস্য (এই আত্মার) বক্তা (উপদেষ্টা, আচার্য) আশ্চর্যঃ (অদ্ভুতপ্রায়, বিরল), [এবং] কুশলঃ

"সংসারে আসক্তচিত্ত এবং ধনাদিমোহে সমাচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোকসম্বন্ধীয় সাধন প্রতিভাত হয় না। 'কেবল এই দৃশ্যমান লোকই আছে, পরলোক নাই'—এইরূপ মনে করিয়া মানুষ পুনঃপুনঃ আমার (অর্থাৎ মৃত্যুর) অধীনতা প্রাপ্ত হয়। ১।২।৬

"যেহেতু আত্মসম্বন্ধে অনেকে শ্রবণ পর্যন্ত করিতে পায় না,

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো, বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮

(নিপুণ ব্যক্তিই) লব্ধা (আত্মজ্ঞানবান্ হন); [কেননা] কুশল-অনুশিষ্টঃ (নিপুণ আচার্যকর্তৃক উপদিষ্ট) আশ্চর্যঃ (বিরল কেহ, কোনও বিশেষ অধিকারীই) জ্ঞাতা (জ্ঞানবান্ হন)। [গীতা, ২।২৯]। ১।২।৭

অবরেণ (হীন, প্রাকৃতবুদ্ধি) নরেণ (মানুষকর্তৃক) প্রোক্তঃ (উপদিষ্ট) এষঃ (এই আত্মা) সুবিজ্ঞেয়ঃ (উত্তমরূপে জ্ঞানগোচর) ন (হন না), [যেহেতু ইনি] বহুধা ([অস্তি-নাস্তি, কর্তা-অকর্তা, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ইত্যাদি] বহুবিধ-রূপে) চিন্ত্যমানঃ (চিন্তার বিষয় হন)। অনন্য-প্রোক্তে (প্রতিপাদ্য আত্মার সহিত নিজের অভেদ-দর্শনকারী আচার্যকর্তৃক আত্মা উপদিষ্ট হইলে) অত্র (এই আত্মবিষয়ে) গতিঃ (অস্তি-নাস্তি প্রভৃতি সংশয়ের গতি) ন অস্তি (থাকে না) [অথবা অনন্যপ্রোক্তে =অভিন্ন আত্মা উপদিষ্ট হইলে, অত্র=আত্মাতে, গতিঃ নাস্তি='আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও অবগতি অবশিষ্ট থাকে না, কিংবা অত্র=এই জগতে, গতিঃ=সাংসারগতি, নাস্তি=হয় না] [অন্যথা] অণু-প্রমাণাৎ ([বুদ্ধিসহায়ে তাঁহাকে] অতি সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিলেও [তিনি অপরের দ্বারা] তদপেক্ষা) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর [বলিয়া প্রমাণিত হন]), হি (কেন না), [আত্মা] অতর্ক্যম্ (=অতর্ক্যঃ, তর্কের অতীত)। ১।২।৮

এবং শ্রবণ করিয়াও অনেকে তৎসম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না; অতএব সেই আত্মার উপদেষ্টা অতি বিরল এবং অনুভবকারীও সুনিপুণ; কেননা নিপুণ আচার্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিরল কেহ কেহ মাত্রই তাঁহাকে জ্ঞাত হন। ১।২।৭

"প্রাকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন কেহ আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেও, উক্ত আত্মা সম্যক্‌প্রকারে জ্ঞাত হন না, কেননা তিনি (তাহাদের

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥ ৯

প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম), যাম্ (যে আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি) ত্বম্ (তুমি) আপঃ (প্রাপ্ত হইয়াছ) এষা (এই) মতিঃ (জ্ঞান) তর্কেণ (তর্কের দ্বারা) ন আপনেয়া (পাওয়া যায় না)। অন্যেন এব (তার্কিক হইতে ভিন্ন শাস্ত্রার্থদর্শীর দ্বারাই) প্রোক্তা (প্রকৃষ্টরূপে উপদিষ্ট হইলে) [ঐ মতি] সুজ্ঞানায় (সাক্ষাৎকারের কারণ হয়)। নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), সত্য-ধৃতিঃ বত অসি (তুমি বস্তুতই পরমার্থ-বিষয়ে ধারণাবান হইয়াছ) —নঃ (আমাদের নিকট) প্রষ্টা (প্রশ্নকারী, জিজ্ঞাসু) ত্বাদৃক্ (তোমার ন্যায়] ভূয়াৎ (হউক)। ১।২।৯

নিকট) নানারূপ বিকল্পের বিষয় হইয়া থাকেন। অভেদদর্শী জীবন্মুক্ত আচার্য উপদেশ প্রদান করিলে আত্মার সম্বন্ধে সকল সংশয়ের অবসান হয়। (তর্কের দ্বারা) আত্মাকে সূক্ষ্ম বলিয়া প্রমাণ করিলে তিনি তদপেক্ষাও অণুতর বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারেন, কেননা বস্তুতঃ তিনি তর্কাতীত[১]। ১।২।৮

“হে প্রিয়তম, তোমার যে সদ্বুদ্ধি হইয়াছে, তাহা তর্কের দ্বারা লভ্য নহে। তাকিক হইতে ভিন্ন কোনও জ্ঞানী আচার্য-কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে ঐ মতি সাক্ষাৎকারের কারণ হয়। হে নচিকেতা, তোমার বস্তুতই পরমার্থবিষয়ে ধারণা হইয়াছে। তোমারই সদৃশ জিজ্ঞাসু যেন আমাদের নিকট আসে। ১।২।৯

১ ব্রঃ সূঃ, ২।১।১১

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১

শেবধিঃ (নিধি, কর্মফল) অনিত্যম্ (=অনিত্যঃ, অনিত্য) হি (কেননা) অধ্রুবৈঃ (অনিত্য দ্রব্যসমূহদ্বারা) তৎ (সেই) ধ্রুবম্ (পরাত্মাখ্য নিত্য ধন) ন প্রাপ্যতে (লব্ধ হয় না)—ইতি (ইহা) হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) জানামি (অবগত আছি) ততঃ (সুতরাং, জানিয়া শুনিয়াও) ময়া (মৎকর্তৃক) অনিত্যৈঃ (অনিত্য) দ্রব্যৈঃ (পশু প্রভৃতির দ্বারা) নাচিকেতঃ (নাচিকেত নামক) অগ্নিঃ ([স্বর্গসুখপ্রদ] অগ্নি) চিতঃ (চয়ন করা হইয়াছে), [তদ্দ্বারা] নিত্যম্ ([আপেক্ষিক] নিত্য [যমপদ]) প্রাপ্তবান্ অস্মি (প্রাপ্ত হইয়াছি)। [তুমি আমাপেক্ষাও বুদ্ধিমান্, কেননা প্রলোভিত হইয়াও উক্ত চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছ]। ১।২।১০

নচিকেতঃ (হে নচিকেতঃ), [যাহাতে] কামস্য (বাসনার) আপ্তিম্ (সমাপ্তি হয়

"আমি উহা অবগত আছি যে, কর্মফলস্বরূপ সম্পদ্ অনিত্য ; কেন না (কর্মের জন্য ব্যবহৃত) অনিত্য দ্রব্যের দ্বারা সেই ধ্রুব বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। অতএব আমি জানিয়া শুনিয়াও অনিত্য দ্রব্যের সাহায্যে নাচিকেত নামক অগ্নি চয়ন করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা (আপেক্ষিক অর্থাৎ যতক্ষণ সংসার আছে ততক্ষণ স্থায়ী) নিত্যকে (অর্থাৎ যমপদকে) পাইয়াছি। ১।২।১০

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২

তাহাকে), জগতঃ (অধ্যাত্ম. অধিভূত ও অধিদৈব সমস্ত বস্তুর) প্রতিষ্ঠাম্ (আশ্রয়কে) ক্রতোঃ (যজ্ঞ-ফলের) অনন্তাম্ (=আনন্ত্যাম্, হিরণ্যগর্ভ-পদকে), অভয়স্য ([আপেক্ষিক] অভয়ের) পারম্ (পরাকাষ্ঠাকে), স্তোম-মহৎ (প্রশংসার্হ ও অণিমাদি ঐশ্বর্যে মহীয়ান্) উরুগায়ম্ (বিস্তীর্ণ, অনেককাল স্থায়ী) প্রতিষ্ঠাম্ (অবস্থিতিকে) ধৃত্যা (ধৈর্য-সহকারে) দৃষ্ট্বা (বুদ্ধিপূর্বক বিচার করিয়া) ধীরঃ (ধীমান্ হইয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (বর্জন করিয়াছ)। ১।২।১১

[তুমি যাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ] তম্ (সেই) গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টম্ (দুর্জ্ঞেয়রূপে অবস্থিত, প্রাকৃত বিষয়বুদ্ধিদ্বারা প্রচ্ছন্ন), গুহা-হিতম্ (হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত ও উপলব্ধব্য), [অতএব] গহ্বরেষ্ঠম্ (বাসনাদি অনর্থবহুল শরীরে স্থিত), [সুতরাং] দুর্দর্শম্

"হে নচিকেতা, তুমি কাম্যবিষয়ে চরম উৎকর্ষ, জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্তফলস্বরূপ, স্তবনীয়, মহৎ ও বিশাল হিরণ্যগর্ভপদরূপ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ধৈর্যসহকারে বিচার করিয়া বুদ্ধিমত্তা লাভ করিয়াছ এবং উহা পরিত্যাগ করিয়াছ। ১।২।১১

"দুর্জ্ঞেয়রূপে অবস্থিত, হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত ও অনর্থবহুল শরীরে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া যে আত্মাকে অতি কষ্টে অনুভব করিতে পারা যায়, ধীর ব্যক্তি[1] সেই সনাতন ও স্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগসহায়ে[2] সাক্ষাৎ করিয়া সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হন। ১।২।১২

১ অর্থাৎ শ্রবণ-মননকারী।

২ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন-সহায়ে।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥ ১৩

(দুঃখে উপলব্ধব্য) পুরাণম্ (পুরাতন, সনাতন) দেবম্ (স্বপ্রকাশ আত্মাকে) ধীরঃ (ধীমান্ ব্যক্তি) অধ্যাত্ম-যোগ-অধিগমেন (পরমাত্মায় মন সমাধানপূর্বক) মত্বা (সাক্ষাৎ করিয়া) হর্ষ-শোকৌ (সুখদুঃখ) জহাতি (পরিত্যাগ করেন)। ১।২।১২

মর্ত্যঃ (মানুষ) এতৎ (এই আত্মতত্ত্ব) শ্রুত্বা (আচার্যসকাশে শ্রবণ করিয়া) সম্পরিগৃহ্য (সম্যক্‌প্রকারে [আত্মভাবে] গ্রহণ করিয়া) ধর্ম্যম্ (ধর্মানুমোদিত বস্তুকে) প্রবৃহ্য (শরীরাদি হইতে পৃথক্ করিয়া) অণুম্ (সূক্ষ্ম, দুরধিগম) এতম্ (এই আত্মাকে) আপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) সঃ (সেই মানুষ) মোদনীয়ম্ হি (হর্ষের কারণ-স্বরূপকেই) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) মোদতে (আনন্দ উপভোগ করে)। নচিকেতসম্ (নচিকেতার প্রতি) সদ্ম ([ব্রহ্মরূপ] ভবন) বিবৃতম (উন্মুক্ত-দ্বার বলিয়া) মন্যে (মনে করি)। ১।২।১৩

"মানুষ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এবং ('আমিই আত্মা' এই ভাবে) তাঁহাকে সম্যক্ গ্রহণ করিয়া, তৎপরে ধর্মসহায়ে[১] লভ্য ইঁহাকে (দেহাদি হইতে) পৃথক্ করিয়া থাকে[২] এবং তাহার ফলে সূক্ষ্ম এই আত্মাকেই লাভ করে।[৩] এই আনন্দের আকরকে লাভ করিয়া সে আনন্দই উপভোগ করে। আমি মনে করি যে, নচিকেতার প্রতি ব্রহ্মরূপ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।" ১।২।১৩

১ "তত্ত্বজ্ঞানই উত্তম ধর্ম।" (গীতা, ৯।২ দ্রষ্টব্য)

২ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন অবলম্বন করে।

৩ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করে।

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ ॥ ১৫

[নচিকেতা বলিলেন—আপনি আমায় যখন উপযুক্ত মনে করেন এবং আপনি যখন তুষ্ট হইয়াছেন সুতরাং] ধর্মাৎ (শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি হইতে) অন্যত্র (পৃথক্‌ভূত), অধর্মাৎ (অধর্ম হইতে) অন্যত্র (ভিন্ন), অস্মাৎ (এই) কৃত-অকৃতাৎ (কার্য ও কারণ হইতে) অন্যত্র (পৃথক্), ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ (অতীত ও ভবিষ্যৎ [এবং বর্তমান] হইতে) অন্যত্র (পৃথক্) যৎ তৎ (সেই যে বস্তু) পশ্যসি (প্রত্যক্ষ করিতেছেন), তৎ (তাহা) বদ ([আমায়] বলুন)। ১।২।১৪

[যম বলিলেন]—সর্বে (সকল) বেদাঃ (বেদ-সমূহ, অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহ) যৎ (যে) পদম্ (গম্যবস্তু) আমনন্তি (অবিরুদ্ধভাবে ও সুচারুরূপে প্রতিপাদন করেন), চ (এবং) সর্বাণি (সকল) তপাংসি (তপস্যা, কর্মরাশি) যৎ বদন্তি (যাঁহা বলে, অর্থাৎ যাঁহার প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ হয়), যৎ (যাঁহা) ইচ্ছন্তঃ (অভিলাষ করিয়া) ব্রহ্মচর্যম্

(নচিকেতা বলিলেন) "ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম হইতে ভিন্ন, এই কার্য ও কারণ হইতেও পৃথক্ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হইতেও ভিন্ন বলিয়া যে বস্তুকে[১] আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাই আমায় বলুন।" ১।২।১৪

(যম বলিলেন) "বেদসমূহ একবাক্যে যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্মরাশি যাঁহার প্রাপ্তির সহায় এবং

১ ১।১।২০ দ্রষ্টব্য। এখানেও তাহাই প্রার্থনীয়

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্‌।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬

(গুরুগৃহে বাস বা ব্রহ্মচর্য) চরন্তি (আচরণ করেন), তে (তোমায়) তৎ (সেই) পদম্‌ (ঈপ্সিত বস্তু) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) ব্রবীমি (বলিতেছি)—এতৎ (ইঁহা) ওম্‌ ইতি (ওম্‌ এই শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার ইঁহাব প্রতীক)। ১।২।১৫

হি ([যেহেতু ওঙ্কার ব্রহ্মের বাচক ও প্রতীক] অতএব) এতৎ (এই) অক্ষরম্‌ (অক্ষর, শব্দ) ব্রহ্ম এব ([কার্য বা অপর] ব্রহ্মই), হি (অতএব) এতৎ (এই)

যাঁহার কামনায় লোকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, আমি তোমায় সেই প্রাপ্যবস্তুর সম্বন্ধেই উপদেশ করিতেছি—ইঁহা ওম্‌ (শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার ইঁহার প্রতীক[১])। ১।২।১৫

"অতএব এই ওঙ্কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়াত্মক।[২]

১ মুঃ, ২।২।৩ দ্রষ্টব্য। ওঁ এই শব্দটি ব্রহ্মের নাম বা বাচক; অর্থাৎ ওম্‌-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। আবার উহা তাঁহার প্রতীক; অর্থাৎ শালগ্রাম অবলম্বনে যেরূপ বিষ্ণুর পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ ওঙ্কারাবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। উত্তমাধিকারী অবলম্বনব্যতিরেকেও ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে পারেন, মধ্যমাধিকারী ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্মকে "ওঙ্কারোপাধিক ব্রহ্মই আমি" এইরূপে উপাসনা করিতে পারেন এবং মন্দাধিকারী ওঙ্কারকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিতে পারেন। গীতা, ৮।১১, ১৩ দ্রষ্টব্য। তৈ, ১।৮ ; বৃঃ ভাষ্য, ৫।১।১ দ্রষ্টব্য।

২ পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম। অপরব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, ইঁহার নামান্তর কার্যব্রহ্ম। প্রঃ, ৫।২

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭

অক্ষরম্ (ওঁকার) পরম্ এব (পরব্রহ্মই)। এতৎ অক্ষরম্ জ্ঞাত্বা (ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া) যঃ (যিনি) যৎ (যাহা—পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন) তস্য (তাঁহার) তৎ হি (তাহাই) [হইয়া থাকে]। ১।২।১৬

এতৎ (এই ওঙ্কাররূপ) আলম্বনম্ ([ব্রহ্মপ্রাপ্তির] আশ্রয়) শ্রেষ্ঠম্ (সর্বপ্রধান), এতৎ আলম্বনম্ পরম্ (পরব্রহ্মবিষয়ক এবং [অপরব্রহ্মবিষয়ক]); এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা (জানিয়া বা উপাসনা করিয়া) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) মহীয়তে (মহীয়ান্ হন) [অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পূজ্য হন]। ১।২।১৭

এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই (অর্থাৎ অপরব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা পরব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়া থাকে[১]। ১।২।১৬

"ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই উভয়-বিষয়ক। এই আলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন। ১।২।১৭

১ ওঁ শব্দটি পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম উভয়েরই বাচক এবং প্রতীক। ওঙ্কারাবলম্বনে পরব্রহ্মের ধ্যান করিলে ক্রমে পরব্রহ্ম জ্ঞাত হন এবং ঐরূপে অপরব্রহ্মের ধ্যান করিলে অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য নহেন, কেননা তিনি সাধকেরই আত্মস্বরূপ উপাধিবিনাশে পরব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্-
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

[মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর উপাসনার জন্য ব্রহ্মের প্রতীক ও বাচকরূপে ওঙ্কারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; এখন ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে]—বিপশ্চিৎ (অবিলুপ্ত-চৈতন্য, সর্বজ্ঞ) ন জায়তে (জাত হন না) বা (কিংবা) ন ম্রিয়তে (বিনষ্ট হন না) ; অয়ম্ (এই আত্মা) কুতঃ চিৎ (কোনও কারণান্তর হইতে) ন [বভূব] (হন নাই), ন কঃ চিৎ বভূব ([আত্মা হইতেও] কোনও বস্তু উৎপন্ন হয় নাই) ; অয়ম্ (এই আত্মা) অজঃ (জন্ম-রহিত), নিত্যঃ শাশ্বতঃ (ক্ষয়রহিত) পুরাণঃ (পুরাতন হইয়াও নূতন, বৃদ্ধিবর্জিত) ; শরীরে (দেহ) হন্যমানে ([শস্ত্রাদি দ্বারা] নিহত হইলেও) ন হন্যতে (নিহত বা হিংসিত হন না)। ১।২।১৮

"ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এই আত্মা কারণান্তর হইতে উদ্ভূত হন নাই, ইঁহা হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় নাই। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নিহত হইলেও তাঁহার নাশ হয় না[১]। ১।২।১৮

"হননকারী যদি মনে করে যে, (আত্মাকে) হত্যা করিব, বা

১ গীতা, ২।১৫-২০, শ্বেঃ, ৩।২১ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মের জন্ম-মৃত্যু-নিষেধের দ্বারা তিনিই যে নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা ইহাই বলা হইল। কঃ, ১।১।২০ মন্ত্রে

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০

চেৎ (যদি) হন্তা (হননকারী) হন্তুম্ (হনন করিতে) মন্যতে (অভিপ্রায় করে) হতঃ ([আর] হত ব্যক্তি) চেৎ (যদি) হতম্ ([আত্মাকে] হত) মন্যতে (মনে করে) [তাহা হইলে) তৌ উভৌ (তাহারা উভয়ে) ন বিজানীতঃ (আত্মজ্ঞান-হীন), [কেন না] অয়ম্ (এই আত্মা) ন হন্তি (কাহাকেও হত্যা করেন না) ন হন্যতে (স্বয়ং নিহত হন না) [অর্থাৎ উহা ধর্মাধর্মের অতীত এবং অবিকারী]। ১।২।১৯

অণোঃ (অতি সূক্ষ্মবস্তু হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর), মহতঃ (বিশাল পৃথিব্যাদি হইতে) মহীয়ান্ (বিশালতর) আত্মা (আত্মা) অস্য (এই) জন্তোঃ (জীবের) গুহায়াম্ (হৃদয়গুহায়) নিহিতঃ (জীবাত্মারূপে অবস্থিত)। ধাতুপ্রসাদাৎ (ধাতুসমূহ অর্থাৎ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ, বিশুদ্ধ হইলে) অক্রতুঃ (নিষ্কাম ব্যক্তি) আত্মনঃ (আত্মার)

হত ব্যক্তি যদি মনে করে যে আমি হত হইয়াছি, তবে তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। কেন না উক্ত আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না, কিংবা নিজেও হত হন না। ১।২।১৯

"সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হইতে বিশালতর[১] এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। অন্তঃকরণাদি বিশুদ্ধ হইলে নিষ্কাম ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া শোকাতীত হন। ১।২।২০

মরণ-নিমিত্ত নাস্তিত্বাশঙ্কা হইয়াছিল। এখানে মরণ নাই বলাতে ঐ মন্ত্রোক্ত অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্নের উত্তর হইল।

১। উপাধি-ভেদবশতঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, বিশাল, বিশালতর ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়। শ্বেঃ, ৩।২০ দ্রষ্টব্য।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১
অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২

তম্ (সেই) মহিমানম্ (মহিমা, ক্ষয়বৃদ্ধি-রাহিত্য) পশ্যতি (দর্শন করেন, "আমিই সেই আত্মা" এইরূপ অনুভব করেন) [এবং তজ্জন্য] বীতশোকঃ (শোকাতীত হন)। ১।২।২০

[আত্মা] আসীনঃ (উপবিষ্ট [কূটস্থ-সাক্ষিরূপে অচল থাকিয়াও]) দূরম্ ব্রজতি (দূরে গমন করেন [চিত্তবৃত্তি প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বিতরূপে সচল হন]); শয়ানঃ (সুষুপ্তিকালে উপরতক্রিয় হইয়াও) [সামান্য-জ্ঞানরূপে যেন] সর্বতঃ (সর্বত্র) যাতি (গমন করেন); তম্ (সেই) মদ-অমদম্ (হর্ষযুক্ত ও হর্ষবিযুক্ত) দেবম্ (প্রকাশবান্ আত্মাকে) মৎ-অন্যঃ (আমাদের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি জ্ঞানী ব্যতীত অপর) কঃ (কে) জ্ঞাতুম্ (জানিতে) অর্হতি (সমর্থ হয়)? ১।২।২১

[আত্মজ্ঞানের ফল বলিতেছেন]—শরীরেষু (বিভিন্ন দেহে) অশরীরম্ (দেহ-বিহীন) অনবস্থেষু (অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে) অবস্থিতম্ (নিত্য, অবিকৃত), মহান্তম্ (সুবিপুল), বিভুম্ (সর্বব্যাপী) আত্মানম্ (আত্মাকে) মত্বা ("আমিই

"(আত্মা) উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করেন; সেই সুখদুঃখান্বিত[১] স্বপ্রকাশ আত্মাকে আমাদের ন্যায় বিবেকী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কে জানিতে পারে? ১।২।২১

"বিভিন্ন দেহে অশরীরিরূপে বর্তমান এবং অনিত্যবস্তুর মধ্যে নিত্যরূপে বিরাজমান সেই সুবিশাল ও সর্বব্যাপী আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া ধীমান ব্যক্তি শোকহীন হন। ১।২।২২

---

১ বিরুদ্ধ উপাধিধর্মবিশিষ্ট বলিয়া অজ্ঞানীর নিকট নানাবিরুদ্ধ-ধর্মবান বলিয়া প্রতীত হন। ঈঃ, ৪ দ্রষ্টব্য।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ ২৩
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪

সেই" এইরূপ সাক্ষাৎ করিয়া) ধীরঃ (ধীমান্, আত্মবিদ্) ন শোচতি (শোক করেন না, শোকাতীত হন)। ১।২।২২

[আত্মজ্ঞানের উপায় কথিত হইতেছে]—অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) প্রবচনেন (বহু বেদ আয়ত্ত করার দ্বারা) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য, জ্ঞেয় নহেন) ন মেধয়া (গ্রন্থার্থ-অবধারণের শক্তিদ্বারাও নহে), বহুনা (অনেক) শ্রুতেন (শাস্ত্র- [কেবল] শ্রবণের দ্বারাও) ন (নহে)। [কিরূপে তবে লভ্য হন?—অন্তর্যামিরূপে বা আচার্যরূপে অবস্থিত] এষঃ (এই আত্মা) যম্ এব (যাহাকেই, যে সাধককেই) বৃণুতে (অনুগ্রহ করেন) তেন (সেই অনুগৃহীত ও অভেদানুসন্ধানকারী সাধকের দ্বারা) লভ্যঃ (জ্ঞেয় হন)। তস্য (সেই আত্মকামীর সকাশে) এষঃ আত্মা (এই আত্মা) স্বাম্ (স্বীয়) তনূম্ (পারমার্থিক স্বরূপ) বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন)। [মুঃ, ৩।২।৩]। ১।২।২৩

দুঃ-চরিতাৎ (পাপাচরণ হইতে) অবিরতঃ (অনিবৃত্ত), অশান্তঃ (ইন্দ্রিয়ের

"এই আত্মাকে বহু বেদ আয়ত্ত করার ফলে, অথবা ধারণাশক্তি-সহায়ে, কিংবা বহুশাস্ত্রশ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না।[১] যাঁহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ করেন, তিনি ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারই সকাশে এই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন। ১।২।২৩

১ অর্থাৎ প্রবচনাদির অতিরিক্ত অপর একটি জিনিস প্রয়োজন—উহা ভগবানের অনুগ্রহ।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ ২৫

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী॥

বিষয়-প্রবণতা হইতে অনুপরত), অসমাহিতঃ (চিত্ত-সমাধান-শূন্য) বা অপি অশান্তমানসঃ (অথবা [সমাধির ফল অণিমাদি-লাভার্থে] অস্থির) [ব্যক্তি] এনম্ (এই আত্মাকে) প্রজ্ঞানেন (জ্ঞানের দ্বারা) ন আপ্নুয়াৎ (লাভ করিতে পারে না)। ১।২।২৪

যস্য (যে পরমাত্মার) ব্রহ্ম চ ক্ষত্রম্ চ (সর্বধর্মবিধারক ব্রাহ্মণ ও সর্বধর্মরক্ষক ক্ষত্রিয়) উভে (উভয়ই) ওদনঃ (অন্ন) ভবতঃ (হন), মৃত্যুঃ (সর্বসংহারক যম) যস্য (যাঁহার) উপসেচনম্ ([অন্নের] উপকরণ [শাকাদি]) সঃ (সেই আত্মা) যত্র ([স্বমহিমায় সর্বভোক্তারূপে] যেখানে অবস্থিত তাহা) কঃ (কে, কোন্ সাধারণ-বুদ্ধি মানব) ইত্থা (এইরূপে [যথোক্ত জ্ঞানীর ন্যায়]) বেদ (জানে) ? ১।২।২৫

"যে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-লোলুপতা হইতে বিরত হয় নাই, একাগ্রচিত্ত হয় নাই, কিংবা সমাধির ফললাভ-বিষয়ে (অণিমাদিলাভার্থে) ব্যাকুল হয়, সে এই আত্মাকে প্রজ্ঞান-সহায়ে লাভ করিতে পারে না[১]। ১।২।২৪

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই যাঁহার অন্নস্থানীয় এবং মৃত্যু যাঁহার শাকাদি-স্থানীয়[২], সেই পরমাত্মা যেখানে অবস্থিত, তাহা কে এবম্প্রকারে (অর্থাৎ যথোক্ত জ্ঞানীর ন্যায়) জানিতে পারে ?" ১।২।২৫

১ অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রের ইহাই সুনিশ্চিত অর্থ যে, পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে ; নতুবা প্রজ্ঞান হইবে না এবং আত্মলাভও হইবে না।

২ প্রলয়কালে যিনি আপনাতে নিখিল-বিকারী জগৎকে উপসংহৃত করেন।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয়বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১

[১।২।৪ মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যার ফল উপন্যস্ত হইয়াছে; তাহাই রথরূপকের সহায়ে ১।৩।৩-৯ মন্ত্রে নিরূপিত করার জন্য ভূমিকা করা হইতেছে]—সুকৃতস্য (স্বকৃত কর্মের) ঋতম্ (সত্য, অবশ্যম্ভাবী ফল) পিবন্তৌ (পানকারী, ভোগকারী যে দুই জন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা) লোকে (ভোগায়তন শরীরমধ্যে) পরমে (উত্তম) পর-অর্ধে (পরব্রহ্মের উপলব্ধি-স্থান) গুহাম্ (=গুহায়াম্, বুদ্ধিতে) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট আছেন) [তাঁহাদিগকে] ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞগণ) যে চ (এবং যাঁহারা) পঞ্চ-অগ্নয়ঃ (গৃহস্থ) [ও] ত্রিণাচিকেতাঃ (যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন) [তাঁহারা] ছায়া-আতপৌ (অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ) বদন্তি (বলিয়া থাকেন)। ১।৩।১

নিজ কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগকারী যে দুইজন পুরুষ[১] ভোগায়তন এই শরীরের মধ্যে পরব্রহ্মের উত্তম উপলব্ধিস্থান বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট আছেন,

১ অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর। এখানে ফলভোগকারী মাত্র জীব, কিন্তু ঈশ্বরকেও ছত্রিন্যায়ে কর্মফল-ভোক্তা বলা হইল। দলের অনেকের ছত্র থাকিলে যেরূপ বলিতে পারা যায় যে, ছত্রধারীরা যাইতেছে, সেইরূপ একজন অর্থাৎ জীব ভোক্তা হইলেও তাহার সান্নিধ্যবশতঃ পরমাত্মাকেও কর্মফল-ভোক্তা বলা হইল।

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩

যঃ (যে বিরাটরূপ অগ্নি) ঈজানানাম্ (যজ্ঞকারিগণের) সেতুঃ (সেতুস্বরূপ, দুঃখ-অতিক্রমের উপায়) নাচিকেতম্ (সেই নাচিকেত অগ্নিকে) শকেমহি ([জানিতে এবং চয়ন করিতে] [আমি] সমর্থ হইয়াছি), [এবং] অভয়ম্ পারম্ (সংসার-সাগরের অভয় পারে) তিতীর্ষতাম্ (উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের নিকট) যৎ (যাহা) অক্ষরম্ (বিকারবিহীন) পরম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) [তাহাও জানিতে সমর্থ হইয়াছি]। ১।৩।২

আত্মানম্ (কর্মফল-ভোক্তা আত্মাকে) রথিনম্ (রথস্বামী) বিদ্ধি (জানিবে),

তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ এবং অপর যাঁহারা পঞ্চাগ্নিক[১] কিংবা ত্রিণাচিকেত তাঁহারাও, আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর-বিলক্ষণ বলিয়া থাকেন। ১।৩।১

যে বিরাট্-রূপ অগ্নি যজ্ঞকারিগণের (দুঃখ-অতিক্রমণের) সেতুস্বরূপ সেই নাচিকেত অগ্নিকে, এবং সংসারসাগরের ভয়শূন্য পারে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট যিনি অক্ষর পরব্রহ্ম তাঁহাকেও, আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি। ১।৩।২

১ পঞ্চাগ্নি=গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, সভ্য ও আবসথ্য। এই সকল অগ্নিতে গৃহস্থগণ যজ্ঞ করিতেন। অথবা পঞ্চাগ্নি=দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী। অগ্নিস্থানীয় এই সকলে ক্রমান্বয়ে হুত হইয়া জীব সংসারে জাত হয়। গৃহস্থ এই অগ্নিসমূহের উপাসনা করিতেন। বৃঃ, ৬।২।৯-১৩

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫

তু (কিন্তু) শরীরম্ (দেহকে) রথম্ এব (রথ বলিয়াই [জানিবে]), তু বুদ্ধিম্ (বুদ্ধিকে) সারথিম্ (রথচালক) বিদ্ধি (জানিবে) চ (এবং) মনঃ (মনকে) প্রগ্রহম্ এব (বল্গা, লাগাম বলিয়া [জানিবে])। ১।৩।৩

ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে) হয়ান্ (অশ্বসমূহ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), তেষু (সেই সকল ইন্দ্রিয়াদিতে গৃহীত) বিষয়ান্ (ভোগ্যবিষয়সমূহকে) গোচরান্ (ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গমনের পথ) [বলিয়া থাকেন], আত্মা-ইন্দ্রিয়-মনঃ-যুক্তম্ (শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন-সংযুক্ত আত্মাকে) মনীষিণঃ (বিবেকিগণ) ভোক্তা ইতি (ভোগকর্তারূপে) আহুঃ (বলেন)। ১।৩।৪

তু (কিন্তু) যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) অযুক্তেন (অসমাহিত) মনসা সদা ([লাগামস্থানীয়] মনের সহিত সর্বদা যুক্ত হইয়া) অবিজ্ঞানবান্ (অনিপুণ, [প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ে] অবিবেকী) ভবতি (হয়) তস্য (তাহার [সহিত সংযুক্ত]) ইন্দ্রিয়াণি

জীবাত্মাকে রথস্বামী ও শরীরকেই রথ বলিয়া জানিবে; বুদ্ধিকে রথচালক ও মনকেই লাগাম বলিয়া জানিবে। ১।৩।৩

জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে অশ্বগণের গমনের পথ বলিয়া থাকেন; (তাঁহারা) শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন-সংযুক্ত জীবাত্মাকেই ভোগকর্তা বলিয়া থাকেন। ১।৩।৪

কিন্তু যে বুদ্ধি অসমাহিত মনের সহিত সর্বদা যুক্ত থাকায় বিবেকহীন হয়, তাহার (সহিত সংযুক্ত) ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির দুষ্ট অশ্বেরই ন্যায় দুর্দমনীয় হয়। ১।৩।৫

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৬
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥ ৭

(ইন্দ্রিয়সমূহ) সারথেঃ (রথ-চালকের) দুষ্ট-অশ্বাঃ ইব (অসংযত অশ্বের ন্যায়) অবশ্যানি (দুর্দমনীয় হইয়া থাকে)। ১।৩।৫

তু (পরন্তু) যঃ (যে বুদ্ধি-সারথি) সদা (সর্বদা) যুক্তেন মনসা (সমাহিত মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া) বিজ্ঞানবান্ ([প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ে] বিবেকবান্) ভবতি (হয়), তস্য (তাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সারথেঃ (রথচালকের) সদশ্বাঃ ইব (সুসংযত অশ্বসমূহের ন্যায়) বশ্যানি (আজ্ঞাধীন থাকে)। ১।৩।৬

তু (পরন্তু) যঃ (যে বুদ্ধি-সারথি) সদা (সর্বদা) অমনস্কঃ (অসংযতমনা) অবিজ্ঞানবান্ (অবিবেকী) অশুচিঃ (অপবিত্র, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র) ভবতি, [সেই

পরন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা সমাহিত মনের সহিত যুক্ত থাকায় বিবেকবান্ হয়, তাহার (সহিত সংযুক্ত) ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির সুসংযত অশ্বসমূহের ন্যায় আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। ১।৩।৬

কিন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা অসমাহিত মনের সহিত সংযুক্ত, অবিবেকী ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র,[১] সেই বুদ্ধির সাহায্যে[২] উক্ত রথী মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় না ; পরন্তু জন্মমরণরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। ১।৩।৭

১ অসংযত মনের সহিত যুক্ত থাকিলে তৎসংসৃষ্ট বুদ্ধিও কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞানশূন্য হয় এবং ইহার ফলে সে ইন্দ্রিয়গুলিরই অধীন হইয়া পড়ে। ইহাতে পাপের উদয় হয়। এই অবস্থাকে মূলে 'অশুচি' বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

২ মূলস্থ 'সঃ' শব্দের অর্থ 'সেই বুদ্ধি' বলিলে আপত্তি এই যে—বুদ্ধি জড়,

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ ৮
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৯

বুদ্ধি-সাহায্যে] সঃ (সেই রথী) তৎ পদম্ (সেই কৈবল্যাখ্য পরম পদ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না), চ (অধিকন্তু) সংসারম্ (জন্মমরণরূপ সংসারগতি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)। ১।৩।৭

তু (কিন্তু) যঃ (যে রথী) বিজ্ঞানবান্ (কর্তব্যাকর্তব্যাবিবেক-বিশিষ্ট বুদ্ধি-সারথির সহিত সংযুক্ত), সমনস্কঃ (সংযতমনা), সদা (সর্বদা) শুচিঃ (পবিত্র, স্বচ্ছান্তঃকরণ) ভবতি (হন), সঃ (তিনি) তু (কিন্তু) তৎ পদম্ (সেই পরম পদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যস্মাৎ (যে পদ হইতে [বিচ্যুত হইয়া]) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন জায়তে ([কেহ] জন্মগ্রহণ করে না)। ১।৩।৮

যঃ তু (এবং যে) নরঃ (মানুষ) বিজ্ঞান-সারথিঃ (বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথির সহিত যুক্ত) মনঃপ্রগ্রহবান্ ([ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা] বল্গাস্থানীয় মন যাঁহার অধীন) সঃ (তিনি) অধ্বনঃ (সংসারমার্গের) পারম্ (পরপার) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), তৎ (উক্ত প্রাপ্তব্য বস্তু) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) পরমম্ (সর্বোত্তম) পদম্ (অধিষ্ঠান) [অথবা

কিন্তু যিনি বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথির সহিত যুক্ত এবং সংযতমনা ও সর্বদা পবিত্র, তিনি সেই পদই প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে পুনর্জন্ম হয় না। ১।৩।৮

অধিকন্তু যে মানুষের বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথি আছে এবং বল্গাস্থানীয়

সে পরমাত্মাকে কিরূপে লাভ করিবে? সুতরাং 'বুদ্ধির সাহায্যে সেই রথী' এইরূপ অর্থ করিতে হইল। পরবর্তী শ্লোকেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০

"রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ ষষ্ঠী ঔপচারিকী।" বিষ্ণোঃ পরমম্ পদম্=ব্যাপক সর্বোত্তম বিষ্ণুপদ]। ১।৩।৯

[ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতার তারতম্যক্রমে প্রত্যগাত্মার অধিগমের জন্য ১০ম ও ১১শ মন্ত্র বলা হইতেছে] হি (নিশ্চয়ই) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) অর্থাঃ (বিষয়সমূহ) পরাঃ (শ্রেষ্ঠ ; সূক্ষ্মতর, ব্যাপক ও আত্মভূত), অর্থেভ্যঃ চ (এবং ভোগ্য-বিষয়-সমূহ হইতে) মনঃ (মনের আরম্ভক ভূতসূক্ষ্ম) পরম্ (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে) বুদ্ধিঃ (অধ্যবসায়াদির আরম্ভক ভূতসূক্ষ্ম) পরা (শ্রেষ্ঠ), বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (প্রাণিমাত্রের অন্তর্নিহিত ব্যাপক হিরণ্যগর্ভতত্ত্ব) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)। ১।৩।১০

মন যাঁহার অধীন, তিনি সংসারমার্গের অতীত বস্তু প্রাপ্ত হন—উহাই সর্বোত্তম ও সুবিশাল অধিষ্ঠান[১]। ১।৩।৯

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ[২], এবং অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। ১।৩।১০

১ রাহুর শির বলিলে যেমন রাহুকেই বুঝায়, কারণ রাহু ও শির অভিন্ন, সেইরূপ বিষ্ণুর ধাম=(জগতের) বিষ্ণুরূপ অধিষ্ঠান।

২ এখানে পরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব শব্দ সূক্ষ্মতর, অধিক ব্যাপক ও স্বীয় আত্মভূত (অর্থাৎ কারণাত্মক) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; কেন না কার্য অপেক্ষা কারণ সূক্ষ্মতর ও ব্যাপক, এবং উহা কার্যের আত্মস্বরূপই হইয়া থাকে। বিষয়সমূহ নিজ নিজ উপলব্ধির জন্য উপযুক্ত ইন্দ্রিয় নির্মাণ করিয়াছে ; সুতরাং তাহারা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গীঃ, ৩।৪২ এবং কঃ, ২।৩।৬ এর টীকা দ্রঃ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১
এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২

মহতঃ (হিরণ্যগর্ভ হইতে) অব্যক্তম্ (অব্যাকৃত, মায়াতত্ত্ব [শ্বেঃ, ৪।১০]) পরম্ (শ্রেষ্ঠ), অব্যক্তাৎ (সকল কার্য ও কারণের শক্তিসমষ্টিরূপ মায়াতত্ত্ব হইতে) পুরুষঃ (পরমাত্মা) পরঃ (শ্রেষ্ঠ), পুরুষাৎ (পরমাত্মা হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ন কিঞ্চিৎ (কিছুই নাই)। সা কাষ্ঠা (ঐ পরমাত্মাতেই সকল কার্যকারণভাবের পর্যাপ্তি বা অবসান হয়), সা (উহাই) পরা গতিঃ (চরম গম্যপদ)। ১।৩।১১

এষঃ (এই পুরুষ) সর্বেষু (সকল) ভূতেষু (জীবে) গূঢ়ঃ (অবিদ্যামায়াচ্ছন্ন), (সুতরাং) আত্মা ন প্রকাশতে ([কাহারও নিকট দ্রষ্টার স্বীয়] আত্মারূপে প্রকাশিত হন না)। তু (কিন্তু। অগ্র্যয়া (একাগ্রতাযুক্ত) সূক্ষ্ময়া (সূক্ষ্মবস্তুপর) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি-সহায়ে) সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ([অব্যবহিত পূর্ব মন্ত্রদ্বয়োক্ত প্রকারে] সূক্ষ্মতার তারতম্যক্রমে সূক্ষ্মতম বস্তুদর্শনে পারগ ব্যক্তিগণকর্তৃক) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন)। [গীতা, ৭।২৫ এবং কঃ, ২।৩।৯-১২ দ্রষ্টব্য]। ১।৩।১২

হিরণ্যগর্ভ হইতে অব্যক্ত[১] শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা, তিনিই পরমগতি। ১।৩।১১

এই পুরুষ জীবমাত্রেই আবৃত থাকায় আত্মারূপে প্রকাশিত হন না। কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে মেধাবিগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। ১।৩।১২

১ প্রলয়কালেও সূক্ষ্মাকারে নিখিল কার্য ও কারণের অবস্থিতি স্বীকার করিতে হয়। ইহারা যে মায়াতত্ত্বে একীভূত হয়—উহাই অব্যক্ত। ছাঃ, ৩।১৯।১এ অসৎ শব্দে এবং বৃঃ, ৩।৮।১১এ আকাশ শব্দে এই অব্যক্তকে বলা হইয়াছে।

যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪

[ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বলা হইতেছে]—প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী পুরুষ) বাক্ (=বাচম্ বাগিন্দ্রিয়কে অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কে) মনসি (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনে) যচ্ছেৎ (অর্পণ করিবেন, লয় করিবেন) ; তৎ (উক্ত মনকে) জ্ঞানে (প্রকাশস্বরূপ) আত্মনি (বুদ্ধিতে) যচ্ছেৎ (লয় করিবেন) ; জ্ঞানম্ (বুদ্ধিকে) আত্মনি মহতি (প্রথমজ হিরণ্যগর্ভে) নিযচ্ছেৎ (লয় করিবেন, অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধিকে হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত স্বচ্ছ বুদ্ধির ন্যায় স্বচ্ছ করিবেন ; তৎ (উক্ত মহান্ আত্মাকে) শান্তে (সর্ববিষয় ও সর্ববিক্রিয়া-রহিত) আত্মনি (মুখ্য আত্মাতে) যচ্ছেৎ (লয় করিবেন)। [গীঃ, ৪।২৬-২৭]। ১।৩।১৩

[হে জীবগণ] উত্তিষ্ঠত (উঠ, আত্মজ্ঞানাভিমুখী হও), জাগ্রত (অজ্ঞাননিদ্রা ত্যাগ কর), বরান্ (শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া ; [তাঁহাদের] সমীপে গমন করিয়া) নিবোধত ([আত্মাকে] অবগত হও) ; ক্ষুরস্য (ক্ষুরের) নিশিতা (তীক্ষ্ণীকৃত) ধারা (অগ্রভাগ) [যদ্রূপ] দুরত্যয়া (দুর্গম হয়) [তদ্রূপ] তৎ (উক্ত) পথঃ (=পন্থানম্, তত্ত্বমার্গকে) কবয়ঃ (মেধাবিগণ) দুর্গম্ (দুর্গমনীয়) বদন্তি (বলেন)। ১।৩।১৪

বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে অর্পণ করিবেন, মনকে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিতে অর্পণ করিবেন, বুদ্ধিকে প্রথমজ মহত্তত্ত্বে অর্পণ করিবেন এবং উক্ত মহান্ আত্মাকে সর্বক্রিয়া-রহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করিবেন। ১।৩।১৩

উঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে যাইয়া তত্ত্ব অবগত হও। মেধাবিগণ বলেন যে, ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত অগ্রভাগ যেমন দুর্গম, উক্ত পথও সেইরূপ দুর্গম। ১।৩।১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬

যৎ (যিনি) অশব্দম্ (শব্দবিহীন), অস্পর্শম্ (স্পর্শবিহীন), অরূপম্ (রূপবিহীন), অরসম্ (রসবিহীন), তথা অগন্ধবৎ চ (এবং গন্ধশূন্য), অব্যয়ম্ (ক্ষয়রহিত) নিত্যম্ (শাশ্বত), অনাদি (উৎপত্তি-রহিত), অনন্তম্ ([কারণান্তর না থাকায় যিনি কোনও কারণে লয় হন না, সুতরাং] অন্তবিহীন), মহতঃ (হিরণ্যগর্ভের উপাধি বুদ্ধ্যাখ্য মহত্তত্ত্ব হইতে) পরম্ (বিলক্ষণ), ধ্রুবম্ (কূটস্থ নিত্য), তৎ (সেই ব্রহ্মরূপ আত্মাকে) নিচায্য (অবগত হইয়া) মৃত্যুমুখাৎ (মৃত্যুমুখ হইতে) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হন)। ১।৩।১৫

নাচিকেতম্ (নচিকেতাকর্তৃক শ্রুত) মৃত্যুপ্রোক্তম্ (যমকর্তৃক কথিত) সনাতনম্

যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ-বিহীন, যিনি অক্ষয় শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য, তাঁহাকে অবগত হইলেই সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন। ১।৩।১৫

নচিকেতা যাহা শুনিলেন এবং যম যাহা বলিলেন, সেই শাশ্বত[১]

১ এই উপাখ্যানটি নিত্যস্বরূপ বেদের অঙ্গীভূত, সুতরাং ইহাও নিত্য। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, আচার্য শঙ্করের মতে এই সকল উপাখ্যান অর্থবাদমাত্র, অর্থাৎ বেদের মূল বক্তব্য বিষয়কেই বিস্তারিতভাবে বুঝাইবার জন্য আখ্যাত হইয়াছে; উহারা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইতিহাস সৃষ্টির পরে রচিত হয়; কিন্তু বেদ সৃষ্টিরও পূর্ববর্তী; অতএব তাহাতে লৌকিক ইতিহাসের স্থান নাই।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পতে ইতি ॥ ১৭

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী ॥

(শাশ্বত) উপাখ্যানম্ ([বল্লীত্রয়রূপ] উপাখ্যান) উক্ত্বা (বলিয়া) শ্রুত্বা চ (এবং শ্রবণ করিয়া) মেধাবী (বিবেকী পুরুষ) ব্রহ্ম-লোকে (ব্রহ্মস্বরূপ ধামে) মহীয়তে (মহীয়ান্ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হইয়া পূজিত হন)। ১।৩।১৬

যঃ (যে কেহ) প্রযতঃ (শুদ্ধচিত্ত হইয়া) ইমম্ (এই) পরমম্ (অতিশয়) গুহ্যম্ (গোপনীয়) [উপাখ্যান] ব্রহ্ম-সংসদি (ব্রাহ্মণ-সমাজে) বা (অথবা) শ্রাদ্ধকালে (শ্রাদ্ধকালে) [ভোজন-নিরত ব্রাহ্মণদিগকে] শ্রাবয়েৎ ([অর্থসহ] শ্রবণ করান) তৎ (উক্ত শ্রাবণকার্য বা শ্রাদ্ধ) আনন্ত্যায় (অনন্তফলের উৎপাদনে) কল্পতে (সমর্থ হয়)। [পুনরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক]। ১।৩।১৭

আখ্যান বলিয়া এবং শ্রবণ করিয়া বিবেকী পুরুষ ব্রহ্মাত্মরূপে পূজা পাইয়া থাকেন। ১।৩।১৬

শুদ্ধচিত্ত হইয়া কেহ এই অতি গোপনীয় আখ্যান ব্রাহ্মণসমাজে কিংবা শ্রাদ্ধকালে (ভোজন-নিরত ব্রাহ্মণগণকে) শ্রবণ করাইলে, উহা (অর্থাৎ ঐ কথন ও শ্রাদ্ধ) অনন্ত ফল প্রদান করে। ১।৩।১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথমবল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ ১

[পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অনাদি অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ আত্মা প্রকাশিত হন না (১৷৩৷১২)। এখন আগন্তুক প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করা হইয়াছে। কারণ, শ্রেয়ের প্রতিবন্ধক বিজ্ঞাত হইলেই দূর করার চেষ্টা সম্ভব।]—পরাঞ্চি ([স্বভাবতই] বহির্মুখ) খানি (শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে) স্বয়ম্ভূঃ (পরমেশ্বর) ব্যতৃণৎ (হিংসা করিয়াছেন, মারিয়াছেন), তস্মাৎ (সুতরাং) [দ্রষ্টা] পরাঙ্ (শব্দাদি বহির্বিষয়) পশ্যতি (দর্শন করে), অন্তরাত্মন্ (=অন্তরাত্মানম্, অন্তরাত্মাকে) ন (নহে); কঃ চিৎ (কোনও) ধীরঃ (বিবেকী) আবৃত্ত-চক্ষুঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া) অমৃতত্বম্ (অমরত্ব, নিত্যস্বরূপ) ইচ্ছন্ (অভিলাষ করিয়া) প্রত্যক্-আত্মানম্ (স্ব-স্বরূপকে) ঐক্ষৎ (=পশ্যতি, সাক্ষাৎ দর্শন করেন)। ২৷১৷১

বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমেশ্বর বিনাশ করিয়াছেন; সুতরাং জীব বহির্বিষয়সমূহই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নহে।[১] কোনও বিবেকী

১ যতক্ষণ তাহারা বহির্মুখ থাকে, ততক্ষণ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ইহাই তাহাদের বিনাশ। পরমাত্মা বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। যে-সকল লোক বহির্মুখ তাহারা বস্তুতঃ আত্মাকে চাহে না, সুতরাং তাঁহার দর্শনও পায় না।

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৩

বালাঃ (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) পরাচঃ (বহিঃস্থ) কামান্ (কাম্য বিষয়সমূহের) অনুযন্তি (অনুগমন করে)। তে (তাহারা) বিততস্য (সর্বত্র ব্যাপ্ত) মৃত্যোঃ (অবিদ্যা-কাম-কর্ম-সমুদয়ের) পাশান্ (বন্ধন, জন্মমৃত্যু) যন্তি (প্রাপ্ত হয়)। অথ (সুতরাং) ধীরাঃ (বিবেকিগণ) অধ্রুবেষু (অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে) ধ্রুবম্ (কূটস্থ, অবিচাল্য) অমৃতত্বং (নিত্য-স্বরূপকে) বিদিত্বা (জ্ঞাত হইযা, নির্ধারণ করিযা) ইহ (এই সংসারে) ন প্রার্থয়ন্তে (কিছুই কামনা করেন না)। ২।১।২

যেন (যে) এতেন এব (এই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারাই) [লোক] রূপম্,

অমৃতত্বের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক প্রত্যগাত্মাকে[১] দর্শন করেন। ২।১।১

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহ্য ভোগ্যবিষয়গুলির অনুগমন করে। তাহার ফলে তাহারা সর্বতোব্যাপ্ত অবিদ্যা-কাম-কর্মাদিতে আবদ্ধ হয়। এই কারণে বিবেকিগণ অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কূটস্থ নিত্যস্বরূপকে অবগত হইয়া এই জগতে কিছুই কামনা করেন না। ২।১।২

এই যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারা[২] লোক রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও

১ যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্যতে॥

২ "যৎ-সাহায্যে লৌহপিণ্ড তৃণাদিগকে দগ্ধ করে, তাহাই অগ্নি" এই কথায়

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪

রসম্, গন্ধম্, শব্দান্, স্পর্শান্, (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শসমূহ), মৈথুনান্ চ (এবং মিলনসম্ভূত সুখানুভূতি) বিজানাতি (বিশিষ্টরূপে জানে), [সেই আত্মার] অত্র (এই জগতে) কিম্ ([অজ্ঞাত] কোন্ বস্তু) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে)? এতৎ বৈ (এই আত্মাই) তৎ (নচিকেতার দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষ্ণুপদ)। ২।১।৩

যেন (যে আত্মার দ্বারা) [লোক] স্বপ্ন-অন্তম্ (স্বপ্নমধ্যস্থ [বিজ্ঞেয়] বস্তু), জাগরিত-অন্তম্ চ (এবং জাগ্রদবস্থার মধ্যস্থ [বিজ্ঞেয়] বস্তু) উভৌ (উভয় বস্তুই) অনুপশ্যতি (দর্শন করে) [সেই] মহান্তম্ (ব্যাপক) বিভুম্ (বিবিধ বস্তুর অধিষ্ঠান) আত্মানম্ (আত্মাকে) মত্বা (সাক্ষাৎ করিয়া) ধীরঃ (ধীমান্) ন শোচতি (শোক করেন না, দুঃখাতীত হন)। ২।১।৪

মিলনসুখ অবগত হয়, সেই আত্মার নিকট এই জগতে কোন্ বস্তু অবিজ্ঞেয়রূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে?[১] ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই[২] আত্মা। ২।১।৩

যে আত্মার দ্বারা লোক স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয় অবস্থার অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যবস্তুসমূহ দর্শন করে, সেই মহান্ ও বিভু আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া ধীর ব্যক্তি শোকাতীত হন। ২।১।৪

যেরূপ বুঝা যায় যে, অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি, লৌহপিণ্ডের নহে, সেইরূপ "যৎ-সহায়ে অন্তঃকরণ রূপ-রসাদিকে জানে"—ইহা বলিলে অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন আত্মাকেই ঐ সকল জ্ঞানের কারণরূপে পাই; কারণ রূপরসাদি নিজে নিজেকে বা পরস্পরকে জানিতে পারে না। অতএব তাহাদের অতিরিক্ত আত্মার দ্বারাই তাহারা জ্ঞাত হয় বা প্রকাশিত হয়। বৃঃ, ৪।৩।৬ এবং কেঃ, ১।৪-৮ দ্রষ্টব্য।

১ অর্থাৎ নিরবশেষ সমস্ত বস্তু আত্মার দ্বারাই বিজ্ঞেয়।

২ ১।১।২০, ১।১।২২, ১।২।১৪, ও ১।৩।১১ দ্রষ্টব্য। ইনি নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা এবং ইনিই—২।১।৩ হইতে ২।১।১৩ পর্যন্ত মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৫
যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৬

যঃ (যিনি) ইমম্ (এই) মধু-অদম্ (কর্মফলভোগী) জীবম্ (প্রাণাদির ধারয়িতা জীবরূপী) আত্মানম্ (আত্মাকে) ভূত-ভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ কালত্রয়ের) ঈশানম্ (নিয়ন্তাস্বরূপে) অন্তিকাৎ (সমীপস্থরূপে, অভিন্নরূপে) বেদ (জানেন) [তিনি] ততঃ (সেই জ্ঞানের পরে) ন বিজুগুপ্সতে (আপনাকে রক্ষার জন্য ব্যাকুল হন না) ; এতদ্বৈ তৎ। ২।১।৫

[যে প্রত্যগাত্মা ঈশ্বর-স্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই সর্বাত্মা—ইহাই দেখান হইতেছে]—যঃ (যিনি, যে হিরণ্যগর্ভ) অদ্ভ্যঃ (জলসহ পঞ্চভূতের) পূর্বম্ (আগে) তপসঃ (জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে) অজায়ত (জাত হইয়াছিলেন) [এবং] গুহাম্ (প্রাণিবর্গের হৃদয়াকাশে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) ভূতেভিঃ (=ভূতৈঃ, দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির সহিত) তিষ্ঠন্তম্ (বর্তমান আছেন), [সেই] পূর্বম্ জাতম্ (প্রথমোৎপন্নকে, হিরণ্যগর্ভকে) যঃ (যে মুমুক্ষু) ব্যপশ্যত (দর্শন করেন) [তিনি] তৎ (পূর্বোক্ত) এতৎ বৈ (এই ব্রহ্মকেই) [দর্শন করেন]। ২।১।৬

এই কর্মফলভোক্তা ও প্রাণাদির বিধারক জীবরূপী আত্মাকে যিনি আপনা হইতে অভিন্ন কালত্রয়ের ঈশ্বররূপে জানেন, তিনি সেই জ্ঞানের ফলে আর আপনাকে রক্ষার জন্য ব্যাকুল হন না।[১] ইনিই সেই ব্রহ্ম। ২।১।৫

জলাদি পঞ্চভূতের পূর্বে যিনি (বা যে হিরণ্যগর্ভ) জ্ঞানঘন ব্রহ্ম হইতে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং যিনি হৃদয়াকাশে প্রবেশ

১ অর্থাৎ অভয় প্রাপ্ত হন। "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" বৃঃ, ১।৪।২ ; তৈঃ, ২।৭

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

যা (যে) দেবতাময়ী (সর্বদেবতাত্মিকা) অদিতিঃ (অদিতি, শব্দাদিকে ভক্ষণ বা গ্রহণকারিণী) প্রাণেন (হিরণ্যগর্ভরূপে) সম্ভবতি (জাত হন), যা (যিনি) ভূতেভিঃ (ভূতসমূহ-সমন্বিতা হইয়া) ব্যজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছেন) [সেই] গুহাম্ প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্ (হৃদয়াকাশে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতা অদিতিকে) [যিনি দর্শন করেন তিনি] এতদ্বৈ তৎ (এই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন)। ২।১।৭

গর্ভিণীভিঃ (অন্তর্বত্নীগণকর্তৃক) গর্ভঃ ইব (গর্ভ যেরূপ) [সুরক্ষিত হয় সেইরূপ] অরণ্যোঃ ([অগ্নি-প্রজ্বালনের জন্য ব্যবহৃত] উত্তরারণী ও অধরারণীর মধ্যে) নিহিতঃ

করিয়া দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির সহিত অবস্থিত আছেন, সেই হিরণ্যগর্ভকে যিনি দর্শন করেন, তিনি এই পূর্বোক্ত ব্রহ্মকেই[১] দর্শন করেন। ২।১।৬

সর্বদেবতারূপিণী যে অদিতি[২] ভূতবর্গের সহিত উৎপন্ন হন এবং যিনি হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হন, তাঁহাকে যিনি হৃদয়াকাশে প্রবিষ্টরূপে দর্শন করেন, তিনি এই পূর্বোক্ত ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। ২।১।৭

গর্ভিণীগণ-কর্তৃক স্বীয় গর্ভ যেরূপ সুরক্ষিত হয় সেইরূপ[৩] উত্তরারণী

১ যেরূপ স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন কুণ্ডল দর্শন করিলে স্বর্ণকেই দর্শন করা হয়, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাদির দর্শনে ব্রহ্মেরই দর্শন হয়। শ্বেঃ, ২।১৬

২ ঋগ্বেদ, ১।৮৯ দ্রষ্টব্য। ইনিই হিরণ্যগর্ভ।

৩ উপযুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা গর্ভিণীরা গর্ভকে রক্ষা করেন; ঋত্বিক্‌গণ সেইরূপ আজ্যাদিদ্বারা এবং যোগিগণ ধ্যানাদিদ্বারা আত্মাকে রক্ষা করেন।

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯

(অবস্থিত) জাতবেদাঃ (জাতবেদা নামক) অগ্নিঃ (যে যজ্ঞীয় অগ্নি এবং হৃদয়স্থ যে বিরাট্‌রূপ অগ্নি) সুভৃতঃ ([ঋত্বিকগণকর্তৃক এবং যোগিগণ কর্তৃক] উত্তমরূপে রক্ষিত হন) [এবং যিনি), জাগৃবদ্ভিঃ (জাগরূক, অপ্রমত্ত) হবিষ্মদ্ভিঃ (আজ্যাদিযুক্ত ও ধ্যানাদিযুক্ত) মনুষ্যেভিঃ, (=মনুষ্যৈঃ, মানুষের দ্বারা, যোগী ও কর্মীর দ্বারা) দিবে দিবে ঈড্যঃ (প্রত্যহ সেবিত হন) এতৎ বৈ তৎ (এই যজ্ঞীয় অগ্নি এবং বিরাট্‌রূপ অগ্নিও সেই ব্রহ্ম)।২।১।৮

যতঃ (যে প্রাণাত্মক হিরণ্যগর্ভ হইতে) সূর্যঃ (সূর্য) উদেতি (উদিত হন) যত্র চ (এবং যাঁহাতে) অস্তম্ গচ্ছতি (অস্তমিত হন), তম্ (তাঁহাতেই) সর্বে (সকল) দেবাঃ (দেববৃন্দ) অর্পিতাঃ (সম্প্রবেশিত); তৎ (তাঁহাকে) কঃ চন (কেহই) ন উ অত্যেতি (কখনই অতিক্রম করিতে পারে না); এতৎ বৈ তৎ (ইনি সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম)।২।১।৯

ও অধরারণীর (অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও অধঃ কাষ্ঠদ্বয়ের) মধ্যে অবস্থিত জাতবেদা নামক (যজ্ঞসম্বন্ধী) যে অগ্নি ঋত্বিক্‌গণ-কর্তৃক সুরক্ষিত হন এবং (হৃদয়স্থ) বিরাট্‌রূপী যে অগ্নি যোগিগণ-কর্তৃক সুরক্ষিত হন, অধিকন্তু যিনি আজ্যাদিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণ-কর্তৃক ও অপ্রমত্ত (ধ্যানাদিযুক্ত) যোগিগণ-কর্তৃক প্রতিনিয়ত সেবিত হন, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি এবং বিরাট্‌রূপ অগ্নিও[১] সেই ব্রহ্ম। ২।১।৮

যাঁহা হইতে সূর্য উদিত হন এবং যাঁহাতে অস্তগমন করেন, তাঁহাতেই সকল দেবতা প্রবিষ্ট আছেন; তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম। ২।১।৯

---

১ অগ্নি শব্দে যজ্ঞীয় অগ্নি ও বিরাট্‌পুরুষ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। কর্মিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে আজ্যাদি দান করিয়া যজ্ঞ করেন, আর যোগিগণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত (১।১।১৭) বিরাট্‌পুরুষের ধ্যান করিয়া থাকেন।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০
মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১

["ব্রহ্মাদি-স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতে এমন সব জীব আছে যাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং জন্মমরণের অধীন"—এইরূপ ভ্রম দূরীকরণার্থে বলা হইতেছে]—যৎ এব (যাঁহাই) ইহ (এখানে [অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধিসমন্বিত এবং সংসার-ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত]) তৎ (তাঁহাই) অমুত্র (সেখানে [অর্থাৎ স্বাত্মস্থ সংসারধর্ম-বর্জিত বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম]), যৎ অমুত্র (যাঁহা সেখানে) ইহ তৎ অনু (এখানেও তাঁহাই, উপাধি অনুযায়ী বিবিধরূপে বিভাসিত হন) ; যঃ (যে) ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা ইব (নানাত্বের ন্যায়) পশ্যতি (অনুভব করে) সঃ (সে) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর পর) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় [অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহার জন্ম-মরণ হয় বৃঃ, ৪।৪।১৯, ৫।১।১ দ্রঃ]) । ২।১।১০

সর্বপ্রকার জ্ঞাতৃজ্ঞেয়রূপ বিভাগের মিথ্যাত্ব-প্রদর্শনের জন্য পরবর্তী মন্ত্র উক্ত হইতেছে]—মনসা এব ([সংস্কৃত] মনেরই দ্বারা) ইদম্ (এই ব্রহ্ম) আপ্তব্যম্ (উপলভ্য), ইহ (এই ব্রহ্মে) কিঞ্চন (অণুমাত্রও) নানা (ভেদ) ন অস্তি (নাই) ;

যাঁহাই এখানে তাঁহাই সেখানে ; যাঁহা সেখানে তাঁহাই এখানে, উপাধি অনুযায়ী বিবিধরূপে বিভাসিত হন। যে এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় (অর্থাৎ দ্বৈতের ন্যায়) দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ২।১।১০

মনের[১] দ্বারাই এই ব্রহ্ম উপলভ্য ; এই ব্রহ্মে অণুমাত্রও ভেদ নাই।

১ ২।৩।৯, ২।৩।১২ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো* ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ১২
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ॥ ১৩

যঃ (যে) ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা ইব (ভেদ-সদৃশ বস্তু) পশ্যতি (দর্শন করে) সঃ (সে) মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ গচ্ছতি। ২।১।১১

[যে] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ) পুরুষঃ (পুরুষ) মধ্যে আত্মনি (শরীরমধ্যে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) [তিনিই] ভূত-ভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যতের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা); ততঃ (এই জ্ঞান হইলে) [কেহ] ন বিজুগুপ্সতে (আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না)। এতৎ বৈ তৎ। ২।১।১২

[যিনি] ভূতভব্যস্য (ত্রিকালের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা) [তিনিই] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিত) পুরুষঃ (অন্তরাত্মা), অধূমকঃ (=অধূমকম্, নির্ধূম) জ্যোতিঃ

যে ইহাতে ভেদ-সদৃশ বস্তু দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ২।১।১১

যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষরূপে[১] শরীরমধ্যে অবস্থিত, তিনিই আবার ত্রিকালের নিয়ন্তা। এইরূপ দর্শন হইলে লোক আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না। ইনিই সেই আত্মা। ২।১।১২

যিনি ত্রিকালের নিয়ন্তা তিনি নির্ধূম জ্যোতিঃসদৃশ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ

---

* পাঠান্তর—ঈশানং; এক্ষেত্রে "তাঁহাকে ঈশ্বররূপে দেখিয়া" এই অর্থ হইবে।

১ হৃদয়পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ; তাহাতে উপলব্ধ হন বলিয়া আত্মাকেও অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা হইল। যদ্দ্বারা সমস্ত পরিপূর্ণ তিনিই পুরুষ।

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥ ১৪
যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী॥

ইব (প্রভার ন্যায়) [যোগীদের দ্বারা লক্ষিত হন]; সঃ এব (তিনিই) অদ্য (ইদানীং সর্বপ্রাণীতে বর্তমান), সঃ উ (তিনিই আবার) শ্বঃ (কল্যও [ভবিষ্যতেও] বর্তমান থাকিবেন); এতৎ বৈ তৎ। ২।১।১৩

দুর্গে (দুর্গম উচ্চ ভূমিতে) বৃষ্টম্ (বর্ষিত) উদকম্ (জল, বৃষ্টিধারা) যথা (যদ্রূপ) পর্বতেষু (পার্বত্য নিম্নপ্রদেশসমূহে) বিধাবতি (বিকীর্ণভাবে প্রবাহিত হয়) [এবং বিনষ্ট হয়], এবম্ (এইরূপ) ধর্মান্ (প্রাণি-সমূহকে) পৃথক্ (প্রতিশরীরে আত্মা হইতে ভিন্ন রূপে) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) তান্ এব (তাহাদিগকেই) অনুবিধাবতি (অনুগমন করিয়া থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে)। ২।১।১৭

যথা (যদ্রূপ) শুদ্ধম্ (নির্মল) উদকম্ (জল) শুদ্ধে (নির্মল জলে) আসিক্তম্ (প্রক্ষিপ্ত হইলে) তাদৃক্ এব (তৎস্বরূপই) ভবতি (হয়), গৌতম (হে নচিকেতা),

অন্তরাত্মা। ইদানীং তিনিই বর্তমান আছেন এবং কল্যও তিনিই বর্তমান থাকিবেন। ইনিই সেই আত্মা। ২।১।১৩

দুর্গম পর্বতশিখরে বর্ষিত বৃষ্টিধারা যেরূপ নিম্নতর পার্বত্যদেশসমূহে বিকীর্ণ হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রাণিসকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে, সে ঐ সকল ভেদেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। ২।১।১৪

বিজানতঃ (একত্বদর্শী) **মুনেঃ** (মননশীল ব্যক্তির) **আত্মা** (আত্মা) **এবম্** (এইরূপ একত্বপ্রাপ্ত) **ভবতি** (হন)। ২।১।১৫

হে গৌতম, নির্মল জল যদ্রূপ নির্মল জলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া একরসত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মননশীল ও একত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মাও একত্ব প্রাপ্ত হন[১]। ২।১।১৫

১ একই শুদ্ধ জল উপাধিভেদে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উপাধি-বিনাশে উহা পুনরায় একই শুদ্ধ জল হয়। আত্মাও তদ্রূপ পরমাত্মায় একীভূত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১

[দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া পুনর্বার প্রকারান্তরে ব্রহ্মতত্ত্বের নির্দেশ করা হইতেছে]—অজস্য (জন্মাদি-বিক্রিয়া-রহিত) অবক্রচেতসঃ (অকুটিল, অর্থাৎ যাঁহার চৈতন্য নিত্য একরূপ সেই ব্রহ্মের) একাদশ-দ্বারম্ (একাদশদ্বারযুক্ত) পুরম্ (নগর) [আছে]: [সেই পুরস্বামীকে] অনুষ্ঠায় ([সর্বত্র সমরূপে সম্যক্ বিজ্ঞানপূর্বক] ধ্যান করিয়া) ন শোচতি ([সাধক] শোকাতীত হন), বিমুক্তঃ চ (এবং [দেহে অবস্থানকালেই অবিদ্যাকৃত কাম ও কর্মের বন্ধন হইতে] মুক্ত হইয়া) [দেহাবসানে] বিমুচ্যতে (পুনর্জন্মরহিত হইয়া থাকেন)। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মা), [১।১।২০ দ্রঃ]। ২।২।১

জন্মরহিত নিত্যচৈতন্য-স্বরূপের একাদশ[১]-দ্বারযুক্ত একটি নগর[২] আছে। (সেই পুরস্বামীর) ধ্যান করিয়া লোক শোকাতীত হয় এবং এই দেহে মুক্ত হইয়া (দেহপাতান্তে) পুনর্বার শরীরগ্রহণ করে না। ইনিই সেই আত্মা। ২।২।১

১ ব্রহ্মরন্ধ্র, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা, দুই কর্ণ, মুখ, নাভি এবং মল-মূত্রের দ্বারদ্বয়।

২ শরীরকে নগররূপে কল্পনা করিয়া ইহাই বলা হইল যে, নগরে যেমন তাহার অধিষ্ঠাতা স্বাধীন রাজা থাকেন, সেইরূপ দেহ হইতে ভিন্ন তদধিষ্ঠাতা একজন আত্মাও আছেন।

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা
বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা
ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ২

[উক্ত আত্মা] হংসঃ (সর্বত্রগামী সূর্যরূপে), শুচি-সৎ (শুচি, অর্থাৎ দ্যুলোকে অবস্থিত), বসুঃ (সকলের স্থিতিসাধক বায়ুরূপে), অন্তরিক্ষ-সৎ (অন্তরীক্ষে অবস্থিত), হোতা (অগ্নিরূপে) বেদি-সৎ (পৃথিবীতে অবস্থিত), অতিথিঃ দুরোণ-সৎ (সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত, বা অতিথি ব্রাহ্মণরূপে গৃহে অবস্থিত), নৃ-সৎ (মনুষ্যের মধ্যে স্থিত), বর-সৎ (দেববৃন্দের মধ্যে স্থিত), ঋত-সৎ (সত্য বা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত), ব্যোম-সৎ (আকাশে অবস্থিত), অব্জাঃ (শঙ্খাদিরূপে জলে জাত), গোজাঃ (পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদিরূপে উৎপন্ন) ঋতজাঃ (যজ্ঞাঙ্গরূপে উদ্ভূত), অদ্রিজাঃ (পর্বত হইতে নদ্যাদিরূপে উৎপন্ন) [হইয়া প্রপঞ্চাকারে বর্তমান আছেন, অথচ তিনি] ঋতম্ (পারমার্থিকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত) [কেননা তিনি] বৃহৎ (সর্বকারণরূপে মহান্, সর্বব্যাপী)। ২।২।২

ঐ আত্মা সর্বত্রগামী সূর্যরূপে দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত; তিনি সকলের স্থিতিবিধায়ক বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন; তিনিই অগ্নিরূপে[১] পৃথিবীতে[২] প্রতিষ্ঠিত ও সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত, তিনি মনুষ্য-মধ্যে সংস্থিত, দেবগণমধ্যে অবস্থিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আকাশে অবস্থিত, জলে শঙ্খাদিরূপে উদ্ভূত, পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদিরূপে জাত, যজ্ঞাঙ্গরূপে সমুৎপন্ন, এবং পর্বত হইতে নদ্যাদিরূপে প্রবাহিত হন।

১ "অগ্নির্বৈ হোতা"—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হোতা শব্দে অগ্নিকেই বুঝিতে হইবে; কেন না অগ্নিই অগ্রণী হইয়া দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বান করেন।

২ মূলের বেদি শব্দের অর্থ পৃথিবী, কারণ—"ইদং বেদিঃ পরোঽন্তঃ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে ঐরূপ অর্থই নির্ণীত হয়।

উধ্বর্ং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ ৩
অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৪

[যে আত্মা] প্রাণম্ (প্রাণবায়ুকে) উধ্বর্ম্ (উধ্বর্দিকে) উন্নয়তি (সঞ্চালিত করেন) অপানম্ (অপানবায়ুকে) প্রত্যক্ অস্যতি (অধোদিকে নিক্ষেপ করেন) [সেই] মধ্যে (হৃদয়পদ্মে) আসীনম্ (অবস্থিত) বামনম্ (সম্ভজনীয়, প্রার্থনা-যোগ্য আত্মাকে) বিশ্বে (সকল) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) উপাসতে ([রূপাদি-বিজ্ঞানরূপ] উপঢৌকন প্রদান করে)। ২।২।৩

অস্য (এই) শরীরস্থস্য (শরীরে অবস্থিত) দেহিনঃ (দেহস্বামী আত্মা)

এইরূপে সর্বস্বরূপ হইলেও তিনি কিন্তু স্বীয় পারমার্থিকরূপেই[১] বর্তমান আছেন, কেন না তিনি মহান্। ২।২।২

যিনি প্রাণবায়ুকে উধ্বের্ সঞ্চালিত করেন এবং অপানবায়ুকে অধোদিকে নিক্ষেপ করেন, হৃদয়মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই সম্ভজনীয় আত্মাকে ইন্দ্রিয়সমূহ উপঢৌকন প্রদান করে[২]। ২।২।৩

এই দেহে যিনি দেহস্বামিরূপে অবস্থিত, তিনি ইহার সহিত অসংযুক্ত

---

১ অধ্যস্ত বস্তু মিথ্যা হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার অধিষ্ঠান সত্য এবং অধ্যাসের দ্বারা অধিষ্ঠান বিকৃত হয় না। সুতরাং সর্ববস্তুর কারণস্বরূপ যে ব্রহ্মে প্রপঞ্চ অধ্যস্ত হইয়াছে তিনিও তদ্দ্বারা বিকৃত হন নাই। মন্ত্রটির সম্পূর্তিতার্থ এই যে, আত্মা জীবভেদে ভিন্ন নহেন; সর্ব জগতের আত্মা এক, অবিকারী এবং সর্বব্যাপী।

২ প্রজারা যেরূপ রাজাকে ভেট দেয়, ইন্দ্রিয়বর্গও সেইরূপ আত্মার আনন্দবিধানে

न প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫

বিস্রংসমানস্য (সম্পর্ক-শূন্য হইলে)—দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য (অর্থাৎ দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে) অত্র (এই দেহে) কিম্ (কি) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে)? [অর্থাৎ কিছুই থাকে না]। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা)। ২।২।৪

ন প্রাণেন (না প্রাণের দ্বারা), ন অপানেন (না অপানের দ্বারা) কঃ চন (কোনও) মর্ত্যঃ (প্রাণী) জীবতি (জীবন ধারণ করে); তু (কিন্তু) যস্মিন্ (যাঁহাতে) এতৌ (এই প্রাণ ও অপান) উপাশ্রিতৌ (আশ্রিত আছে) [সেই] ইতরেণ (প্রাণাদিবিলক্ষণ অপরের দ্বারা অর্থাৎ আত্মার দ্বারা) জীবন্তি (ইহারা জীবিত থাকে)। ২।২।৫

হইলে, অর্থাৎ দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে, দেহে আর কি অবশিষ্ট থাকে? ইনিই সেই আত্মা[১]। ২।২।৪

কোনও প্রাণীই প্রাণের দ্বারা বা অপানের দ্বারা জীবন ধারণ করে না; কিন্তু প্রাণাদি হইতে বিলক্ষণ এমন কোনও বস্তুর দ্বারা জীবিত থাকে[২] যাঁহাতে এই প্রাণ ও অপান আশ্রিত রহিয়াছে[৩]। ২।২।৫

সর্বদা তৎপর। ভৃত্যাদির ন্যায় তাহারা পরার্থেই ব্যাপৃত আছে, সুতরাং যাঁহার জন্য তাহারা নিযুক্ত আছে তিনি নিশ্চয়ই তাহাদের হইতে ভিন্ন।

১ অর্থাৎ যিনি ত্যাগ করিলে দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি চেতনাশূন্য ও বিধ্বস্ত হয় সেই আত্মা নিশ্চয়ই দেহাদি হইতে পৃথক্।

২ আত্মা না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ পরার্থে পরস্পর সংহত হইয়া কার্য করিতে পারে না। গৃহস্বামী আছেন বলিয়াই ভৃত্যবর্গ পরস্পর মিলিতভাবে কায করে। সুতরাং আত্মা ঐ সকল হইতে ভিন্ন।

৩ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এই শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এখানে (৩য় হইতে ৫ম মন্ত্র পর্যন্ত) কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হইল।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭

গৌতম (হে নচিকেতা), হন্ত [মনোযোগ আকর্ষণার্থক অব্যয়] তে (তোমাকে) ইদম্ (এই) গুহ্যম্ (গোপনীয়) সনাতনম্ (চিরন্তন) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [বলিব] চ (এবং) [তাঁহাকে না জানিলে] মরণম্ (মৃত্যু) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) আত্মা (আত্মা) যথা (যে প্রকার) ভবতি (হইয়া থাকেন, সংসারগতি প্রাপ্ত হন) [তাহাও] প্রবক্ষ্যামি (বলিব)। ২।২।৬

যথাকর্ম ([ইহজন্মে] কৃত কর্ম অনুযায়ী) যথাশ্রুতম্ ([এবং] অর্জিত বিজ্ঞান বা চিন্তা অনুযায়ী) অন্যে (অবিদ্যাবান্ কোন কোন) দেহিনঃ (দেহধারী জীব) শরীরত্বায় (দেহধারণের জন্য) যোনিম্ (মাতৃগর্ভ) প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়), অন্যে (অপর কেহ কেহ) স্থাণুম্ (বৃক্ষাদি-স্থাবর-ভাবকে) অনুসংযন্তি (অনুগমন করে)। ২।২।৭

হে নচিকেতা, আমি এখন তোমায় এই গুহ্য শাশ্বত ব্রহ্ম উপদেশ দিব; এবং ব্রহ্মকে না জানিলে মরণান্তে আত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহাও বলিব[১]। ২।২।৬

অর্জিত কর্মফলানুযায়ী এবং অর্জিত বিজ্ঞান ও চিন্তানুযায়ী কোন কোন জীব শরীরগ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং অপর কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়[২]। ২।২।৭

১ ২।৩।৪-১৬ দ্রষ্টব্য। ১।১।২০ মন্ত্রোক্ত নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী দুইটি মন্ত্রে বিশেষভাবে বলা হইবে।

২ ভূমিকা ১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। প্রঃ, ১।৯

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯

[পূর্ববর্তী ষষ্ঠ মন্ত্রে প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে]—সুপ্তেষু ([অন্তঃকরণ ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি] নিদ্রিত হইলেও) যঃ এষঃ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ) কামম্ কামম্ (অভিপ্রেত ভোগ্য বিষয়সমূহ) নির্মিমাণঃ ([নিদ্রাবস্থায় অন্তঃকরণরূপে অভিব্যক্ত অবিদ্যাসহায়ে] নির্মাণ করিয়া) জাগর্তি (জাগ্রত থাকেন) তৎ এব (তিনিই) শুক্রম্ (শুদ্ধ) তৎ ব্রহ্ম (তিনিই ব্রহ্ম) তৎ এব (তিনিই) অমৃতম্ উচ্যতে ([সর্বশাস্ত্রে] অমৃতরূপে কথিত হন)। সর্বে (সকল) লোকাঃ (পৃথিব্যাদি লোকসমূহ) তস্মিন্ (সেই ব্রহ্মে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত), তৎ উ (এই সর্বাত্মক ব্রহ্মকেই) কঃ চন (কেহ) ন অত্যেতি (অতিক্রম করিতে পারে না)। এতদ্বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)। ২।২।৮

[মন্ত্রত্রয়ে আত্মবহুত্ব-বিষয়ক ভ্রম দূর করিতেছেন]—যথা (যদ্রূপ) একঃ (এক) অগ্নিঃ (বহ্নি) ভুবনম্ প্রবিষ্টঃ (পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া) রূপম্ রূপম্

ইন্দ্রিয়াদি নিদ্রিত হইলে এই যে পুরুষ জাগরিত থাকিয়া অভিপ্রেত বিষয় নির্মাণ করিতে থাকেন, তিনি শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত-রূপে বর্ণিত হন। পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক তাঁহাতেই আশ্রিত। কেবল তাঁহাকেই কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই [নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা]। ২।২।৮

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
　　রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
　　রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০

প্রতিরূপঃ (কাষ্ঠ প্রভৃতি দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী তৎ তৎ আকৃতিযুক্ত) বভূব (হইয়াছে), একঃ (অদ্বিতীয়) সর্ব-ভূত-অন্তঃ-আত্মা (সর্বভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট পরমাত্মাও) তথা (তদ্রূপ) রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ (বিভিন্ন জীবদেহের আকৃতি-সদৃশ [হইয়াছেন]) [তৈঃ, ২।৬] ; বহিঃ চ (অথচ [তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট স্বীয় অবিকৃতস্বরূপে] তদতিরিক্তরূপে [রহিয়াছেন]) । ২।২।৯

যথা একঃ বায়ুঃ ভুবনং প্রবিষ্টঃ (প্রাণাদিরূপে দেহে প্রবেশ করিয়া) রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ বভূব, তথা একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিঃ চ । ২।২।১০

যেরূপ একই অগ্নি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া দাহ্যবস্তুর আকার অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্বান্তর্যামীও জীবদেহসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সদৃশ হইয়াছেন ; অথচ তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তদতিরিক্তরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। ২।২।৯

যেরূপ একই বায়ু পৃথিবীতে (প্রাণরূপে) প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন দেহের অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্বান্তরবর্তী আত্মাও জীবদেহে জীবদেহসমূহের সদৃশ হইয়াছেন, অথচ তদতিরিক্ত স্বীয় অবিকৃতস্বরূপে বর্তমান রহিয়াছেন[১] । ২।২।১০

১ কারণ অবিদ্যাবশতঃ যে-সকল কামকর্মোদ্ভূত সুখ-দুঃখাদি আত্মাতে অধ্যস্ত হইয়াছে, তাহা সত্য সত্যই আত্মাতে আছে—প্রাণিগণ এইরূপ ভ্রম করিয়া থাকে। কিন্তু রজ্জুতে যে সর্প অধ্যস্ত হয়, তাহা বস্তুতঃ রজ্জুতে নাই। সেইরূপ সুখ-দুঃখাদিও আত্মাতে নাই।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২

সূর্যঃ (সূর্য) যথা (যদ্রূপ) সর্বলোকস্য (জীবমাত্রের) চক্ষুঃ (চক্ষু [আলোক প্রদানপূর্বক চক্ষুর উপকারক ও বহির্বস্তু প্রকাশপূর্বক চক্ষুস্থানীয় হইয়াও]) চাক্ষুষৈঃ (চক্ষু সম্বন্ধীয়) বাহ্যদোষৈঃ (বহির্বস্তুদর্শনজন্য অশুচিতা কিংবা পাপের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) তথা (তদ্রূপ) সর্বভূত-অন্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা) একঃ (অদ্বিতীয় হইয়াও) লোকদুঃখেন (জাগতিক দুঃখে) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না), [কেন না] বাহ্যঃ (তিনি বাহিরে স্থিত, তদ্দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহেন)। ২।২।১১

সর্ব-ভূত-অন্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা) [বলিয়াই) বশী (সকলের নিয়ন্তা) একঃ (অদ্বিতীয়) যঃ (যিনি) একম্ রূপম্ (স্বকীয় অদ্বিতীয় সত্তামাত্রকেই)

সূর্য যেরূপ জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হইয়াও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি-দর্শনাদি রূপ বাহ্যদোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ নিখিল জীবের আত্মা এক হইয়াও জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না; কেন না তিনি তদতীত[১]। ২।২।১১

সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপে সকলের নিয়ন্তা হইয়া যে অদ্বিতীয়

১ অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব এবং এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সম্বন্ধেই 'আমি সুখী দুঃখী' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। রজ্জু কখনও স্বরূপতঃ সর্প হয় না;

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১৩

বহুধা করোতি (উপাধি-ভেদে বহু প্রকার করিয়া থাকেন) তম্ (তাঁহাকে) যে (যে-সকল) ধীরাঃ (বিবেকিগণ) আত্মস্থম্ (বুদ্ধিতে অভিব্যক্তরূপে) অনুপশ্যন্তি (আচার্যের উপদেশ অনুসারে উপলব্ধি করেন) তেষাম্ (তাঁহাদের) শাশ্বতম্ (নিত্য) সুখম্ (আত্মানন্দ) [হয়] ন ইতরেষাম্ (অপরদের নহে)। ২।২।১২

[পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে]—অনিত্যানাম্ (অনিত্যবস্তু-সমূহের) নিত্যঃ (শাশ্বত কারণ-শক্তি), চেতনানাম্ (সচেতন ব্রহ্মাদির) চেতনঃ (চৈতন্যের আকর) যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয়, সর্বেশ্বর) বহূনাম্ (বহু জীবের) কামান্ (কাম্যফল) বিদধাতি (বিধান করেন) তম্ যে ধীরাঃ

(আত্মা) এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করেন, তাঁহাকে যে বিবেকী ব্যক্তিগণ আচার্যোপদেশানুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে (অভিব্যক্তরূপে) দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কাহারও নহে[১]। ২।২।১২

সকল অনিত্য বস্তুর যিনি শাশ্বত কারণশক্তি,[২] সচেতনদিগেরও

কিন্তু ভ্রমবশতঃ আমরা রজ্জুকেই সর্পের ন্যায় ভাবি। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, নিরুপাধিক ব্রহ্ম এই সমস্ত অধ্যস্ত সুখদুঃখাদির অতীত। ২।২।৫ দ্রঃ।

১ পরাধীনতা এবং অপরের অপেক্ষা অল্প গুণবত্তা প্রভৃতিই দুঃখের কারণ হয়। ব্রহ্ম সর্বেশ্বর এবং দ্বিতীয়-শূন্য বলিয়া তাঁহাতে দুঃখের অবকাশ নাই। অতএব তাঁহার প্রাপ্তিই আনন্দরূপ পরম পুরুষার্থ।

২ বেদে কথিত আছে যে, প্রলয়ান্তে পরমেশ্বর পূর্বকল্পের ন্যায় সৃষ্টি করেন।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥ ১৪

আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি, তেষাম্ শাশ্বতী শান্তিঃ, ন ইতরেষাম্ [২।২।১১-১২ দ্রঃ]। ২।২।১৩

তৎ (সেই) [যে] অনির্দেশ্যম্ (অবাঙ্‌মনসোগোচর) পরমম্ (সর্বোত্তম) সুখম্ (আত্মবিজ্ঞানরূপ সুখকে) [নিষ্কাম ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা] এতৎ ইতি (প্রত্যক্ষ বলিয়া) মন্যন্তে (অনুভব করেন) [আমি] তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) কথম্ নু (কি প্রকারে) বিজানীয়াম্ (জানিতে পারিব) [তিনি] কিম্ উ (কি) ভাতি (প্রকাশস্বরূপে বিদ্যমান) [এবং] বিভাতি [বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন) বা (অথবা [হন না]) ? ২।২।১৪

যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কর্মফল বিধান করেন[১], তাঁহাকে যে-সকল ধীমান্ গুরুবাক্যানুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে (অভিব্যক্তরূপে) দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কাহারও নহে। ২।২।১৩

সেই যে অনির্দেশ্য পরমানন্দকে (নিষ্কাম ব্যক্তিগণ) অপরোক্ষরূপে অনুভব করেন[২], হায়, আমি সেই আত্মতত্ত্বকে কিরূপে জানিব!

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয়কালেও বিনষ্ট বস্তুর সূক্ষ্ম শক্তি থাকে। এই সূক্ষ্ম শক্তি যাঁহার আশ্রয়ে থাকে, সেই অবিনাশী আত্মাই এখানে নিত্য-শব্দ-বাচ্য। ফলতঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তৃরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য।

১ অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য (২।২।৩-৫ ও ঈঃ ৪, ৪র্থ টীকা দ্রঃ)।

২ বিদ্বান্‌দিগের অনুভবও পরমাত্মবিষয়ে প্রমাণ। অতএব অসম্ভব মনে করিয়া আত্মদর্শনের চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্বক বিচার করা কর্তব্য।

न তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী ॥

[পূর্বপ্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে, তিনি প্রকাশস্বরূপ এবং বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন] —তত্র (সেই পরমাত্মা ব্রহ্মে) সূর্যঃ (সূর্য) ন ভাতি ([স্বতন্ত্ররূপে] প্রকাশ পান না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করেন না) ন চন্দ্র-তারকম্ (চন্দ্র এবং তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করে না), ইমাঃ (এই সকল) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুৎসমূহ) ন ভান্তি (তাঁহাকে প্রকাশ করে না), অয়ম্ (এই [জাগতিক]) অগ্নিঃ কুতঃ (অগ্নি আর কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে) ? তম্ এব ভান্তম্ (তিনি প্রকাশমান বলিয়াই) সর্বম্ (সমস্ত বস্তু) অনু-ভাতি (তদনুযায়ী প্রকাশ পায়), তস্য (তাঁহার) ভাসা (জ্যোতির দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশ পায়) । ২।২।১৫

তিনি কি প্রকাশস্বরূপ, তিনি কি বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন অথবা হন না[১] ? ২।২।১৪

সেই ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করেন না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ করে না, এই বিদ্যুৎসকলও প্রকাশ করে না ; এই অগ্নি আবার কিরূপে করিবে ? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান হয় ; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায়[২] । ২।২।১৫

১ তিনি বাক্য ও মনের অতীত বলিয়া এইরূপ সন্দেহ হয়।

২ অতএব তিনি প্রকাশস্বরূপ এবং বিস্পষ্ট প্রকাশিত হন। ঘটাদি অপ্রকাশ বস্তু অন্যের প্রকাশক হইতে পারে না। শ্বেঃ, ৬।১৪ ; মুঃ, ২।২।১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয়বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১

[সংসারবৃক্ষের নির্দেশপূর্বক তাহার মূল ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ধারণের জন্য এই বল্লী আরম্ভ হইতেছে]—এষঃ (এই) [সংসাররূপ] সনাতনঃ (অনাদি) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থবৃক্ষ) ঊর্ধ্বমূল (ঊর্ধ্বমূল, বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভূত) অবাক্‌শাখঃ (নিম্নপ্রসারী শাখাবিশিষ্ট)। তৎ এব (সেই মূলই) শুক্রম (শুদ্ধ, জ্যোতির্ময), তৎ ব্রহ্ম (উহাই ব্রহ্ম), তৎ এব (উহাই) অমৃতম (অবিনাশী) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয), তস্মিন্‌ (তাহাতে) সর্বে (সকল) লোকাঃ (লোকসমূহ) শ্রিতাঃ (আশ্রিত), তৎ উ (তাহাকেই) কঃ চন (কেহই) ন অত্যেতি (অতিক্রম করে না) এতৎ বৈ তৎ (ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা) [১।১।২০ দ্রঃ]। ২।৩।১

এই সংসাররূপ অনাদি অশ্বত্থের মূল[১] ঊর্ধ্বে এবং শাখাগুলি নিম্নদিকে অবস্থিত। সেই মূলই শুভ্রজ্যোতি, উহাই ব্রহ্ম এবং উহাই অবিনাশী বলিযা উক্ত হয। তাঁহাতে সমস্ত লোক আশ্রিত রহিযাছে, তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না[২]। ইনি নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা। ২।৩।১

---

১ বিষ্ণুপদ, ১।৩।৮ ৯, গীতা, ১৫।১ ৪ দ্রষ্টব্য,

২ কার্য কখনও কারণকে অতিক্রম করিতে পারে না। কার্য নষ্ট হইয়া কারণে পর্যবসিত হয়। এইরূপে যিনি সকলের কারণ, তিনি নাশের অতীত।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩

[যাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, জগতের মূল সেই ব্রহ্ম নাই, এইরূপ আশঙ্কা দূরীকরণার্থে বলা হইতেছে]—ইদম্ (এই) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) জগৎ (সচল বস্তু), সর্বম্ (সেই সমস্তই) প্রাণে ([সতি] পরব্রহ্মের সত্তাহেতুই) নিঃসৃতম্ ([তাঁহা হইতে] নির্গত হইয়া) এজতি (কম্পিত হয় ; অর্থাৎ প্রাণবান্ হয়) [সেই জগৎ-কারণ ব্রহ্ম] উদ্যতম্ বজ্রম্ (উদ্যতবজ্রসদৃশ) মহৎ ভয়ম্ (অতি ভয়ানক)। যে (যাঁহারা) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) বিদুঃ (প্রত্যক্ষ করেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)। ২।৩।২

অস্য (এই পরমেশ্বরের) ভয়াৎ (ভয়ে) অগ্নিঃ (আগুন) তপতি (তাপ দেন), ভয়াৎ সূর্যঃ তপতি, ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ (ইন্দ্র এবং বায়ু) পঞ্চমঃ (পঞ্চমস্থানীয়) মৃত্যুঃ (যম) ধাবতি (ধাবমান হন, স্বকার্যে ব্যাপৃত থাকেন)। ২।৩।৩

এই যাহা কিছু চরাচর বস্তু দৃষ্ট হয়, পরব্রহ্ম আছেন বলিয়াই সেই সমস্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে।[১] সেই ব্রহ্ম উদ্যতবজ্রসদৃশ অতি ভয়ানক। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হন। ২।৩।২

এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, ভয়ে সূর্য কিরণ বিকিরণ করেন, ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যুও স্বকর্মে প্রবৃত্ত থাকেন।[২] ২।৩।৩

১ অতএব জগতের উৎপত্তির কারণ ব্রহ্ম আছেন। ঈঃ, ৪, ৪র্থ টীকা দ্রঃ।

২ নিয়ন্ত্রণকারী কেহ না থাকিলে সূর্যাদির সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত গতি প্রভৃতি সম্ভব হইত না—এই যুক্তিবলে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়। কঃ, ২।২।৫ ; তৈঃ, ২।৮।১,

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫

ইহ (জীবিতাবস্থাতেই) শরীরস্য (দেহের) বিস্রসঃ (পতনের) প্রাক্ (পূর্বে) চেৎ (যদি) বোদ্ধুম্ ([উক্ত ব্রহ্মকে] জানিতে) অশকৎ (সমর্থ হয়) [তাহা হইলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়; আর যদি জানিতে না পারে তবে] ততঃ (সেই অজ্ঞান-হেতু) সর্গেষু ([স্রষ্টব্য প্রাণিবর্গের] সৃজনভূমি পৃথিব্যাদি) লোকেষু (লোকসমূহে) শরীরত্বায় (দেহভাব-প্রাপ্তির জন্য) কল্পতে (সমর্থ হয়) [অর্থাৎ জন্মলাভ করে]। ২।৩।৪

আদর্শে ([সুনির্মল] দর্পণে) যথা (যদ্রূপ [স্বীয় মুখ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়]) আত্মনি ([শুদ্ধ] বুদ্ধিতে) তথা (তদ্রূপ [আত্মদর্শন হয়]); স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) যথা (যদ্রূপ [অস্পষ্ট]) পিতৃলোকে (পিতৃলোকে) তথা (তদ্রূপ) [অস্পষ্ট আত্মদর্শন হয়])। অপ্সু (জলে) যথা (যদ্রূপ [বিভিন্ন অঙ্গাদি সুস্পষ্ট হয় না])

জীবৎকালে দেহত্যাগের পূর্বেই যদি কেহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন (তবেই মুক্ত হন), নতুবা অজ্ঞান-হেতু (পৃথিব্যাদি) লোকসমূহে জন্মগ্রহণ করেন[১]। ২।৩।৪

দর্পণে (নিজের মুখ) যেরূপ সুস্পষ্ট দেখা যায়, বুদ্ধিতেও (আত্মার)

১ কেঃ, ২।৫ এবং গতি সম্বন্ধে ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬

গন্ধর্বলোকে (গন্ধর্বলোকে) তথা (তদ্রূপ [অস্পষ্টভাবে]) পরিদদৃশে ইব (দর্শন করে), ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) ছায়া-আতপয়োঃ ইব (আলোক ও ছায়ার ন্যায় অত্যন্ত বিবিক্তরূপে অর্থাৎ "ব্রহ্ম সত্য এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত মিথ্যা" এইরূপ বিবেকসহকারে আত্মদর্শন হয়)। ২।৩।৫

[অতঃপর আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বর্ণিত হইতেছে]—পৃথক্ ([স্বীয় কারণ আকাশাদি হইতে] ভিন্নরূপে) উৎপদ্যমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ (উৎপদ্যমান ইন্দ্রিয় [ও ভোগ্যবস্তু]-সমূহের) যৎ পৃথক্-ভাবম্ ([আত্মা হইতে] যে

দর্শন সেইরূপ সুস্পষ্টই হইয়া থাকে; স্বপ্নে (স্বাপ্নিক বস্তুর) যেরূপ (অস্পষ্ট দর্শন) হয়, পিতৃলোকে (আত্মদর্শন) ঐরূপ (অস্পষ্টই) হইয়া থাকে; জলে যেরূপ (অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব-দর্শন) হয়, গন্ধর্ব-লোকে[১] সেইরূপই (আত্মদর্শন) হয়। ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আলোকের ন্যায় বিবিক্তরূপে (আত্ম) দর্শন হয়[২]। ২।৩।৫

(আকাশাদি হইতে) যে ইন্দ্রিয়সমূহ বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হয়[৩],

১ গন্ধর্বলোক শব্দে ব্রহ্মলোক ভিন্ন অপর সকল দেবলোককেও বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ উহা অপর দেবলোকের উপলক্ষণ।

২ এই জীবনেই সুস্পষ্ট ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভবপর, অন্য লোকে নহে। সুতরাং এই জীবনেই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যত্ন করা আবশ্যক। অবশ্য ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ-লোকে অতি স্পষ্ট দর্শন হইতে পারে; কিন্তু উহা অশ্বমেধাদি বিশেষ বিশেষ কর্ম ও উপাসনার ফলেই মাত্র প্রাপ্য; সুতরাং সাধারণের পক্ষে উহা দুষ্প্রাপ্য। প্রঃ, ১।৪ টীকাঃ; মুঃ, ১।২।১১

৩ শব্দাদি বিষয়-উপলব্ধির জন্য শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। যথাঃ আকাশ,

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৭

অত্যন্ত বিলক্ষণতা) উদয়-অস্তময়ৌ চ (এবং তাহাদের উৎপত্তি ও লয়) [তাহা] মত্বা (জানিয়া) [অর্থাৎ জাগরণ ও সুষুপ্তি-অবস্থার অধীনরূপেই তাহাদের বৃত্তিলাভ ও বৃত্তিহীনতা হয়, আত্মা হইতে নহে—ইহা জানিয়া] ধীরঃ (ধীমান্) ন শোচতি (শোক করেন না, অর্থাৎ শোক অতিক্রম করেন]। ২।৩।৬

[ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে যে আত্মার বিলক্ষণতা বলা হইল, তিনি বাহিরে অধিগন্তব্য নহেন; কারণ তিনি সকলের প্রত্যগাত্মা। ইহাই মন্ত্রদ্বয়ে বলা হইতেছে]—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) মনঃ (মন) পরম্ (শ্রেষ্ঠ),

তাহারা (আত্মা হইতে) বিলক্ষণ স্বভাব-বিশিষ্ট ইহা জানিয়া এবং তাহাদের উৎপত্তি ও লয়[১] জানিয়া ধীমান্ শোকাতীত হন[২]। ২।৩।৬

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি উত্তম, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যাকৃত মায়া শ্রেষ্ঠ[৩]। ২।৩।৭

বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী—এই পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; রাজস অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; পঞ্চভূতের সম্মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদান্তসার, ৬১-৭৩

১ জাগরণকালে ইন্দ্রিয়গণ বৃত্তিলাভ করে এবং সুষুপ্তিতে বৃত্তিহীন হয়—তাহাদের এই অবস্থাদ্বয় জাগরণ ও সুষুপ্তিরই অধীন; ঐ পরিবর্তনের কারণ আত্মা নহেন।

২ আত্মা অব্যভিচারিরূপে সর্বদা এক স্বভাব; সুতরাং তাঁহাতে শোকের কারণ থাকিতে পারে না।

৩ ১।৩।১০ প্রভৃতি শ্লোক ও গীতা, ৩।৪২ দ্রষ্টব্য।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ ৮

মনসঃ (মন হইতে) সত্ত্বম্ (বুদ্ধি) উত্তমম্ (উত্তম), সত্ত্বাৎ (বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (অন্তর্নিহিত হিরণ্যগর্ভতত্ত্ব) অধি (অধিক), মহতঃ (হিরণ্যগর্ভ হইতে) অব্যক্তম্ (অব্যাকৃত মায়াতত্ত্ব) উত্তমম্ (উত্তম)। ২।৩।৭

ব্যাপকঃ (ব্যাপক) চ (এবং) অলিঙ্গঃ এব (অবশ্যই [বুদ্ধ্যাদি] অনুমানের উপায়-রহিত) পুরুষঃ (পরমাত্মা) যম্ (যাঁহাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) জন্তুঃ (প্রাণী [জীবিতাবস্থায়ই]) মুচ্যতে (মুক্ত হয়) চ (এবং) অমৃতত্বম্ ([দেহান্তে] অমরত্ব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়), [সেই পুরুষ] তু (কিন্তু) অব্যক্তাৎ (মায়া হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)। ২।৩।৮

সর্বব্যাপী এবং অনুমানের হেতুবিবর্জিত[১] যে পরমাত্মাকে জানিয়া জীব (এই দেহেই) মুক্ত হয় এবং (দেহান্তে) পুনর্বার দেহ প্রাপ্ত হয় না, সেই পরমাত্মা কিন্তু মায়া হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২।৩।৮

১ বুদ্ধ্যাদিশূন্য। বৈশেষিকের অনুমানটি এইরূপ—"আত্মা আছেন, কারণ তিনি বুদ্ধিরূপ গুণের আশ্রয়।" তাঁহারা বুদ্ধিকে গুণসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বলেন যে, গুণ স্বীয় আশ্রয়কে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং বুদ্ধিরূপ গুণ থাকিতে হইলে আত্মার সত্তা স্বীকার্য। এইরূপে বুদ্ধিকে অনুমিতির প্রতি 'হেতু'রূপে গ্রহণ করিয়া আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু আত্মা নির্গুণ, তাঁহাতে গুণ থাকে না। আবার বুদ্ধি ও মনকে গুণ বলা যাইতে পারে না; কেন না উহারা নিশ্চয় ও কামাদি গুণের আশ্রয়। মন গুণ হইলে কামাদি গুণ আবার তাহাতে থাকিবে ইহা অযৌক্তিক; কারণ গুণের গুণ হয় না। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, আত্মার অস্তিত্ব-প্রমাণের জন্য কোনও পদার্থই 'হেতু'রূপে গৃহীত হইতে পারে না।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯

[তিনি যখন অলিঙ্গ, তখন তাঁহার দর্শন কি প্রকারে হইবে? উত্তরে বলা হইতেছে]—অস্য (ইঁহার) রূপম্ (রূপ) সন্দৃশে (দর্শনের বিষয়রূপে) ন তিষ্ঠতি (বর্তমান থাকে না); এনম্ (ইঁহাকে) কঃ চন (কেহই) চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) ন পশ্যতি (দর্শন করে না)। মনসা (মননরূপ সম্যগ্‌দর্শনসহায়ে) অভিক্লৃপ্তঃ (অভিপ্রকাশিত আত্মা) হৃদা (হৃদয়ে অবস্থিত) মনীষা (মনের নিয়ন্তা বিকল্পবিহীন বুদ্ধিদ্বারা) [জ্ঞাত হইয়া থাকেন]। যে (যাঁহারা) এতৎ (উক্ত আত্মাকে প্রত্যক্‌-ব্রহ্মরূপে, অবিষয়রূপে) বিদুঃ (জ্ঞাত হন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)। ২।৩।৯

ইঁহার রূপ দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। ইঁহাকে কেহই চক্ষু দ্বারা অনুভব করিতে পারে না। এই আত্মা যখন মননরূপ সম্যগ্‌দর্শনসহায়ে অভিপ্রকাশিত[১] হন, তখন তিনি হৃদয়ে অবস্থিত বিষয়-কল্পনা-শূন্য বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা উপলব্ধ হন[২]। যাঁহারা উক্ত আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানেন, তাঁহারা অমর হন। ২।৩।৯

১ ঘটাদি যত বাহ্যবস্তু আছে—যাহা আমার দৃশ্য—তাহারা সকলেই যেরূপ দ্রষ্টা আমা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ এই দেহেন্দ্রিয়পিণ্ডের মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু দৃশ্য বা অনুমেয় বস্তু আছে, তাহা দ্রষ্টা আত্মা হইতে ভিন্ন। দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিতে যে চৈতন্যাংশ আছে, তাহাই আমি। বিভিন্ন শরীরস্থ আত্মার লক্ষণ বিভিন্ন নহে, অর্থাৎ সকলেই একরূপ ও শুদ্ধচৈতন্য; সুতরাং সকল আত্মাই এক। এই প্রকার বিচারের দ্বারা এইরূপেই আত্মার অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়, কিন্তু প্রমাণিত হয় না। ইহাই মূলে অভিক্লৃপ্ত (অভিপ্রকাশিত) শব্দে বলা হইয়াছে।

২ বুদ্ধিকে মূলে মনীট্‌ বলা হইয়াছে। কারণ বুদ্ধি মনের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা। বাহ্য কারণসমূহ উপরত হইলেও মুমুক্ষুর মন যখন বিষয়-চিন্তা করিতে থাকে, তখন

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১০
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১

[এই হৃৎমনীষ্ট-প্রাপ্তির উপায়ভূত যোগ বলা হইতেছে]—যদা (যখন) মনসা সহ (মনের সহিত) পঞ্চ (পাঁচটি) জ্ঞানানি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) অবতিষ্ঠন্তে (ব্যাপারশূন্যরূপে অবস্থান করে) বুদ্ধিঃ চ (এবং বুদ্ধিও) ন বিচেষ্টতি (নিজ কার্যে ব্যাপৃত হয় না). তাম্ (সেই অবস্থাকেই) পরমাম্ (উত্তম) গতিম্ (অবস্থা) আহুঃ ([যোগিগণ] বলিয়া থাকেন)। [পাঠান্তর—বিচেষ্টতে]। ২।৩।১০

স্থিরাম্ (অচলভাবে) ইন্দ্রিয়-ধারণাম্ (বাহ্যান্তঃকরণের ধারণরূপ) তাম্ (উক্ত অবস্থাকেই) যোগম্ ইতি (যোগ-শব্দের বাচ্য) মন্যন্তে (মনে করিয়া

যে অবস্থায় মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্য হয় এবং বুদ্ধিও স্বকার্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলিয়া থাকেন। ২।৩।১০

বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়সকলকে অচলভাবে ধারণকরারূপ যে অবস্থা, তাহাকেই যোগিগণ যোগ-শব্দে[১] অভিহিত করেন। সেই

বুদ্ধিই উক্ত মনকে সংযত করে। উক্ত নিয়ন্ত্রণ এইরূপ—"হে মন, তুমি জড়; ভোগ্য বিষয়ে তোমার প্রয়োজন নাই। আত্মা চেতন ও আনন্দস্বরূপ—সুতরাং তাঁহারও বিষয়ে প্রয়োজন নাই। অতএব বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত হও।" এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত মন লইয়া মহাবাক্য শ্রবণ করিলে 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার বিষয়বিকল্পশূন্য বুদ্ধিবৃত্তি জাত হয় এবং তাহার ফলে ব্রহ্ম অবিষয়রূপে জ্ঞাত হন; বিষয়রূপে কিন্তু তিনি কখনও জ্ঞাত হন না। ২।৩।১২; শ্বেঃ, ৪।২০ দ্রষ্টব্য।

১ বাহ্য বিষয়ের ভোগত্যাগকরারূপ যে 'বিয়োগ', তাহাকেই যোগিগণ 'যোগ'

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২

থাকেন) তদা (সেই যোগারম্ভাবস্থায়ই) অপ্রমত্তঃ (প্রমাদশূন্য, সমাধিপ্রবণ) ভবতি (হয়, হওয়া উচিত)—হি (কেন না) যোগঃ (যোগ) প্রভব-অপ্যয়ৌ (উৎপত্তিমান্ ও বিনাশধর্মী)—[অতএব বিনাশপরিহারার্থে যত্নবান্ হওয়া উচিত]। ২।৩।১১

[পরমাত্মা] বাচা (বাক্যের দ্বারা) প্রাপ্তুম্ (অবগম্য হইবার) ন এব শক্যঃ (অবশ্যই যোগ্য নহেন) মনসা ন (মনের দ্বারাও নহেন), চক্ষুষা ন (চক্ষুর দ্বারাও নহেন); অস্তি ইতি ('পরমাত্মা আছেন' এইরূপ) ব্রুবতঃ (যিনি বলেন তাঁহা হইতে) অন্যত্র (অপরের নিকট অর্থাৎ নাস্তিকগণমধ্যে) কথম্ (কি প্রকারে) তৎ (ঐ ব্রহ্ম) উপলভ্যতে (অনুভূত হইতে পারেন)? ২।৩।১২

যোগারম্ভেই প্রমাদ পরিত্যাগ করা উচিত; কারণ যোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। (সুতরাং উহার বিনাশ পরিহারের জন্য যত্ন করা কর্তব্য)। ২।৩।১১

পরমাত্মা বাক্যের দ্বারা অবগত হন না, মনের দ্বারা নহেন, চক্ষুর দ্বারাও নহেন। 'অস্তি' (অর্থাৎ আছেন)—এইরূপে যাঁহারা আত্মার সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, সেই আস্তিকগণ হইতে ভিন্ন নাস্তিকগণের নিকট ব্রহ্ম কিরূপে উপলব্ধ হইবেন[১]? ২।৩।১২

বলিয়া থাকেন (গীতা, ৬।২৩ দ্রঃ); কেন না তখন আত্মা স্বরূপের সহিত যুক্ত হইয়া স্বমহিমায় অবস্থান করেন।

১ নাস্তিক মনে করে যে, যোগাবলম্বনে বুদ্ধ্যাদির বিলয় হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আস্তিক বলেন যে, সৎ-বস্তুতে পর্যবসিত না হইয়া কার্যের বিনাশ হইতে পারে না। ঘট স্বীয় কারণরূপে বিদ্যমান মৃত্তিকাতেই লীন

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩
যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪

[অতএব বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে] অস্তি ইতি এব ('অস্তি' এইরূপেই) উপলব্ধব্যঃ (অনুভব করিতে হইবে), তত্ত্বভাবেন চ (এবং সদসৎ-প্রত্যয়-বর্জিত নিরুপাধিকরূপেও) [অনুভব করিতে হইবে]; উভয়োঃ (উক্ত সোপাধিক এবং নিরুপাধিক আত্মার মধ্যে) অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য ('অস্তি' বলিয়া যে সোপাধিক আত্মা অনুভূত হইয়াছেন তাঁহারই) তত্ত্বভাবঃ (নিরুপাধিক স্বরূপ) প্রসীদতি ([সোপাধিক জ্ঞানবানের সকাশে] আত্মপ্রকাশনার্থে সম্মুখীন হয়)। ২।৩।১৩

যে (যে সকল) কামাঃ (কামনা) অস্য (ইহার, মানুষের) হৃদি (হৃদয়ে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত থাকে) সর্বে (সে সকল) যদা (যখন) [পরমার্থ আত্মদর্শন-বশতঃ] প্রমুচ্যন্তে (দূর হয়, বিশীর্ণ হয়) অথ (তৎকালে) মর্ত্যঃ (মর [জ্ঞানোৎপত্তির প্রাক্কালে যে মরণের অধীন ছিল, সে]) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হয়),

(প্রথমতঃ) সোপাধিক আত্মাকে অস্তিরূপে অনুভব করিতে হইবে এবং (তদনন্তর) নিরুপাধিকরূপেও অনুভব করিতে হইবে। সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই উভয়ের মধ্যে অস্তিরূপে অনুভূত সোপাধিক আত্মারই নিরুপাধিক ভাবটি আত্মপ্রকাশার্থে তত্ত্বান্বেষীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। ২।৩।১৩

মানবহৃদয়ে যে-সকল কামনা আশ্রিত আছে তাহারা যখন বিশীর্ণ

হয়, ইহাই ঘটের বিনাশ। বিশেষতঃ জগতের মূল কারণ অসৎ হইলে কার্যরূপ জগৎও অসৎ বলিয়াই প্রতিভাত হইত; কেন না কারণের গুণই কার্যে অনুস্যূত হয়। অতএব স্থির হইল যে, ব্রহ্মের সত্তায়ই জগৎ সত্তাবান্। শ্বেঃ, ১।১৩

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্ ॥ ১৫
শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬

অত্র (এই দেহেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমশ্নুতে (ভোগ করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়)। ২।৩।১৪

ইহ (জীবিতাবস্থায়ই) যদা (যখন) হৃদয়স্য (বুদ্ধির) সর্বে (সকল) গ্রন্থয়ঃ (গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় বন্ধনরূপ অবিদ্যাপ্রত্যয়সমূহ) প্রভিদ্যন্তে (বিনষ্ট হয়) অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি [পূর্ববৎ], এতাবৎ হি ([সমস্ত বেদান্তের] এইটুকু মাত্রই) অনুশাসনম্ (উপদেশ) [এতদতিরিক্ত নহে]। ২।৩।১৫

শতম্ চ (এক শত) একা চ (এবং [সুষুম্না নামক] একটি) নাড্যঃ (শিরাসমূহ) হৃদয়স্য (হৃদয় হইতে [বিনিঃসৃত হইয়াছে]), তাসাম্ (তাহাদের

হয়[1] তখন মরণধর্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করে। ২।৩।১৪

জীবিতাবস্থায়ই যখন বুদ্ধির বন্ধনসমূহ বিনষ্ট[2] হয় তখন মর্ত্য মানুষ অমর হয়। এইটুকু[3] মাত্রই সর্ববেদান্তের উপদেশ। ২।৩।১৫

হৃদয় হইতে নিষ্ক্রান্ত একশত একটি নাড়ীর মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। উৎক্রমণকালে এই নাড়ীকে অবলম্বন

১ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির মনে বর্তমান দেহের রক্ষার উপযোগী অন্নপানাদির কামনা ব্যতীত অন্য কোনও কামনা থাকে না। বস্তুতঃ উহা কামনা-পদ-বাচ্যই নহে, কেন না উহা প্রারব্ধবশে হইয়া থাকে। মানবীয় কামনার সহিত উহার কোনও প্রকৃত সাদৃশ্য নাই।

২ মুঃ, ২।২।৮; ৩ প্রঃ, ৬।৭, কেঃ, ৪।৭

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭

মধ্যে) একা (একটি সুষুম্নাখ্যা নাড়ী) মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা (ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে); [মরণকালে] তয়া (উক্ত নাড়ী অবলম্বনে) ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্বদিকে) আয়ন্ ([সূর্যমার্গে] গমন করিয়া) অমৃতত্বম্ ([আপেক্ষিক] অমরত্ব) এতি (প্রাপ্ত হয়); বিষ্বক্ (বিভিন্নদিকে প্রসারিত) অন্যাঃ (নাড়ীসমূহ) উৎক্রমণে ভবন্তি (সংসারপ্রাপ্তির কারণ হয়)। ২।৩।১৬

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ [হৃদয়দেশে অবস্থিত]) অন্তরাত্মা (অন্তরাত্মা) পুরুষঃ (পরমাত্মা) সদা (সর্বদা) জনানাম্ (মনুষ্যদিগের) হৃদয়ে (হৃদয়ে) সং-নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হইয়া আছেন); মুঞ্জাৎ (মুঞ্জ ঘাস হইতে) ঈষীকাম্ ইব (শীষের ন্যায়) তম্ (তাঁহাকে) স্বাৎ (স্বকীয়) শরীরাৎ (শরীরত্রয় হইতে) ধৈর্যেণ (ধৈর্যের সহিত, অপ্রমত্ত হইয়া) প্রবৃহেৎ (বিবিক্ত করিবে, পৃথক্ করিবে)। তম্ ([শরীর হইতে

করিয়া ঊর্ধ্বে গমনপূর্বক (সাধক) অমৃতত্ব[১] লাভ করেন। অন্যান্য নাড়ীমার্গে উৎক্রমণ সংসারগতির কারণ হয়। ২।৩।১৬

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বজনের হৃদয়ে সবদা অবস্থিত আছেন। মুঞ্জ ঘাস হইতে শীষের ন্যায় তাঁহাকে স্বীয় শরীর হইতে ধৈর্যের সহিত পৃথক্ করিবে। এইরূপে বিবিক্ত তাঁহাকেই শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ২।৩।১৭

---

১ ইহা আপেক্ষিক অমৃতত্ব। ইহা শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার একত্বজ্ঞানের ফল নহে (২।৩।১৪ দ্রঃ)। তবে নচিকেতাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত অগ্নিবিদ্যার ফল-স্বরূপ এখানে ইহা উক্ত হইল। কারণ এই ফল পূর্বে উক্ত হয় নাই।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্‌ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী ॥

পৃথক্‌কৃত] তাঁহাকে) শুক্রম্ (শুদ্ধ) অমৃতম্ (অমৃত ব্রহ্ম) [বলিয়া] বিদ্যাৎ (জানিবে), তম্ বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতম্ ইতি [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি-সূচক]। ২।৩।১৭

[বিদ্যার স্তুতিজ্ঞাপক আখ্যায়িকার উপসংহার হইতেছে]—অথ (অনন্তর) মৃত্যুপ্রোক্তাম্ (যম-কর্তৃক উক্ত) এতাম্ (এই) বিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) চ (এবং) কৃৎস্নম্ (সম্পূর্ণ) যোগবিধিম্ (যোগবিধি) লব্‌ধ্বা (প্রাপ্ত হইয়া) নচিকেতঃ (নচিকেতা) বিরজঃ (ধর্ম ও অধর্ম হইতে মুক্ত) [এবং] বিমৃত্যুঃ (কাম ও অবিদ্যাশূন্য [হইয়া]) ব্রহ্ম-প্রাপ্তঃ অভূৎ (মুক্ত হইয়াছিলেন); অন্যঃ অপি যঃ (অন্যও যিনি) অধ্যাত্মম্ এব (সাক্ষাৎ প্রত্যক্‌-স্বরূপকেই) এবম্-বিৎ (এই প্রকারে জানেন) [তিনিও উক্ত ফল প্রাপ্ত হন]। ২।৩।১৮

মৃত্যুপ্রোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সম্পূর্ণ যোগবিধি লাভপূর্বক নচিকেতা বিরজ ও বিমৃত্যু হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অন্য যিনি (সাক্ষাৎ) প্রত্যগাত্মাকে এইরূপে জানেন তিনিও উক্ত ফল প্রাপ্ত হন। ২।৩।১৮

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অথর্ববেদীয়

প্রশ্নোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[হে] দেবাঃ (দেবগণ), কর্ণেভিঃ, (=কর্ণৈঃ, শ্রোত্রসমূহের দ্বারা) ভদ্রম্ (কল্যাণ-বচন) শৃণুয়াম (শুনিতে যেন সমর্থ হই); [হে] যজত্রাঃ (যজনীয় দেবগণ), অক্ষভিঃ (=অক্ষিভিঃ, চক্ষুর দ্বারা) ভদ্রম্ (সুশোভন দ্রব্য, পুষ্পাদি) পশ্যেম (দর্শন করিতে যেন সমর্থ হই); স্থিরৈঃ (দৃঢ়, অচঞ্চল) অঙ্গৈঃ (হস্তপদাদি অবয়ব) [এবং] তনূভিঃ (শরীরের সহিত [যুক্ত হইয়া আমরা]) তুষ্টুবাংসঃ (আপনাদিগের স্তব করিয়া) দেবহিতম্ (প্রজাপতির দ্বারা বিহিত, অথবা দেবকর্মে রত) যৎ (যে) আয়ুঃ (জীবনকাল) [তাহা] ব্যশেম (যেন প্রাপ্ত হই)। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক)।

হে দেবগণ, আমরা কর্ণসমূহের দ্বারা যেন কল্যাণ-বচন শ্রবণ করি; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষুসমূহের দ্বারা যেন শোভন বস্তু দর্শন করি; দৃঢ় অবয়ব এবং শরীর-বিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন আপনাদিগের স্তব করিয়া দেবকর্মে নিরত আয়ু প্রাপ্ত হই। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথম প্রশ্ন

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ, শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নো, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নঃ—তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা "এষ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতি" ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১

ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজপুত্র) সুকেশা চ, শৈব্যঃ চ (ও শিবির পুত্র) সত্যকামঃ, চ গার্গ্যঃ (গর্গগোত্রোদ্ভব) সৌর্যায়ণী, (=সৌর্যায়ণিঃ, সূর্যের পৌত্র), চ আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্র) কৌসল্যঃ, ভার্গবঃ (ভৃগুবংশীয়) বৈদর্ভিঃ (বিদর্ভ দেশে জাত) কাত্যায়নঃ (কত্যতনয়) কবন্ধী—তে হ (এবংবিধ নামগোত্রবান্ তাঁহারা) ব্রহ্মপরাঃ (অপরব্রহ্মপরায়ণ), ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মের আরাধনপর) এতে (ইঁহারা) পরম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) অন্বেষমাণাঃ (জানিতে ইচ্ছুক হইয়া)—এষঃ (ইনি) হ বৈ (নিশ্চয়ই) তৎ সর্বম্ (সেই সমুদয়) বক্ষ্যতি (বলিবেন) ইতি (এই মনে করিয়া) তে হ (তাঁহারা) সমিৎ-পাণয়ঃ (হস্তে সমিধ্‌ভার অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক) ভগবন্তম্ (ভগবান্) পিপ্পলাদম্ উপসন্নাঃ (পিপ্পলাদের সমীপে গমন করিলেন) । ১।১

ভরদ্বাজতনয় সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গগোত্রীয় সৌর্যায়ণি, অশ্বলতনয় কৌসল্য, ভৃগুবংশীয় বৈদর্ভি ও কত্যতনয় কবন্ধী—এইরূপ প্রসিদ্ধবংশীয় ব্রহ্মপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ইঁহারা পরব্রহ্ম কিংস্বরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া—"ইনি নিশ্চয়ই সেই সমুদয় বলিবেন"